পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 134 Tuesday, 15 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৩৪ সংখ্যা ❋ ১ বৈশাখ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ, সিট গঠনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় উত্তাল মুর্শিদাবাদে। ইতিমধ্যে ২০০-র বেশি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বাড়ছে এফআইআরের সংখ্যাও। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে জেলায় শনিবার রাত থেকে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার সেখানে বিশেষ তদন্তকারী দলের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হল। জানা গিয়েছে শশাঙ্ক শেখর ঝা নামে এক আইনজীবী এই মামলা করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে শুধু হাইকোর্ট নয়, শীর্ষ আদালতেরও নজর দেওয়া উচিত। গত শুক্রবার থেকে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে লাগামছাড়া সংঘর্ষ হয় মুর্শিদাবাদে। বহু মানুষ আতঙ্কে ঘরছাড়া হন। তাদের অনেকে পড়শি জেলাগুলিতে আশ্রয়ও নিয়েছেন। তবে সোমবার রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সম্পূর্ণ চেষ্টা হচ্ছে। আগের থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেও এসেছে। ইতিমধ্যে ১৯ জন তাদের বাড়িতে ফিরেও গেছেন। বাকি যারা এখনও ঘরছাড়া তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা

জাভেদ শামিম জানিয়েছিলেন বটে যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সবরকম চেষ্টা চলছে। গত ৩৬ ঘণ্টায় নতুন করে কোথাও কোনও রকম উত্তেজনা ছড়ায়নি। কিন্তু, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সামশেরগঞ্জ। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ধরে আক্রমণ শুরু হয়। কার্যত ছুটে প্রাণে বাঁচেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী পদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়ায় জাফরাবাদ এলাকায়। বর্তমানে এলাকায় টহল দিচ্ছেন তাঁরা। এদিকে সোমবার মুর্শিদাবাদের কান্দি এলাকায় অশান্তি বাধে। ওয়াকাফ আইন প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একাংশ। কান্দি মহকুমার বড়ঞা থানার কুলি চৌরাস্তা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগেনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। এমন পরিস্থিতিতেই এবার মুর্শিদাবাদের ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দলের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হল শীর্ষ আদালতে।

‘দরকারে পাতাল থেকে খুঁজে বার করে আনব, সব দোষীর শাস্তি হবেই’

ওয়াকফ-অশান্তি নিয়ে আশ্বাস পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয় মুর্শিদাবাদে। শুধু সেই জেলা নয়, মালদহের বিস্তূর্ণ জায়গাও কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। তবে সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম জানালেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সবরকম চেষ্টা চলছে। গত ৩৬ ঘণ্টায় নতুন করে কোথাও কোনও রকম উত্তেজনা ছড়ায়নি। ওয়াকফ-অশান্তির জেরে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য ইতিমধ্যে ২০০-র বেশি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বাড়ছে এফআইআরের সংখ্যাও। এমনটাই জানিয়ে রাজ্য পুলিশ। এডিজি আইনশৃঙ্খলার স্পষ্ট বক্তব্য, যারা এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যে যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের প্রত্যেককে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে। পুলিশ সেই মতোই তদন্ত করছে। জাভেদ শামিমের কথায়, ‘‘কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হোক, কোনও সংগঠনের হোক, আমরা দেখব না। যারা যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের সকলকে শাস্তি দেওয়া হবে। দরকারে পাতাল থেকে খুঁজে বের করে আনব দোষীদের। কিন্তু শাস্তি দেবই।’’ গত শুক্রবার থেকে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে লাগামছাড়া সংঘর্ষ হয় মুর্শিদাবাদে। বহু মানুষ আতঙ্কে ঘরছাড়া হন। তাদের অনেকে পড়শি জেলাগুলিতে আশ্রয়ও নিয়েছেন। তবে সোমবার রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সম্পূর্ণ চেষ্টা হচ্ছে। আগের থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেও এসেছে। ইতিমধ্যে ১৯ জন তাদের বাড়িতে ফিরেও গেছেন। বাকি যারা এখনও ঘরছাড়া তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। জেলায় হিংসা রুখতে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল, তাও আবার চালু করা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দিয়েছেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা। কারণ তিনি মনে করছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেকেই ভুয়ো খবর ছড়িয়ে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। জাভেদ শামিমের কথায়, ‘‘পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও মানসিকভাবে মানুষ স্বাভাবিক হতে পারছেন না ভুল খবরের জন্য। লাগাতার ভুয়ো খবর ছড়ানোর চেষ্টা করছে একদল। সেগুলি বিশ্বাস করে মানুষ আরও বিপদে পড়ছেন।’’ যারা এই ধরনের কাজ করছেন তাদেরকেও কড়া শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। পুলিশ এও বলছে, নতুন করে যাতে হিংসা না ছড়িয়ে পড়ে ভুয়ো খবর বা তথ্যের জন্য, সেই কারণেই নেট বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু তা আবার চালু করা হচ্ছে কারণ গত ৩৬ ঘণ্টায় পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। আর এটাই পুলিশের আপাতত প্রধান লক্ষ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মুর্শিদাবাদ জেলায় শনিবার রাত থেকে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সঙ্গে রুটমার্চে রয়েছে রাজ্য পুলিশও। আপাতত এই টহলদারি বজায় থাকবে জেলায়। রাজ্য পুলিশের দাবি, অন্যান্য রাজ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে তা স্বাভাবিক করতে অনেক বেশি সময় লেগে যায়। কিন্তু বাংলায় অনেক তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তাল ভাঙড়

ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা! গাড়ি ভাঙচুর! পুলিশের লাঠিচার্জ!

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১৪ এপ্রিলঃ ভাঙড়ের বাসন্তী হাইওয়ের বৈরামপুর এলাকায় আজ তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যখন পুলিশ ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের প্রতিবাদে শিয়ালদহ রামলীলা ময়দানে যাওয়ার পথে ভাঙড়, মিনাখাঁ, এবং সন্দেশখালি থেকে আগত সাধারণ মানুষ ও আইএসএফ (ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট) কর্মীদের গাড়ি আটকে দেয়। এই ঘটনার পর বাসন্তী হাইওয়েতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন আইএসএফ কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়, এবং একপর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, এবং ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ ও আইএসএফ কর্মীরা শিয়ালদহ রামলীলা ময়দানে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৈরামপুরে পুলিশ তাঁদের গাড়ি আটকে দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আইএসএফ কর্মীরা অভিযোগ করেন, পুলিশ তাঁদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে বাধা দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে তাঁরা বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এই অবরোধ শুধু বৈরামপুরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বৈরামপুরের পর ভোজেরহাট তিন রাস্তার মোড়েও আইএসএফ কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করেন। ভোজেরহাটে পুলিশ গার্ডরেল দিয়ে এলাকা ঘিরে ফেললেও আইএসএফ কর্মীরা সেখানে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা গার্ডরেল ভাঙার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়, এবং জোর করে গার্ডরেল ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এই লাঠিচার্জে আইএসএফ কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। জানা গিয়েছে, বিক্ষুব্ধরা পাঁচ পাঁচটি পুলিশের বাইক আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ভেঙে ফেলা হয় একের পর এক গাড়ির কাচ। স্থানীয়দের মতে, লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন, তবে এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের রাস্তা অবরোধের কারণে বাসন্তী হাইওয়েতে যান চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ‘‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা গার্ডরেল ভাঙার চেষ্টা করলে আমাদের লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হতে হয়।’’ তবে আইএসএফ কর্মীরা অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ অহেতুক শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং তাঁদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে বাধা দিয়েছে। এক বিক্ষোভকারীর আবার দাবি, ‘‘পুলিশ আমাদের হঠাৎ এখানে আটকে দিল। বলছে, আমাদের নাকি কোনও বৈধ অনুমতি নেই। তাই অন্য জায়গায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে। কিন্তু আমরা অন্য জায়গায় কেন যাব? আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে।’’ এই মর্মে আবার আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী পুলিশের দিকে তোপ দেগে বলেন, ‘‘উত্তেজনা ছড়াচ্ছে তো পুলিশ। রাজ্য যে ২৬ হাজার চাকরি গিয়েছে, সেই দিক থেকে তো মানুষের মন ঘোরাতে হবে। তাই জন্য আমরা যখন কেন্দ্রের একটা আইনের বিরোধিতা করে ও বাবা অম্বেদকর সাহেবের জন্মজয়ন্তি পালনের জন্য রামলীলা ময়দানের দিকে যাচ্ছিলাম। তখন আমাদের রুখে গোলযোগ তৈরি করার চেষ্টা করছে পুলিশ। আমাদের কাছে সব ভিডিয়ো রয়েছে। এগুলো নিয়েই আমরা আইনের পথে যাব।’’ এরপরেই রাজ্য বিজেপির দিকে তির দেগে নওশাদ বলেন, ‘‘গতকালই তো সুকান্ত-শুভেন্দুরা কলেজ স্কোয়ারে সভা করল। বিদ্বেষমূলক কথাও বলল। ওদের তো কেউ আটকাল না।’’ পাল্টা তৃণমূলের বিধায়ক শওকত মোল্লার দাবি, ‘‘তৃণমূলের এখনও সেই দুরাবস্থা হয়নি যে আইএসএফ-এর মতো চার পয়সার দলকে বাধা দিতে হবে। আসলে মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। তাই ওরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে এসব কথা বলছে।’’ এরপরেই বিজেপি-আইএসএফ আঁতাতের অভিযোগ টেনে তিনি বলেন, ‘‘নওশাদের সঙ্গে এখন সবচেয়ে বেশি সুসম্পর্ক রয়েছে শুভেন্দু অধিকারী ও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের।’’ এই ঘটনার পর বাসন্তী হাইওয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অবরোধের কারণে রাস্তায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে, এবং অনেকে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছেন। কিছু বাসিন্দা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে যদি উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হয়। আইএসএফ নেতৃত্ব জানিয়েছে, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর আঘাত এবং এটি তাঁদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। তাঁরা এই বিলের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, তারা আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং কোনো ধরনের অশান্তি সহ্য করা হবে না। এই ঘটনা ভাঙড় এবং আশপাশের এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। স্থানীয় নেতা এবং সমাজকর্মীরা উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার এবং সংলাপের মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে, বর্তমানে বাসন্তী হাইওয়েতে পুলিশের কঠোর নজরদারি চলছে, এবং পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

‘আমার মেয়েও দুর্নীতির শিকার’, চাকরিহারাদের মিছিলে থাকার আশ্বাস দিয়ে বললেন তিলোত্তমার মা

দুরন্ত বার্তা, পানিহাটি, ১৪ এপ্রিলঃ এবার চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের পাশে তিলোত্তমার বাবা-মা। আগামী ২১ এপ্রিল চাকরিহারা শিক্ষকরা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। তিলোত্তমার বাবা-মা সেই মিছিলে থাকবেন বলে জানালেন। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চের ৩ প্রতিনিধি সোমবার পানিহাটিতে তিলোত্তমার বাড়িতে আসেন। তিলোত্তমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা জানান, আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। সেই অভিযানে পাশে থাকার জন্য তিলোত্তমার বাবা-মাকে অনুরোধ জানান তাঁরা। তিলোত্তমার বাবা-মার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা বলেন, ‘‘আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছি আমরা। সেই অভিযানে অংশ নিতে তিলোত্তমার বাবা-মাকে আমন্ত্রণ জানাতে

এসেছিলাম। বাংলাতে দুর্নীতির কারণে মেধাকে হত্যা করা হচ্ছে। শুধু তিলোত্তমাকে নয়, বাংলার প্রতিটি কোণায় মেধাকে হত্যা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে সবাইকে পথে বসতে হয়েছে। সবাই একজোট হয়ে লড়ার আহ্বান জানিয়েই তিলোত্তমার বাবা-মার কাছে এসেছি। তাঁরা আমাদের মিছিলে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।’’ এই নিয়ে তিলোত্তমার বাবা বলেন, ‘‘আমি প্রথম দিন থেকে বলছি, ওরা যে অন্যায়ের শিকার হয়েছেন, তার বিচার হওয়া প্রয়োজন। সেই বিচার চেয়েই আগামী ২১ এপ্রিল ওরা নবান্ন অভিযানে নামছে। আমরা সেই মিছিলে থাকব। যেকোনও ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনে আমরা যোগ দেব। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সবাইকে এই মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাই।’’ তাঁর মেয়ের দুর্নীতির শিকার বলে মন্তব্য করে তিলোত্তমার মা বলেন, ‘‘আমার মেয়ে দুর্নীতির শিকার। মেধা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা রাস্তায় রয়েছেন, তাঁরাও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। আমার মেয়ে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সবসময় রাস্তায় থাকব।’’ গত বছরের ৯ আগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে তিলোত্তমার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তিলোত্তমার নৃশংস পরিণতির প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোমবাতি মিছিল হয়। গত ৮ মাসে বারবার সেই ছবি দেখা গিয়েছে। এবার যোগ্য চাকরিহারারা রাস্তায় প্রতিবাদে নেমেছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে নবান্ন অভিযানে সামিল হচ্ছেন তিলোত্তমার বাবা-মা।

আম্বেদকরের সংবিধান বদলে ভোট ব্যাঙ্কের ভাইরাস ছড়িয়েছে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ সোমবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। আম্বেদকর জয়ন্তীতে হরিয়ানায় হিসার বিমানবন্দর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তিনি। সেখানেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মন্তব্যে ঠাঁই পেয়েছে ওয়াকফ ইস্যুও। এদিন তিনি বলেন, ‘‘দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ওয়াকফ নিয়ে কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু ২০১৩ সালে কংগ্রেস শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করে ফায়দা তোলার জন্য এই আইনে নিজেদের সুবিধা মতো বদল ঘটাল। বাবা আম্বেদকরের তৈরি করে যাওয়া আইনকে একেবারে কাটা ছেঁড়া করে শেষ করে ফেলল।’’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘‘কংগ্রেসের আম্বেদকরের সমানাধিকারের সংবিধান বদলে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্কের ভাইরাস রাজনীতি ছড়িয়েছে। ওরা বাবা আম্বেদকরের তৈরি করে যাওয়া সংবিধানকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেছে।’’ ওয়াকফ আইন দিন শেষে দরিদ্র মুসলিমদের ন্যায়বিচার দিয়ে তাদের উন্নয়নের সঙ্গী হবে বলেই

এদিনের সভা থেকে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘লক্ষ লক্ষ গরিব মুসলিমদের জমি সেবার অছিলায় হাতিয়ে তা তুলে দেওয়া হয়েছে জমি মাফিয়াদের হাতে। ওয়াকফ আইন সেই দরিদ্রদেরই ন্যায়বিচার দেবে।’’ প্রসঙ্গত, এই ওয়াকফ আইন পাশ হওয়া নিয়ে দেশের একাধিক রাজ্যে তৈরি হয়েছে বিক্ষোভ পরিস্থিতি। উত্তেজনা ছড়িয়েছে বাংলার নানা প্রান্তে। মালদহ-মুর্শিদাবাদ-সহ একাধিক এলাকায় ওয়াকফ আন্দোলন পরিণত হয়েছে অশান্তিতে। আর নতুন সংশোধিত আইন নিয়ে যখন দফায় দফায় পারদ চড়ছে, সেই আবহে জল্পনা তৈরি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর বাংলা সফরের।

মাছ ধরার নৌকাতেই ১৮০০ কোটি টাকার ড্রাগ

আহমেদাবাদ, ১৪ এপ্রিলঃ মাছ ধরার নৌকা। আরব সাগরের বুকে ভারতীয় জলসীমার মধ্যে ওই নৌকাতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করল গুজরাট অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড(এটিএস) এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী (আইসিজি)। গুজরাট বন্দরের কাছে ওই নৌকা থেকে ৩০০ কেজি মেথামফেটামিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য ১৮০০ কোটি টাকা। এক এটিএস আধিকারিক জানান, ১২ এপ্রিল রাতে এটিএস এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমারেখার ভারতীয় জলসীমার অর্ধ মাইলের মধ্যে চলে এসেছিল মাছ ধরার ওই নৌকাটি। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমারেখার পাকিস্তানের দিক থেকে ওই মাদক ভারতীয় জলসীমায় আনা হয়েছে বলে অনুমান। পাচারকারীরা ৩০০ কেজি ড্রাগ ওই নৌকায় মজুত করেন। যৌথ বাহিনীকে আসতে দেখে পাচারকারীরা পাকিস্তানের জলসীমায় চলে যায়। ১৮০০ কোটি টাকার ওই ড্রাগ কোথায় পাচার করা হত, তা তদন্ত করে দেখছে গুজরাট এটিএস।

হিন্দুদের সম্পত্তি নষ্ট যারা করেছে, তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ গত তিন চার দিন ধরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদ। ভেঙেছে একাধিক বাড়ি, পুড়েছে বহু দোকান। বেপরোয়া লুঠপাটের অভিযোগ উঠেছে। মুর্শিদাবাদের সুতি, সামসেরগঞ্জ, ধূলিয়ান, জঙ্গিপুর মারাত্মকভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এলাকার মানুষ গঙ্গা পেরিয়ে মালদহে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করলেন, ১০০ কোটি টাকার হিন্দুদের প্রপার্টি নষ্ট করা হয়েছে। আর কারা এই সম্পত্তি নষ্ট করেছে, তাদের নামের তালিকাও প্রস্তুত রয়েছে, তদন্তের পর সেই তালিকা ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেও শুভেন্দু জানালেন। শুভেন্দু বলেন, ‘‘ঠিক বাংলাদেশ স্টাইলে ভাঙচুর, লুঠপাট চলেছে। আমরা এটাকে ছাড়ব না, এটা একটা বড় ইস্যু। ওই এলাকায় আমরা তালিকা করছি। আমরা রোডম্যাপ তৈরি করেছি, ছাড়ব না আমরা। হয়তো আনসারুল বাংলা জামাত থাকবে নাহলে হিন্দুস্তানিরা থাকবে।’’ শুভেন্দুর হুঙ্কার, ‘‘এটাই শেষ লড়াই। সুদেআসলে হিসাব আমরা তুলব। ৬০০ জনের ছবি তালিকা তৈরি করেছি আমরা। তদন্ত হোক, সেই তালিকা ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে

তুলে দেওয়া হবে।’’ মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি এখন থমথমে। আগেই আদালতেই নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েছিল। তারপর পরিস্থিতি বুঝে বাড়ানো হয় বাহিনী। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘বিএসএফের সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়খণ্ড, সল্টলেক থেকে ডেল্টা-কোবরা বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে আরেকটাও ইটের আওয়াজ পাবেন না।’’ তবে এই অশান্তিতে এনআইএ তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন শুভেন্দু। অন্যদিকে নিজেদের সমস্যার কথা গোটা দেশকে জানাতে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ। যন্তরমন্তরে অবস্থানেও বসতে চলেছেন তাঁরা। সবটাই শুভেন্দু অধিকারীর কাছে নাটক মনে হল। কেন? সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারের তুলোধোনা করে চাকরিহারাদের একাংশকে কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না। সোমবার থেকে একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ঐক্য মঞ্চের চাকরিহারারা। যার মধ্যে রয়েছে রাজধানী অভিযানও। আর এই কর্মসূচির মধ্যেই নাটক খুঁজে পেয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘তৃণমূলের দালালরা দিল্লি যাচ্ছে। মেহবুব বলে ছেলেটা নিয়ে যাচ্ছে, যে কিনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্দনা করছিল। ওসব ড্রামাবাজি জানা আছে। দিল্লি পুলিশ আছে। লাঠির সাইজ আট ফুট।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘চাকরিহারাদের জন্য সমাধান মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই আছে। সুপ্রিম কোর্টকে বলুন, হুজুর এই নিন যোগ্যদের তালিকা। তারপর শীর্ষ আদালত যা মনে করবে তাই করবে। আর অযোগ্যদের জন্য উনি জেলে যাক।’’ বিরোধী দলনেতা মনে করেন, হয় ক্ষমতা না হলে টাকার বিনিময়ে মমতা অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগ্যদের নাম ইচ্ছে করেই সামনে আনছেন না কারণ তাহলেই তিনি হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবেন। সরকারও মেনে নিতে বাধ্য হবে অযোগ্যদের সার্ভিস দিয়েছে তারা।

অসমবাসীকে 'বহাগ বিহু'র শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল ঃ অসমের সর্বস্তরের নাগরিকদের ' বহাগ বিহু'র শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।গত সোমবার চৈত্র সংক্রান্তির দিন নিজের অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে অসমিয়া ভাষায় ' বহাগ বিহু'র শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অসমিয়া ভাষায় লেখা শুভেচ্ছাবার্তার বংলায় তর্জমা এ রকম, ' আনন্দময় এবং প্রাণবন্ত বহাগ বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলাম! নববর্ষ আপনাদের প্রত্যেক কাজ নতুন করে শুরু হোক, কেড়ে আনুক সুখ ও সমৃদ্ধি। সকলকে সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা জানাই।'প্রসঙ্গত, বহাগ বিহুকে কেন্দ্র করে অসমবাসীর মধ্যে পারাভাঙা আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে। আজ থেকে শুরু হয়েছে অসমিয়াদের প্রাণের রঙালি বিহু। আজ চৈত্র সংক্রান্তির দিন পালন হচ্ছে ' বহাগ বিহু'।

পার্ক স্ট্রিটে দুর্ঘটনা, ডিভাইডারে উঠে গেল যাদবপুরগামী বাস

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ মহানগরী কলকাতায় ফের বাসের দৌরাত্ম্য! সোমবার পার্ক স্ট্রিটের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে উঠে গেল একটি সরকারি বাস। সোমবার সকালে হাওড়া-যাদবপুর রুটের একটি সরকারি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, বাসটি যাদবপুরের দিকে যাচ্ছিল।সেই সময়েই পার্ক স্ট্রিটের কাছে ডিভাইডারের উপরে উঠে যায় সেটি। কী ভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে রেষারেষি চলছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির। সেই সময়েই ডিভাইডারে ধাক্কা মারে সেটি।

তাঞ্জানিয়ায় অবস্থিত দার-এস-সালাম-এর প্রথম বন্দরে প্রবেশ করলো আইওএস সাগর

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃভারতীয় মহাসাগরীয় জাহাজ আইওএস সাগর জাহাজ হিসেবে মনোনীত আইএনএস সুনয়না ১২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে তাঞ্জানিয়া বন্দর দার-এস-সালাম-এ প্রবেশ করেছে। এই জাহাজটি কর্ণাটকের কারওয়ার থেকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৯টি বন্ধু বিদেশী দেশের ৪৪ জন নাবিককে নিয়ে যাত্রা করেছিল। এই বন্ধু দেশগুলির মধ্যে রয়েছে কোমোরস, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, মালদ্বীপ, মরিশাস, মোজাম্বিক, সেশেলস, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।তাঞ্জানিয়ার নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এআর হাসান আইওএস সাগরকে স্বাগত জানান। এছাড়া ভারতীয় হাই কমিশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বন্দরে অবস্থানকালে জাহাজটি এআইকেইওয়াইএমই নৌ মহড়ায় অংশ নেবে। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে এই নৌ মহড়ার উদ্বোধন করবেন। ভারতীয় নৌ বাহিনীর অন্য দুটি জাহাজ আইএনএস চেন্নাই এবং আইএনএস কেশরী এই মহড়ায় আইএনএস সুনয়নার সঙ্গে যোগ দেবে। আইএনএস সুনয়নায় বন্ধু দেশের নৌ কর্মীদের অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপি সমুদ্র সহযোগিতার প্রসারের উদ্যোগকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে। ভারতীয় নৌবাহিনী যৌথভাবে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির ও জাহাজ চলাচলের পথকে অবাধ ও নিরাপদ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাহাজটি ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে দার-এস-সালাম থেকে পরবর্তী বন্দর নাকালা মোজাম্বিকের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বলে জানান।

কৃতজ্ঞ চিত্তে আম্বেদকরকে স্মরণ দেশের, শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে গোটা দেশ। ডঃ আম্বেদকরের ১৩৫-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোমবার সকালে দিল্লির প্রেরণা স্থলে সংবিধানের প্রণেতাকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ।, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ।এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, লোকসভা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং অন্যান্য নেতারা আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সংসদ চত্বরে প্রেরণা স্থলে ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

কৃষকদের সুখ-দু ঃখে তাঁদের সবচেয়ে বড় সঙ্গী ডাবল ইঞ্জিন সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

যমুনা নগর, ১৪ এপ্রিল ঃ কৃষকদের সুখ-দু ঃখে তাঁদের সবচেয়ে বড় সঙ্গী হল ডাবল ইঞ্জিন সরকার। আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা হল হরিয়ানার কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। হরিয়ানার বিজেপি সরকার এখন রাজ্যের ২৪টি ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করে। হরিয়ানার লক্ষ লক্ষ কৃষকও প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। সোমবার হরিয়ানার যমুনা নগরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন রেওয়ারির মানুষও বাইপাসের উপহার পেয়েছে। এখন রেওয়ারি বাজার, চৌরাস্তা এবং রেলগেটে যানজট থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। এই চার লেনের বাইপাসটি যানবাহনগুলিকে খুব সহজেই শহর থেকে বের করে দেবে। দিল্লি থেকে নার্নৌল যাত্রায় এক ঘণ্টা কম সময় লাগবে। আমি আপনাকে এই জন্য অভিনন্দন জানাই।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের কংগ্রেসের দিনগুলিও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ২০১৪ সালের আগে, যখন কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল, আমরা সেই দিনগুলিও দেখেছি যখন সারা দেশে ব্ল্যাকআউট এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট হত। কংগ্রেস সরকার যদি ক্ষমতায় থাকত, তাহলে আজও দেশকে একই রকম ব্ল্যাকআউটের মধ্য দিয়ে যেতে হত। না কারখানা চলতে পারত, না ট্রেন চলতে পারত, না ক্ষেতে জল পৌঁছাতে পারত। অর্থা, যদি কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায থাকত, তাহলে এই ধরনের সংকট টিকে থাকত। আমরা প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করেছি। আপনাদের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করে আপনি আপনার বিদ্যুৎ বিল শূন্যে কমাতে পারেন। শুধু তাই নয়, উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। অন্যদিকে বিজেপির কাছে রাজনীতি ক্ষমতার মাধ্যম নয় সেবার মাধ্যম, বিজেপি যা বলেছে তাই করেছে। দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে কী হচ্ছে? তারা জনগণের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করছে... কর্ণাটকে সব কিছুর দাম বাড়ছে... এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরা বলছেন, কংগ্রেস দুর্নীতিতে কর্ণাটককে এক নম্বরে পরিণত করেছে, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস বনের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার হরিয়ানার যমুনা নগরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, টানা তৃতীয়বারের মতো, হরিয়ানা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের দ্বিগুণ গতি প্রত্যক্ষ করছে। উন্নত ভারতের জন্য উন্নত হরিয়ানা...এটাই আমাদের সংকল্প। এখানে যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি শুরু হয়েছে, এটিও তার একটি জীবন্ত উদাহরণ। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য আমি হরিয়ানার জনগণকে অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি গর্বিত যে, আমাদের সরকার বাবা সাহেবের ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা সাহেব আম্বেদকর শিল্পের বিকাশকে সামাজিক ন্যায়বিচারের পথ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। বাবা সাহেব ভারতে ক্ষুদ্র জমির সমস্যাটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন যে দলিতদের কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই, তাই শিল্প থেকে দলিতরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। বাবা সাহেব ভারতের শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিকশিত ভারত গঠনে বিদ্যু এক বিশাল ভূমিকা পালন করবে। অতএব, আমাদের সরকার বিদ্যুতের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছে। সেটা হোক এক জাতি-এক গ্রিড, নতুন কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সৌরশক্তি, পারমাণবিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ। আমাদের প্রচেষ্টা হলো দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা, দেশ গঠনে বিদ্যুৎ ঘাটতি যেন বাধা না হয়।

মেডিক্লেম নিয়ে অভিযোগ, ১১টি সংস্থাকে ডেকে পাঠাল রাজ্য

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ স্বাস্থ্য বিমায় বেনিয়ম ঠেকাতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। ১১টি মেডিক্লেম সংস্থার আধিকারিকদের তলব করল স্বাস্থ্য কমিশন। ২১ এপ্রিল আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মেডিক্লেম সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আধিকারিকরা।মেডিক্লেম নিয়ে মানুষের এত অভিযোগ কেন? কারণ খোঁজা এবং সমাধান বের করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। জানিয়েছেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।সরকারি বা বেসরকারি, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মেডিক্লেমের প্রিমিয়ামের টাকা। অথচ আপৎকালীন সময়ে হাসপাতালের বিলের টাকা মেটাতে টালবাহানা করার ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে গ্রাহকদের। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি স্বাস্থ্যসাথী মেডিক্লেম করিয়েছেন। অথচ সেই সুবিধা না মেলার অভিযোগ ভুরি ভুরি।নগদে চিকিৎসা করিয়ে পরে টাকা দাবি করতে হচ্ছে ইন্সুরেন্স কোম্পানির থেকে। এমন অভিযোগও ওঠে। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতালে নগদে চিকিৎসা করালে যা বিল হয়, ক্যাশলেস মেডিক্লেম কার্ড থাকলে, বিল বেশি করে হাসপাতাল। এর ফলে রোগীর পকেট থেকে বাড়তি টাকা না গেলেও,মেডিক্লেমের ব্যালেন্স কমে যায়। পরোক্ষে আর্থিক ক্ষতি হয় রোগীরই।এই পরিস্থিতিতে মেডিক্লেম সংস্থাগুলির তরফেও মাঝেমধ্যে কিছু অভিযোগ জমা পড়ে কমিশনে। এক শ্রেণির অসাধু নার্সিংহোম, ভুয়ো রোগীর ভুয়ো বিল বানিয়ে মেডিক্লেমের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও ওঠে। তারও সমাধান খোঁজার চেষ্টা হবে। খবর স্বাস্থ্য কমিশন সূত্রে।প্রসঙ্গত, মেডিক্লেম নিয়ে অভিযোগ রয়েছে বহু মানুষেরই। হাজারো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিমা করানোর পরও প্রয়োজনের সময় হাজারো নেতিবাচক কথা শুনতে হয়েছে অনেককেই। নানা যুক্তি দেখিয়ে মেডিক্যাল বিলের থেকে অনেক কম বিল মেটানোর মতো অভিযোগও ওঠে অহরহ। বছরের পর বছর প্রিমিয়াম গুনেও বিপদের সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখার অভিযোগও বিস্তর।

পয়লা বৈশাখ- বাংলা সংস্কৃতির প্রাণবন্ত ও হৃদয় ছোঁয়া উৎসব

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃপয়লা বৈশাখ বাঙালির হৃদয়ে নতুন সূর্যের আলোয় জেগে ওঠে আশার গান। এই দিন পুরানো বছরের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে শুরু হয় নতুন বছরের পথ চলা।বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ঐক্য ও প্রাণের মিলন মেলার সূচনা করে। ইতিহাস বলছে-মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সালে তাঁর শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলা সাল প্রবর্তন করেন। যদিও শুরুতে নববর্ষ ছিল প্রশাসনিক কর আদায়ের দিন। ধীরে ধীরে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।আজকের দিনে বাংলা নববর্ষ হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতির সামাজিক- সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক। পয়লা বৈশাখ- জাতি- ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একত্রিত করে। এটি যেমন আনন্দের , তেমনি একটি মানবিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের উৎসব।বাংলা নববর্ষ বাঙালির চেতনাকে জাগিয়ে তোলার দিন ।এই দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাঙালি পরিচয়টা আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব।বাংলা নববর্ষ আমাদের কাছে মিলনের উৎসব। সম্প্রীতি ও মানবতার উৎসব।পয়লা বৈশাখ মানে নতুন বছরকে প্রাণভরে আহ্বানের উৎসব। নতুন বছরকে গ্রহণ করার এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাঙালি একে অপরের সঙ্গে হাত মেলায় ও আলিঙ্গন করে। মিষ্টি মুখ করে। উৎসবের এই আনন্দ বাঙালির জীবনে এনে দেয় নতুন করে জীবনকেই বরণ করে নেওয়ার স্বাদ।বাংলা নববর্ষ সকল বাঙালির কাছে একটি আনন্দের দিন। এই দিনকে ঘিরে আমাদের আবেগ কাজ করে। পুরাতন বছর কে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে গ্রহণ করার জন্য আমরা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এই দিনের আনন্দ আর উচ্ছ্বাস আমাদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে বহুকাল ধরে।বাংলা নববর্ষের উৎসব সকলের জীবনে নতুন আশা, সুখ এবং প্রাচুর্য নিয়ে আসে। বাংলা নববর্ষ কে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে উৎসবের আমেজ। পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত হয় পয়লা বৈশাখ। অসমে উদযাপিত হয় বিহু। বাংলা নববর্ষ কে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে উঠেছে বাঙালি। উৎসবে মেতে উঠেছে সারা বাংলা।

ওয়েভস-এর প্রাক্কালে প্রভাববিস্তারকারী, পডকাস্টার, অ্যানিমেশন নির্মাতা, গেমস ডেভেলপার প্রমুখদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃপ্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর আগে একগুচ্ছ উদ্যোগের ঘোষণা করলো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। নতুন দিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই সব উদ্যোগের কথা জানান। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব শ্রী অরুণিশ চাওলা, চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী শেখর কাপুর, প্রসার ভারতীর সিইও শ্রী গৌরব দ্বিবেদী প্রমুখ মিডিয়া সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন। ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানীতে পরিণত করা -দাভোস ইকোনমিক ফোরামের ধাঁচে বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার যে ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে, তার প্রতিধ্বনি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এটি ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে তুলে ধরার বৃহত্তর কৌশলের একটি অঙ্গ। ভারতে গল্প বলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বজুড়ে একেই ' ইকোনমি'-র উপাদান বলে মনে করা হয়।শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা একদা স্বামী বিবেকানন্দের কন্ঠে শিকাগোর বিশ্ব মেলার হলগুলিতে অনুরণিত হয়েছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যোগ, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সেই ধারাকেই বহন করছেন। ওয়েভস এই প্রয়াসেরই একটি অঙ্গ। এর লক্ষ্য হল, ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানী করে তোলা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওয়েভস বাজার, তিনটি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ, ওয়েভস পুরস্কার এবং আরও একটি চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেন। ওয়েভস বাজারঃ সৃজনশীল অর্থনীতির সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার - অনুষ্ঠানে ওয়েভস বাজারের সূচনা করা হয়। এটি একটি বিশ্বজনীন ই-মার্কেটপ্লেস, এর লক্ষ্য ভারতের বিপুল সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববাজারের সংযোগসাধন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের বিষয়বস্তু ও প্রকল্প তুলে ধরে ভৌগোলিক গন্ডি অগ্রাহ্য করে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারবেন। এখানে প্রয়োজনমাফিক সম্পদ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে বিশ্বজনীন ব্যবসায়িক আদান-প্রদানকে সহজ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিধি বাড়িয়ে বিকাশ ও সাফল্যের নতুন সুযোগ আবিষ্কার করার সুবিধা পাবে।তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ওয়েভস বাজারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, ক্রীড়া, অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস সহ বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃজনকারী, ক্রেতা ও সহযোগী সংস্থাগুলি একত্রিত হতে পারবে। এটি ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করে সৃজনকারীদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ওয়েভস বাজারে ব্র্যান্ড সংক্রান্ত সহযোগিতা, অর্থের যোগান এবং সরবরাহের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হবে। এর ফলে সৃজনকারীরা তাঁদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ওয়েভস পুরস্কার -ওয়েভস পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। এতে বছরের সেরা গেম, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা বিজ্ঞাপনী প্রচার প্রভৃতি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার, জীবনকৃতি সম্মান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান প্রভৃতি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তনটি নতুন ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ -১. ওয়াহ উস্তাদ কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও দূরদর্শনের সহযোগিতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ভাবনায় এই চ্যালেঞ্জের আওতায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিমপ্রাপ্ত তরুণ কন্ঠশিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দুটি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। গ্র্যান্ড ফিন্যালে হবে ওয়েভস ২০২৫-এ। এর জন্য নথিভুক্তিকরণ আজ থেকে শুরু হচ্ছে। প্রসার ভারতীর ওয়েবসাইটে প্রতিযোগীরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। ২. বিশ্বকে খাদি পরানোর চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জের আওতায় খাদিকে একটি বিশ্বজনীন ব্র্যান্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রচারাভিযান চালাতে বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রের পেশাদার ও ফ্রিল্যান্সারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদির প্রসার ঘটানো এর লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন আঙ্গিকে (ডিজিটাল, প্রিন্ট, ভিডিও প্রভৃতি) প্রচারের উদ্ভাবনী ধারণা পেশ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উসাহ দেওয়া হবে। ৩. অনুরণন ইলেক্ট্রনিক ডান্স মিউজিক চ্যালেঞ্জ ইন্ডিয়ান মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের এই চ্যালেঞ্জের আওতায় সারা বিশ্বের শিল্পী, সুরস্রষ্টা, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ভন্ডভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটনের প্রসারে নতুন চ্যালেঞ্জ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আরও একটি নতুন চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেছে। যে সব চলচ্চিত্র ভারতের সমৃদ্ধ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে, সেগুলিকে এর আওতায় উৎসাহ দেওয়া হবে। ওয়েভস ঃভারতের সাংস্কৃতিক দক্ষতার বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন -অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ভারতকে কথক, সঙ্গীতকার, বিষয়বস্তু রচয়িতা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এক সঙ্গমস্থল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল আমাদের গৌরবজনক অতীতের নিদর্শনই নয়, বিশ্ব মঞ্চে আমাদের ভবিষ্যতের মেরুদন্ডও বটে। সমৃদ্ধ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ওয়েভসের মতো গতিশীল প্ল্যাটফর্মের সূচনা করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক দক্ষতাই আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ। এই উদ্যোগের জন্য তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জে সারা বিশ্ব থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। এপর্যন্ত ৭০ হাজারেরও বেশি পেশাদার ও উঠতি সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব এই চ্যালেঞ্জে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। এপর্যন্ত ৩১টি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টিতে এখনও নাম নথিভুক্তি করার সময় রয়েছে। ২২টিতে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভারতঃগল্পকথনের দেশ -বশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর বলেন, ভারত সাংস্কৃতিক ও ডিজিটাল বিষয়বস্তু নির্মাণের এক শক্তি কেন্দ্র। চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে গেমিং সর্বত্রই এর বিস্তার। সে জন্যই এই দক্ষতাকে আমরা আমাদের ' পাওয়ার' বলি। সুবিস্তৃত এই সৃজনশীল শক্তি আসন্ন ওয়েভস সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ খুঁজে পাবে এবং এটি বিশ্বের সৃজনশীল অর্থনীতিতে ভারতের নেতৃত্ব প্রদর্শনের একটি মঞ্চ হয়ে উঠবে বলে শ্রী কাপুর আশা প্রকাশ করেন। এ সুযোগ হারানো চলবে না -এই প্রথম এমন এক সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে অডিও, ভিডিও এবং বিনোদন এক মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে। সারা বিশ্বের সৃজনশীল মানুষের কাছে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের এ এক অনন্য সুযোগ। এই সুযোগ কোন ভাবেই হারানো চলবে না বলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্তব্য করেন। ভ

আম্বেদকরের নীতি ও আদর্শ শক্তি প্রদান করেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ জন্মজয়ন্তীতে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে দিল্লির প্রেরণা স্থলে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাকে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের নীতি ও আদর্শ শক্তি প্রদান করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় বাবাসাহেবকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে কোটি কোটি প্রণাম। তাঁর অনুপ্রেরণার কারণেই এখন দেশ সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিবেদিতপ্রাণভাবে নিয়োজিত। তাঁর নীতি ও আদর্শ একটি আত্মনির্ভরশীল ও বিকশিত ভারত গঠনে শক্তি ও গতি প্রদান করে।

মাদকমুক্তির চেষ্টায় আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমান্তে সাফল্যের বার্তা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ মাদকমুক্তির চেষ্টায় আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমান্তে ভারতের সাফল্যের বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, মোদী সরকার নির্মমভাবে মাদক নেটওয়ার্ক নির্মূল করছে। মাদকমুক্ত ভারত গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টায়, আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমান্তের কাছে ১৮০০ কোটি টাকা মূল্যের ৩০০ কেজি মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে একটি বিশাল কৃতিত্ব অর্জন করা হয়েছে।সমুদ্রে এই অভিযান মাদকের কুফল নির্মূল করার জন্য মোদী সরকারের তথা সমগ্র সরকারের সাফল্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই বিশাল সাফল্যের জন্য গুজরাত পুলিশ এবং ভারতীয় উপকূল বাহিনীকে সাধুবাদ জানাই।

ভারতের অনুরোধে পদক্ষেপ বেলজিয়াম সরকারের, গ্রেফতার মেহুল চোক্সী

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃবেলজিয়ামে গ্রেফতার করা হল পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আর্থিক তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত মেহুল চোক্সীকে। ভারতের অনুরোধেই বেলজিয়াম সরকার এই পদক্ষেপ করেছে। মেহুল আপাতত রয়েছে বেলজিয়ামের জেলে। শনিবার মেহুলকে গ্রেফতার করে সে দেশের পুলিশ।মুম্বইয়ের আদালতে চোক্সীর বিরুদ্ধে দু'টি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের ২৩ মে-র পর আবার ২০২১ সালের ১৫ জুন চোক্সীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত। সেই পরোয়ানাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে চোক্সীকে। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে চোক্সীর বিরুদ্ধে।

চৈত্র শেষে শহর জুড়ে সমাবেশ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ সোমবার চৈত্র-র শেষ দিন, আবার চলতি সপ্তাহের শুরুর দিন। এই দিনেই সমাবেশ, মিছিল রয়েছে কলকাতায়। ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মিত্র লেন, রেড রোড, সিআর এভিনিউ হয়ে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত একটি মিছিল ছিল। সকাল ১০টা থেকে একটি মিছিল ছিল তিলজলা রোড রেড রোড পর্যন্ত। বেলা ১টা থেকে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে রানি রাসমণি এভিনিউ পর্যন্ত মিছিল।এছাড়াও দুপুর আড়াইটে নাগাদ শিয়ালদহ রেল কমপ্লেক্স, রামলীলা ময়দানে সমাবেশ রয়েছে। দুপুর ৩টে নাগাদ মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ চত্বর থেকে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট পর্যন্ত একটি মিছিল আছে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ গোপাল চ্যাটার্জি রোড থেকে গোপী মন্ডল লেন পর্যন্ত একটি মিছিল হয়েছে। এছাড়া রানি রাসমণি এভিনিউতে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে।

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ ঘোষ, শ্রদ্ধা কলকাতা প্রেস ক্লাবের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ চলে গেলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ ঘোষ। প্রসার ভারতীর প্রাক্তন আঞ্চলিক প্রধান পার্থবাবু ছিলেন আকাশবাণী ও দূরদর্শন কলকাতার বার্তা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান।কলকাতা প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন পার্থ ঘোষ। তাঁর প্রয়াণে শোকবার্তায় প্রেস ক্লাব জানিয়েছে, সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী ও পুত্রকে।দীর্ঘদিন তিনি আকাশবাণী ও দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা ও আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্রের বার্তা বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। সংবাদ সম্পাদনায় একজন স্থিতধী ও দায়িত্বশীল সাংবাদিক হিসেবে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আকাশবাণী, দূরদর্শন ছাড়াও তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অন্যান্য সংস্থা, যেমন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেও অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। সদালাপী পার্থ ঘোষ তাঁর সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্বের জন্য সহকর্মীদের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন।

বিজেপিকে বিঁধলেন খাড়গে, উপর্যুপরি প্রশ্ন কংগ্রেস সভাপতির

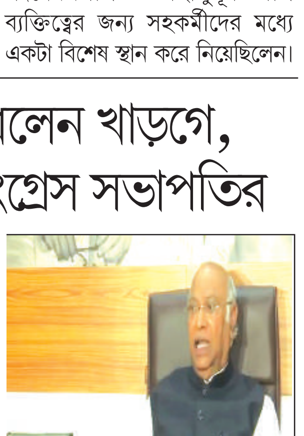

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, তাঁরা (বিজেপি) কেবল কংগ্রেস, নেহেরুজি এবং আমরা এখন পর্যন্ত যা করেছি তার বিরুদ্ধে কথা বলে। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা এখনও পর্যন্ত কী করেছে এবং বাবা সাহেবের কোন নীতি তারা গ্রহণ করেছে?মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, এই লোকজন তখনও বাবা সাহেবের শত্রু ছিল এবং এখনও আছে। বাবা সাহেব যখন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন কি জানেন এই লোকজন কী বলেছিল? তারা বলেছিল যে তিনি এখন অস্পৃশ্য হয়ে গেছেন। তারা আরও বলেছিল যে তারা বুদ্ধকে অস্পৃশ্য করে তুলেছে। বাবা সাহেবের রাজনৈতিক দল ছিল রিপাবলিকান পার্টি এবং হিন্দু মহাসভা তার বিরুদ্ধে ছিল।

আফগান মহিলা ক্রিকেটারদের সহায়তায় টাস্ক ফোর্স

দুবাই, ১৪ এপ্রিল ঃ আইসিসি রবিবার বাস্তুচ্যুত আফগান মহিলা ক্রিকেটারদের সহায়তার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগে আইসিসি-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিসিসিআই, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। উদ্দেশ্যে, সমস্যাগ্রস্ত দেশের ক্রীড়াবিদদের তাদের ক্রিকেট এবং ব্যক্তিগত জীবনের যাত্রায় সহায়তা করা। এর সঙ্গে থাকবে উন্নত কোচিং, বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং খেলোয়াড়দের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা।এই উদ্যোগটি ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধির প্রতি আমাদের দৃঢ় নিবেদন এবং ঐক্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১৫ এপ্রিল ২০২৫, ৫৬৯ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩১ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশীঃ৩০ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতেঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ তিথিঃঅমাবস্যা (পূর্ণ) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ১২ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৫৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গেও আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি প্রত্যাশিত। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।আগামী মঙ্গলবার, পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোনও দিন বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। সোমবার ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.২ ডিগ্রি কম। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫৫মনিট এবং রাত ৮ টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৬মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৫মনিট

চৈত্র শেষে কলকাতা শহর জুড়ে মিছিল সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ সোমবার চৈত্র-র শেষ দিন, আবার চলতি সপ্তাহের শুরুর দিন। এই দিনেই সমাবেশ, মিছিল রয়েছে কলকাতায়। ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মিত্র লেন, রেড রোড, সিআর এভিনিউ হয়ে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত একটি মিছিল ছিল। সকাল ১০টা থেকে একটি মিছিল ছিল তিলজলা রোড রেড রোড পর্যন্ত। বেলা ১টা থেকে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে রানি রাসমণি এভিনিউ পর্যন্ত মিছিল। এছাড়াও দুপুর আড়াইটে নাগাদ শিয়ালদহ রেল কমপ্লেক্স, রামলীলা ময়দানে সমাবেশ রয়েছে। দুপুর ৩টে নাগাদ মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ চত্বর থেকে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট পর্যন্ত একটি মিছিল আছে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ গোপাল চ্যাটার্জি রোড থেকে গোপী মন্ডল লেন পর্যন্ত একটি মিছিল বেরোবে। এছাড়া রানি রাসমণি এভিনিউতে একটি অনুষ্ঠান আছে বলে জানা গেছে।

কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মৌখালিতে চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মৌখালিতে চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ আগুন, প্রাণে রক্ষা যাত্রীদের। রবিবার রাতে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মৌখালিতে ওই ঘটনা ঘটে। একটি গাড়িতে হঠাই আগুন লেগে যায়। সেই সময় চালক সহ যাত্রীরা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে আসেন। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি। ট্রাফিক পুলিশ খবর দেয় দমকলে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। আধ ঘন্টার চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান শর্ট সার্কিটের কারণেই এই আগুন।

ধর্মতলা থেকে দিল্লি গেলেন চাকরিহারাদের একদল প্রতিনিধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে চাকরিহারা প্রার্থীরা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। কথামতোই সোমবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে বাসে প্রায় ৭০-৭৫ জন চাকরিহারা প্রার্থী রওনা দিলেন দিল্লির যন্তরমন্তরের পথে। এবার সেখানে প্রতিবাদে ধর্না দেবেন তাঁরা। দিল্লির পথে যাওয়ার আগে ' দিকে আঙুলও তুললেন তাঁরা। দিল্লির রওনা হওয়ার আগে চাকরিহারাদের একাংশ প্রশ্ন তোলেন, ' কারা, যোগ্য যারা। কিন্তু যারা রাজপথে মিছিল করে নিজেদের যোগ্য বলে দাবি করছেন তাঁদের কাছে কি এই প্রমাণ আছে?'' প্রথমে ১৫০ জন যাওয়ার কথা থাকলেও ৭০-৭৫ জন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আর্থিক অবস্থা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের একজন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমাদের কোনও বিরোধ নেই তাঁদের সঙ্গে। আমাদের চাকরিটা চলে গেল তাঁদের জন্য এবং যারা এই বেনিয়ম পথে চাকরি দিয়েছে। আরও এক প্রার্থী জানান, সিবিআই যে তদন্ত করেছে তাতে ১৭ রকমের দুর্নীতি হয়েছে তারা খুঁজে পেয়েছে। এবং তাদের মধ্যে কারা ' সেটাও তারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আমরা তাদের ' বলছি না। এটা প্রমাণিত।

ডানকুনিতে কংগ্রেস ও মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ, পথসভা

বনস্পতি দে, ডানকুনি,১৪ এপ্রিল ঃ হুগলি জেলা মহিলা কংগ্রেসের ডাকে ডানকুনিতে বিক্ষোভ আন্দোলন ও কুশপুত্তলিকা দাহ। এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিল ডানকুনি টাউন কংগ্রেস এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ও জেলা মহিলা কংগ্রেসের নেতৃবৃংদ ও কর্মীরা। এই বিক্ষোভের ইস্যু ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষক নিযাে্গে দুর্নীতি ও চাকরি বিক্রির প্রতিবাদ ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবি অত্যধিক হারে জীবনদায়ী ঔষধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ গৃহস্থের প্রধান ভরসা জ্বালানি গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও আইনশৃঙ্খলা অবনতি সহ নানা ইস্যুতে ডানকুনিতে জেলা মহিলা কংগ্রেসের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ । এখানে জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী মিঠু নাগ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন অবিলম্বে ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ও চাকরি বিক্রির তীব্র প্রতিবাদ আমরা করছি কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যাধিক হারে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ করছি অবিলম্বে দাম কমাতে হবে। রান্নার গ্যাসের দাম অতিকারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এইসবের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। সেই জন্যই আমাদের আন্দোলন । এছাড়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের ভাইস চেয়ারম্যান তথা রাজ্য কংগ্রেস নেতা আবু আব্বাসউদ্দীন বলেন অবিলম্বে ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষক দুর্নীতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমাতে হবে রান্নার গ্যাসের দাম কমাতে হবে এইসবের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন আমাদের।

লক্ষাধিক টাকার চোলাই মদ উদ্ধার আবগারি বাহিনীর

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ১৪ এপ্রিল ঃ গোপনে খবর আসছিল বেশ কিছুদিন ধরেই বাগনানের আন্টিলা অঞ্চল এলাকায় প্রচুর চোলাই মদ মজুদের পরিকল্পনা করছে দুষ্কৃতীরা। রাতের অন্ধকারে উলুবেড়িযার় ধুলাসিমলা থেকে আঠান্ন গেট হয়ে বাগনানের আন্টিলা-তে চোলাই পাচারের খবর আসে হাওড়া গ্রামীণ জেলার আবগারি কর্তাদের কাছে। উল্লেখ্য, বাংলা নববর্ষ এবং চড়ক মেলা উপলক্ষে দুষ্কৃতীরা চোলাই মদ পাচারের চেষ্টা করছে। তবে আবগারি বাহিনীর এই অভিযানে কোন বাহিনী ছাড়াই হাওড়ার আন্দুল রেঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ইন্দ্রজিত মিত্র এবং উলুবেড়িয়া রেঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পলাশ বিশ্বাস ফাঁদ পাতেন ওই রাস্তায়। সোমবার ভোর চারটে নাগাদ আঠান্ন গেটের দিক থেকে আসা একটি মারুতি ভ্যান আটক করা হয়,যার মধ্যে উদ্ধার হয় প্রায় ১২০০ লিটার চোলাই। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হয়। সোমবার সকাল থেকেই পুরসভার ৮,১০ নং ওয়ার্ডের সতীনসেননগর জোড়াপুকুর, পশ্চিম মাসু ন্দা অটো স্ট্যান্ড, মাসু ন্দা নিউ বয়েজ় ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় আম্বেদকরের তিনটি মূর্তিতে এবং পুরসভা প্রাঙ্গণে প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, পুরদল নেতা সুচিকিৎসক ডাঃ পংকজ কুমার অধিকারী, ডাঃ নিতাই পদ রায় সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি গন, আম্বেদকর অনুরাগী সংগঠক, চিকিৎসক সহ ক্লাব সংগঠন ও পুর কর্মচারীরা। মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলির পাশাপাশি আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন পুরপ্রধান থেকে বিশিষ্ট জনেরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিনের স্মরণের বাইরে একটা লড়াই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে। বাবাসাহেব এর গলায় শুধু ফুল মালা দিলাম শ্রদ্ধা নিবেদন নয় তার ভাবধারা চিন্তা ভাবনা কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সমাজ জীবনে প্রস্ফুটিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বাবাসাহেব কে বহু অপমান করেছেন। ভারতবর্ষের সংবিধানের মৌলিক অধিকার কে সুরক্ষিত করতে হবে জাগ্রত জনগনকে। ধর্মীয় বিভাজন নয় আম্বেদকরের চিন্তা

ধারাকে বাস্তবে রুপদান করতে হবে।জন্মের পর থেকে শিক্ষার প্রসারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই সংগ্রাম করেছেন। দেশের নিবেদিত সন্তান ছিলেন আম্বেদকর। ভারতবর্ষের তার লেখনির অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুতত্ত্ববাদ অটুট রাখতে পারলে তার স্বপ্ন কে সার্থক করতে পারব। সোমবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি-আদিবাসী সমাজকল্যাণ সংস্থা নববারাকপুর এর উদ্যোগে ডঃ বি আর আম্বেদকর রোডে আম্বেদকর ভবনে সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৪ তম জন্মজযন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা, সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, নিখিল মালো, সংস্থার সভাপতি গুরুপদ সরকার, আম্বেদকর অনুরাগী সংগঠক কল্যাণ বিশ্বাস, আদিত্য বিশ্বাস, স্বপন কুমার সিনহা, বিনোদ বিহারী বিশ্বাস, অনুকূল বিশ্বাস প্রমুখ। শুরুতে বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিচ্ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। এরপর উপস্থিত উপপুরপ্রধান, পুর প্রতিনিধি সংস্থার সদস্যরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এদিন সকালে জোড়াপুকুর আম্বেদকর রোডে আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংস্থার সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিশু থেকে ব। শিল্পীরা সংগীত নৃত্য আবৃত্তি পরিবেশন করেন ।অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন লেখক হরিদাস বালা। অন্যদিকে জোড়াপুকুর ডঃ বি আর আম্বেদকর মিশনের পক্ষ থেকে ও আম্বেদকরের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হয়।

বাংলা ১৪৩২ নতুন বছরের ক্যালেন্ডারের শুভ উদ্বোধন বেলুড়ে

সুমন আদক, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রাক্তন কাউন্সিলর সমাজসেবী পল্টু

বণিকের উদ্যোগে বাংলা ১৪৩২ নতুন বছরের ক্যালেন্ডারের শুভ উদ্বোধন করলেন বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে সোমবার সকালে হাওড়ার বেলুড়ে বাংলা নতুন বছরের ক্যালেন্ডার প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। এদিন ১৪৩২ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার পথ চলতি সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বালির বিধায়কের ছবি সহ ওই ক্যালেন্ডার এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সমর্থক সহ সাধারণ মানুষের হাতে হাতে এবং বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। সঙ্গে মিষ্টিমুখ করানো হয়। বিধায়ক বলেন, সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে বাংলার ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে। কোনও ভাইরাল ভিডিও আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবেন না। এবং এসবের বিশ্বাসযোগ্যতাও নেই। ফেক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িক উস্কানির জন্য। বিজেপিকে এর জন্য দায়ী করেন বিধায়ক। ডাঃ রানা চ্যাটার্জি এদিন আরও বলেন, বছরের শেষ দিনে আমরা মিলিত হলাম। এদিন নতুন বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হল। এই অনুষ্ঠানে দলের সকল নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত আছেন। পুরনো বছরের সব গ্লানি, ব্যর্থতা মুছে ফেলে আগামীকাল নববর্ষ থেকে নতুন করে শুরু করব আমরা। আগামীকাল নববর্ষের দিনটিকে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আগামীকাল সেইজন্য একটা নতুন যুগের সুচনা করব। আমাদের নেতারা শিক্ষা দিয়েছেন যাতে সারা বছর আমরা মানুষের জন্য কাজ করি। মানুষের পাশে থাকি এবং সুখে, দু ঃখে তাঁদের কাছে উপস্থিত থাকি। নতুন বছরে বিজেপি যেভাবে ধর্মীয় বিভাজন করতে চাইছে, শান্ত বাংলাকে অশান্ত করতে চাইছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বার্তা একটাই কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না। ফেক ভিডিও দেখে উত্তেজিত হবেন না। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ করবেন না। আগামী বছর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে আমাদের বন্ধন আরও মজবুত করব। মঙ্গলবার বেলুড় নেতাজী পার্কে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হবে। এর আগে বেলুড় মঠে সকলে মিলিত হয়ে প্রভাতফেরি করব। তারপর নেতাজী পার্কে যাওয়া হবে। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি যেমন আমাদের বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। এর সঙ্গে আগামী প্রজন্মকে শেখাতে হবে যাতে তারাও সেটা বাঁচিয়ে রাখে।

বেপরোয়া লরির ধাক্কায় বাসন্তীতে মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তি, ১৪ এপ্রিল ঃ শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর নফরগঞ্জ এলাকায়। জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম কুন্তল মণ্ডল (৯)। স্কুলে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগতির লরি কুন্তলকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা একটি মাটি কাটার যন্ত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এলাকায় বেপরোয়া যান চলাচলের জন্য ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসীরা।

মাটির লরির ধাক্কায় মৃত্যু এক স্কুল ছাত্রের বাসন্তীতে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,১৪ এপ্রিল ঃ মাটির লরির ধাক্কায় এবার মৃত্যু স্কুল ছাত্রের। মৃতের নাম কুন্তল মণ্ডল(৯)।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় বাসন্তীর নফরগঞ্জ লকগেট এলাকায়। ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা। হাতাহাতি হয় পুলিশের সাথে। উত্তেজিত জনতা মাটি কাটার যন্ত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়।এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বর্তমানে।

ছোট হাতি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক বৃদ্ধের

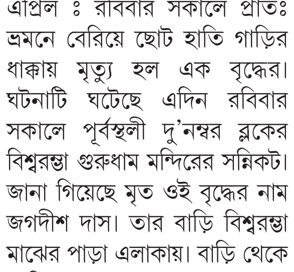

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী , ১৪ এপ্রিল ঃ রবিবার সকালে প্রাতঃ ভ্রমনে বেরিয়ে ছোট হাতি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে এদিন রবিবার সকালে পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের বিশ্বরম্ভা গুরুধাম মন্দিরের সন্নিকট। জানা গিয়েছে মৃত ওই বৃদ্ধের নাম জগদীশ দাস। তার বাড়ি বিশ্বরম্ভা মাঝের পাড়া এলাকায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালে রাস্তা পেরোনোর মুহূর্তেই একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে দিলে, গুরুতর জখম হন তিনি, হসপিটালে ঢোকার মুহূর্তেই তার মৃত্যু হয়। এরপর স্থানীয়. এলাকাবাসীরা পূর্বস্থলী হসপিটালে নিয়ে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার পর গাড়ি চালক পলাতক। ঘটনায় গাড়িটিকে আটক করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। আজ রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় কালনা হসপিটালে ।

বিজেপিই তো হিংসা চায়, অভিযোগ শুভঙ্কর সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে হিংসার জন্য বিজেপিকেই দায়ী করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর অভিযোগ, বিজেপিই তো হিংসা চায়। সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, বিজেপি নিজেরাই হিংসা চায়, নইলে তারা এত তাড়াতাড়ি কেন এই 'কালো আইন' (ওয়াকফ সংশোধনী আইন) আনত? তারা কি ভয় পায় যে তাদের সরকার শীঘ্রই পতন হবে? তারা সবসময় হিন্দু-মুসলিমদের সঙ্গে জড়িত থাকে। উল্লেখ্য, ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে প্রতিবাদ শুক্রবার হিংসাত্মক হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদে। হিংসায় মৃত্যু হয় ৩ জনের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিগত ২৪ ঘণ্টায় কোথাও হিংসার খবর পাওয়া যায়নি।

বনগাঁয় দুর্ঘটনার কবলে বাস, আহত কমপক্ষে ৩০ জন

বনগাঁ, ১৪ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁয় দুর্ঘটনার কবলে প৷ল একটি বাস। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন যাত্রী। সোমবার সকালে নিযন্ত্রণ হারিযে.রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা মারে বনগাঁগামী ৯২-এ রুটের বাসটি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি বাগদা থেকে বনগাঁ আসছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১১ জন মহিলা ও ১৯ জন পুরুষ। তাদের বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজন যাত্রীর চোট গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে সারা জেলা জুড়ে পালন করা হলো বুড়ো শিবের পুজো

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,১৪ এপ্রিল ঃ নতুন বছর শুরুর আগে চৈত্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত হয় চড়ক পুজো। সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হলেও এই উসব বৈশাখ মাসের প্রথম দু তিন দিন ধরে চলে। এই সময় বিভিন্ন জায়গায় চড়কের মেলা বসে। চড়কের মেলা বহু প্রাচীন উৎসব বাংলার। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে শিব ঠাকুরের আরাধনার জন্য চৈত্র মাসে নাচ গান করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। আর এই চড়ক পূজা উপলক্ষে এই কটা দিন বিভিন্ন পূজারীরা উত্তরীয় নিয়ে সন্ন্যাস ধর্মের দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাস ব্রত পালন করেন এবং নিরামিষ খাবার খায়। তার মধ্যে চড়ক পুজোর সারাদিন উপবাস থাকার পর এই উৎসবে শরীরে আঘাত দিয়ে ভগবানকে তুষ্ট করার প্রথা রয়েছে এবং দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করে ভগবানের প্রতি ভক্তি নিদর্শন চড়ক পুজোর অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চ৷ক পুজোর আগের দিন চড়ক গাছকে পরিষ্কার করে, জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রাখা হয় সেখানে। এই প্রতীক শিবলিঙ্গটি বুড়ো শিব নামে পরিচিত। এই পুজোর পৌরোহিত্য করেন ব্রাহ্মণেরা। এই প্রচলিত লোক সংস্কৃতির বিশেষ কিছু রীতি রয়েছে। যা শুনে অনেকের গায়ে কাঁটা দিতে পারে। কুমিরের পুজো, জ্বলন্ত ছাইয়ের ওপর হাঁটা, কাঁটা, ছুরি বা ধারালো কিছুর ওপর লাফানো, শিবের বিয়ে,অগ্নিনৃত্য ইত্যাদি এই পুজোর বিশেষ অঙ্গ হিসাবে মনে করা হয়। যদিও বর্তমানে এই সব ঝুঁকিপূর্ণ নিয়ম অনেকটাই কমে গিয়েছে। যদিও চ৷কগাছের সঙ্গে ভক্তদের লোহার হুড়কো দিয়ে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানোর রীতি আছে। সেই সঙ্গে পিঠে, হাতে, পায়ে, জিভে এবং শরীরের অঙ্গে লোহা গেঁথে দেওয়া হয়। কিন্তু এখন আর শরীরের কোন অঙ্গে আঘাত না করে কোমরের দড়ি বেঁধে সে ঘোরানোর রীতি আগে চলে আসছে তবে শরীরে আঘাত না করে। জয়নগর,কুলতলি, বারুইপুর, মন্দিরবাজার, ক্যানিং,বাসন্তী, গোসাবা সহ সারা জেলা জুড়ে এই দিনটি পালন করা হলো সোমবার।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ এপ্রিল ঃ কোন্নগর বারো মন্দির ঘাটে স্নান করতে নেমে গঙ্গায় তলিয়ে গেল ২ ছাত্র। তাদের নাম আমন সিং ও আদর্শ সিং। দুজনেরই বয়স ১৫ বছর। তারা রিষড়া বাঙ্গুর পার্কের স্টেপিং স্টোন স্কুলের পড়ুয়া। ইতিমধ্যেই তাদের খোঁজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। জানা গেছে, সোমবার সকালে কোন্নগর অ্যালকালি মাঠে খেলতে আসে কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া। খেলা শেষে একসঙ্গে পাঁচজন কোন্নগরের বারো মন্দির ঘাটে স্নান করতে যায়। হঠাই দুজন তলিয়ে যায়। তিনজন উঠে গেলেও বাকি দুজন আর জল থেকে উঠতে পারেনি।

লোহারপাড়ায় যুবককে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ এপ্রিল ঃ বাড়ির সামনে গলায় মাথায় কুপিয়ে খুন করা হয় যুবককে। হুগলি স্টেশনের কাছে লোহারপাড়ায় যুবককে কুপিয়ে খুন। নিহতের নাম সঞ্জয় রাজবংশি(২৭)। ২০১৯ সালে একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত ছিল যুবক। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় দিদির বাড়িতে থাকত। কিছুদিন আগে হুগলিতে ফিরে অটো চালাচ্ছিল।

জলমগ্ন তিওড়-ঠাকুরপুরা রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, ১৪ এপ্রিল ঃ ভোর চারটে নাগাদ ঝড় ও বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন তিওড়-ঠাকুরপুরা রাস্তা, সমস্যায় নিত্য যাত্রীরা । হিলিঃ ভোর নাগাদ সামান্য বৃষ্টিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের তিওড় বাজার থেকে ঠাকুরপুরা যাবার রাস্তাটি জলমগ্ন হয়ে গেছে। বালুরঘাট হিলি এন এইচ ৫১২ এর দুপাশে তিওড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কোনো ড্রেনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে, এই সাংঘাতিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে চলছে এই সমস্যা। এন এইচ ৫১২ নির্মাণের পর থেকেই চলছে এই নরক যন্ত্রণা। পাশাপাশি স্থানীয় দোকানদারগণ রাস্তার দুপাশে ড্রেনগুলো বুঝিয়ে ফেলার ফলেও এই সঙ্কট আরো গুরুতর আকার ধারণ করেছে । তাছাড়াও কেউ কেউ ড্রেন বন্ধ করে দিয়ে সেখানে দোকান ঘর নির্মাণ করেছেন। ফলত, নিত্য যাত্রীদের টোটো, সাইকেল, বাইক নিয়ে যাতায়াত করা বা পায়ে হেঁটে যাওয়া খুব সমস্যা। দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে চলেছে। দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এক হাঁটু জল পেরিয়ে সাধারণ মানুষের এই দুর্ভোগ মনুষ্যসৃষ্টি। পায়ে হেঁটে যাওয়াও খুব সমস্যা। স্থানীয় লোকজন ভীষণ ক্ষুব্ধ। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা গন এন এইচ ৫১২ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

নতুন ভারী শিল্পনীতি আনছে সরকার

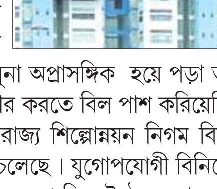

দুরন্ত বার্তা, ১৪ এপ্রিল ঃ বৃহৎ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধা দিতে রাজ্য সরকার নতুন ভারী শিল্পনীতি আনতে চলেছে । শিল্প মহলের সঙ্গে আলোচনার পর তাদের পরামর্শ মেনেই এই নতুন নীতি প্রণয়ন করা হবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। বিধানসভার গত বাজেটে অধিবেশনে রাজ্য সরকার অধুনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া ভারী শিল্পের ডউৎসাহ নীতি সংক্রান্ত প্রকল্প প্রত্যাহার করতে বিল পাশ করিয়েছিল। এই পদক্ষেপের পর আগামী ১৭ এপ্রিল রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম বিভিন্ন বণিকসভার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে । যুগোপযোগী বিনিয়োগ বান্ধব শিল্পনীতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। ভারী শিল্পের পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সর্বভারতীয় সংগঠন ন্যাসকমকেও আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে । নতুন শিল্পনীতিতে আর্থিক সহায়তা বা ইনসেন্টিভের বিষয়ে ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

ধর্মকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপি, হাওড়ায় মন্তব্য রাজীবের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ ধর্মকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে অন্য রাজ্য থেকে লোক এনে মুর্শিদাবাদের ওই ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপি, হাও৷ায় মন্তব্য তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জির। তিনি আরও বলেন, মুর্শিদাবাদের ঘটনা বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তার ফায়দা তুলতে চেষ্টা করছে।কিন্তু এতে কোনও লাভ হবেনা। আসন সংখ্যা আরও কমবে বিজেপির। মঙ্গলবার হাও৷ায় এক অনুষ্ঠানে এসে বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। রাজীব ব্যানার্জি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে ওরা। বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে অশান্তি ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদে। সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। রাজ্যের সব মানুষের কাছে আবেদন যাতে বিজেপির পাতা ফাঁদে কেউ যেন পা না দেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ব্যানার্জি বলেন, বিজেপি বাংলার বুকে ধর্মীয় বিভাজন করে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ঘটিয়ে সেখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। রামনবমীকে কেন্দ্র করে তারা এতো হুঙ্কার দিয়েছিল যে তারা ভেবেছিল রামনবমী থেকে একটা ধর্মীয় বিভাজন তৈরি হবে। তারা একটা সাম্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর পরিকল্পনা করেছিল। যখন দেখল রামনবমী শান্তিপুর্ণভাবে হয়েছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরকে আলিঙ্গন করেছে যেটা বাঙ্গালির ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি, তাতেই বিজেপির টনক নড়ে গিয়েছে। তখনই তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেরা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সাথে না পেরে, রাজনৈতিকভাবে না পেরে, ধর্মকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে অন্য রাজ্য থেকে লোক এনে মুর্শিদাবাদে ওই কান্ড ঘটিয়েছে। বিজেপি রাজ্যে দাঙ্গা বাঁধানোর ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। তারা চাইছে ধর্মীয় বিভাজন করে সেখান থেকে আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে। তাই মানুষকে সাবধান হতে হবে। যদি কেউ দেখে বিজেপি ও আরএসএস পরিকল্পিতভাবে বিভাজনের চেষ্টা করছে, দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে তাহলে মানুষ যেন ওদের প্ররোচনায় পা না দেন। ওদের বয়কট করুক, এড়িয়ে চলুক। এরখম খবর পেলে প্রশাসনকে জানাক। বাংলার রক্ষকের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামসেরগঞ্জে, ধুলিয়ানে যে ঘটনা ঘটেছে বিজেপি ইচ্ছাকরে পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছে। এতে তাদের সুবিধা হয়। আমি মনে করি আইএসএফ বিজেপির একটা শাখা সংগঠনের নাম। প্রশাসন কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়েছে। ডিজি বলে দিয়েছেন কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকলে কড়া হাতে দমন করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। বাংলা শান্তির অহিংসার জায়গা ছিল। সেটাই রাখতে হবে। ২০২৬ এর নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি একটা দাঙ্গাকারী দল হিসেবে আগামী দিনে দাঙ্গা বাঁধিয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বর্তমানে ওদের আসন সংখ্যা ৩০ হবে কিনা সন্দেহ আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করার জন্য পরিকল্পতভাবে এই দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এদিন হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা এলাকার দাসনগরের হাওড়া-আমতা রোড উৎসব ভবনে একটি জিম সেন্টারের (বডিক্র্যাফট ফিটনেস) শুভ উদ্বোধন করেন রাজীব ব্যানার্জি। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু, প্রাক্তন পৌরপিতা ত্রিলোকেশ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন জিমের উদ্বোধনের পাশাপাশি মোহনবাগানের ইলেকশনের প্রচার হয়।

১২ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করলো সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,১৪ এপ্রিল ঃ ১২ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। জল আর জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবন। প্রতি পদে রয়েছে বিপদের সম্ভাবনা। সেই পথ দিয়েই ভারতে ঢুকেছিল ওরা। বাংলাদেশ থেকে আসা ১২ জন অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হলো এবার সুন্দরবন এলাকায়।কী কারণে তারা এভাবে সুন্দরবন দিয়ে এদেশে ঢুকেছে? কোনও অশান্তি পাকানোর ষড়যন্ত্র নিয়েই কি বাংলায় আসা? পুলিশ ধৃতদের এব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই অশান্ত। বেশ কয়েক মাস ধরেই সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে পাকড়া ও হয়েছেন একাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নাম-পরিচয় লুকিয়ে, নকল পরিচয়পত্র তৈরি করে থাকা বহু অবৈধ বাংলাদেশিও গ্রেপ্তার হয়েছে বাংলার পুলিশের হাতে। সীমান্ত এলাকাগুলি তে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বিএস এফ ও পুলিশ। এই অবস্থায় ফের রাজ্যে পাকড়াও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত বাঘমারা জঙ্গল দিয়ে ঢুকেছিল ওই ১২ জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন এলাকায় কাঁটাতার নেই। নদী খাড়িপথ দিয়ে ওই ১২ জন বাংলাদেশি জঙ্গল

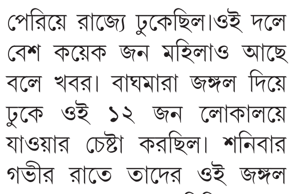

পেরিয়ে রাজ্যে ঢুকেছিল।ওই দলে বেশ কয়েক জন মহিলাও আছে বলে খবর। বাঘমারা জঙ্গল দিয়ে ঢুকে ওই ১২ জন লোকালয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। শনিবার গভীর রাতে তাদের ওই জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে দেখে সন্দেহ হয় টহলদারি পুলিশ কর্মীদের। তাদের ধরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তাদের কথায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ভারতের কোনও পরিচয় পত্র ও তাঁরা দেখাতে পারেনি। জানা যায়, তাঁরা বাংলাদেশের বাসিন্দা। অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এর পরেই সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। সুন্দরবনের নদী, জঙ্গল পেরিয়ে কীভাবে তাঁরা সেখানে এল। কারা তাদের সাহায্য করল। সেই প্রশ্নও উঠেছে। পুলিশ এসব কিছুই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ বৈশাখ , ১৪৩২

ইউনুসকে বিঁধলেন হাসিনা

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা এক ভার্চুয়াল ভাষণে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি ইউনূসকে আত্মকেন্দ্রিক সুদখোর এবং ক্ষমতার জন্য লালায়িত ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে অভিযোগ করেছেন, তিনি বিদেশী শক্তির সঙ্গে মিলে বাংলাদেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আট মিনিটের এই ভাষণে তিনি ছাত্র আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠা আবু সাঈদের মৃত্যু নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

গত বছরের আগস্টে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতে পালিয়ে আসা শেখ হাসিনা কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে এই কারণেই বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি অভিযোগ করেন, ইউনূস বাংলাদেশের ইতিহাস, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধে অবদানকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সব চিহ্ন মুছে ফেলা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা হচ্ছে। আমরা প্রতিটি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স তৈরি করেছিলাম তাঁদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে, কিন্তু সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ড. ইউনূস কি এর ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারবেন? বলেন হাসিনা। তিনি ইউনূসকে সতর্ক করে বলেন, আগুন নিয়ে খেললে তা তোমাকেও পুড়িয়ে দেবে। শেখ হাসিনার ইউনূসের বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল স্পষ্ট এবং যা কূটনৈতিক ভাষার ধার ধারেনি। দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়ার সাত মাস পর তিনি পুনরায় দাবি করেন, বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে বিদেশী ষড়যন্ত্র হয়েছে। তিনি বলেন, এই সুদখোর, ক্ষমতা ও অর্থের লোভী, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি বিদেশী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করেছে। বিএনপি এবং জামায়াত-ই-ইসলামী রাজনৈতিক হত্যা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের হয়রানি করছে। বিএনপি, যার নেতৃত্বে রয়েছেন অসুস্থ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, আওয়ামী লীগের একমাত্র প্রধান রাজনৈতিক বিকল্প। হাসিনার পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা করলেও খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সম্প্রতি ঢাকায় নতুন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তিনি দাবি করেন, আওয়ামী লীগের শাসনের অবসান বাংলাদেশের শিল্পখাতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, আওয়ামী নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হোটেল, হাসপাতাল-সবকিছুই ধ্বংস করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে ভাঙচুরের মামলা সাজানো হচ্ছে। যারা থানা পুড়িয়েছে, পুলিশকে পিটিয়ে মেরেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে না। আমাদের নেতারা ঘরে থাকতে পারছেন না, সবকিছু ধ্বংস করা হয়েছে, বলেন তিনি। আবু সাঈদ ছিলেন একজন ছাত্র নেতা, যিনি হাসিনার পতনের আগে কোটা আন্দোলনের সময় মারা যান। পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে দুই পক্ষের দাবি ছিল পরস্পরবিরোধী। সাঈদের মৃত্যুর পর ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র হয়, এবং তিনি প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর তাঁকে জনপ্রিয় নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং হাসিনার নির্মমতার শিকার বলে অভিযোগ করা হয়। জাতিসংঘের একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়, সাঈদ পুলিশের উদ্দেশ্যমূলক বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। প্রতিবেদনে পুলিশের ৭.৬২ মিমি বুলেট ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়। তবে হাসিনা দাবি করেন, পুলিশ শুধু রাবার বুলেট ব্যবহার করেছিল, ধাতব বুলেট নয়। আবু সাঈদের মাথায় পাথরের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে, যখন তারা পুলিশের দিকে পাথর ছুঁড়ছিল। পুলিশেরও আত্মরক্ষার অধিকার ছিল। কিন্তু ৭.৬২ মিমি বুলেট কোথা থেকে এলো? কে এই রাইফেল প্রতিবাদে নিয়ে এসেছিল? প্রশ্ন করেন হাসিনা। তিনি আরও দাবি করেন, একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এই সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ইউনূস তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ইউনূস এই হত্যার জন্য দায়ী বলেই তাঁকে সরিয়েছেন, বলেন তিনি।

হাসিনা বলেন, তিনি জুলাইয়ে প্রতিবাদকারীদের মৃত্যু তদন্তে একটি বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করেছিলেন, কিন্তু ইউনূস তাদের কাজ করতে দেননি। তিনি প্রস্তাব দেন, এখন সাঈদের মরদেহ উত্তোলন করে ফরেনসিক পরীক্ষা করা হোক। প্রমাণ হবে, এই হত্যাগুলো ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। আমি বা আওয়ামী লীগ বা পুলিশ এতে জড়িত নয়। হাসিনা বলেন, নতুন শাসন বাংলাদেশীদের জন্য আশা শেষ করে দিয়েছে। শীর্ষ চিকিৎসক ও সার্জনদের বরখাস্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীদের পুলিশের পোশাক দেওয়া হচ্ছে। তারা কি এই কাজের জন্য যোগ্য? কোনো নিয়ম মানা হচ্ছে না। বিএনপি লুটপাটে ব্যস্ত। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার। কৃষকরা দিশেহারা। পরিশ্রমী মানুষ তাদের জীবিকা হারাচ্ছে। ভারতে নির্বাসনে থাকা হাসিনা আওয়ামী লীগের সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে তাঁর মতামত প্রকাশ করে চলেছেন। ঢাকা তাঁকে প্রত্যর্পণের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি ইউনূস ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতে হাসিনার বক্তব্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেন। এর আগে ভারত বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের খবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ঢাকা দাবি করেছে, এই খবরগুলো মিথ্যা। শেখ হাসিনার এই বক্তব্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন ঝড় তুলতে পারে। তবে তিনি দেশে ফিরতে পারবেন কিনা, তা এখনও অনিশ্চিত।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

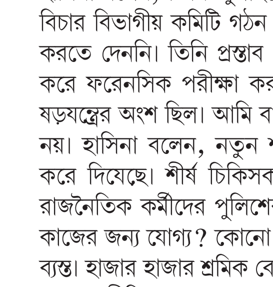

অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশয়ে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্তি হয় না কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই।

জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী না হওয়ায় পিতৃপুরুষের ভিটা হইতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম

স্বামী নিরাময়ানন্দ

বাঁকুড়া জেলার পূর্ব প্রান্তে জয়রামবাটী গ্রাম, আর হুগলী জেলার পশ্চিম প্রান্তে কামারপুকুর মাত্র সাড়ে তিন মাইল ব্যবধান, মধ্যে একটি খালের মতো আঁকাবাঁকা আমোদর নদ। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকৃতির লীলানিকেতন এই দুইটি পুণ্যভূমি যে দিব্য জন্ম ও জীবনের আধার হইয়া এ যুগের যুগলতীর্থে পরিণত হইয়াছে, আমরা তাহারই আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। জয়রামবাটী গ্রামখানি খুবই ছোট তাহার তিনদিকে মাঠ, আর একদিকে ঐ ছোট নদী। উর্বর জমিতে নানাবিধ চাষ-আবাদে গ্রামটি বেশ সচ্ছল ও সমৃদ্ধ। ম্যালেরিয়া-আক্রমণের পূর্বে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। গ্রামে বেশীর ভাগই পরিশ্রমী চাষী, কয়েক ঘর শিল্পী, আর দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ। মুখোপাধ্যায়-বংশ এই গ্রামেরই বাসিন্দা, বন্দ্যোপাধ্যায়েরা তাঁহাদের দৌহিত্র। মুখুজ্যেরা চার ভাই রামচন্দ্র সকলের বড়। স্বধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, তদুপরি ঈশ্বরভক্ত, অমায়িক ও দয়ার আধার এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী-পার্শ্ববর্তী শিহ। গ্রামের মেয়ে শ্যামাসুন্দরী- সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগতা। স্বহস্তে রান্না করিয়া অভুক্ত অনাথ অতিথিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে তাঁহার খুব আনন্দ। অল্প জমিজমার উৎপন্ন ফসলই তাঁহাদের জীবিকার প্রধান সংস্থান ঐ সঙ্গে যজন-যাজন করিয়া ও পৈতার সুতা কাটিয়া এই দরিদ্র দম্পতির দিন কাটিতেছিল। শ্রীশ্রীমা সারদাঅভাব-অনটনের কথা ভাবিতে ভাবিতে একদা নিদ্রার আবেশে রামচন্দ্র দেখিলেন, একটি সর্বসুলক্ষণা সালঙ্কারা বালিকা তাঁহার গলা জড়াইয়া কাছে বসিল। তিনি মনে করিলেন, তবে বুঝি এতদিনে মা লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ভাগ্যান্বেষণে তিনি শহরের অভিমুখে যাত্রা করেন।এদিকে শ্যামাসুন্দরী একদিন পিত্রালয় শিহড়ে দেবদর্শনে গিয়াছেন। ফিরিবার পথে দেবালয়ের কাছে এক বিল্ববৃক্ষতলে বসিয়া অনুভব করিলেন, একটা বায়ু যেন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখেন, লালচেলি-পরা অতি সুন্দরী একটি ছোট মেয়ে গাছ হইতে তাঁহার দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল কোমল বাহু দুটি দিয়া পিঠের দিক হইতে তাঁহার গলা জ।ইয়া ধরিয়া বলিল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম, মা'।শ্যামাসুন্দরী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান, সঙ্গিনীরা সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়িতে লইয়া আসেন। ধীরে ধীরে দশটি মাস কাটিয়া গেল অধীর প্রতীক্ষায়। হেমন্তের ধানকাটা শেষ করিয়া চাষীরা মা লক্ষ্মীকে ঘরে তুলিতেছে। কুটিরে কুটিরে আনন্দের হিল্লোল।১২৬০ সালের ৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা। সাঁঝের আলো জ্বালা হইয়াছে, কৃষ্ণাসপ্তমীর চাঁদ এখনও উঠে নাই পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যাতারাটি তখনও মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, যেন কাহাকে বরণ করিবার অপেক্ষায়। শঙ্খধ্বনির সহিত উলুধ্বনি উঠিয়া শীতের কুহেলিমাখা নিস্তব্ধ পল্লীটি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে এমনই শুভমুহূর্তে-পৃথিবীর বুকে তাঁহার শুভাগমন। সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশী মেয়েরা ছুটিয়া আসিল শ্যামাসুন্দরীর সদ্যোজাতা কন্যা দেখিতে। শৈশবপূর্ব স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া রামচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, 'লক্ষ্মীবারের পুণ্য সন্ধ্যায়-এ কে এল আমার কুটিরে?'মেয়ের নাম রাখা হইল সারদামণি। সারদা দরিদ্র মা-বাপের ব। মেয়ে, মায়ের আদরে বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাজকর্মও দেখিয়া দেখিয়া শিখিতে লাগিল। ছোট ভাইবোন কয়টি আসার পর মা আর একা সব পারিয়া উঠেন না, সারদাও সংসারের অনেকখানি দেখে। দিদি হইলে কি হয়, মায়েরই মতো সে ছোট ভাইবোনদের যত্ন লয়- তাহাদিগকে স্নান করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। বয়সের তুলনায় সারদা একটু গম্ভীরই ছিল। খেলার সময় কখনও কাহারও সহিত তাহার ঝগড়া হইত না, বরং সমবয়সীদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হইলে সে মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিত। খেলার মধ্যেও সকলের খবরাখবর লওয়া, তাহাদিগকে যত্নাদি করা এই কাজই তাহার ভাল লাগিত। মাতৃভাব যেন তাহার জন্মগত। কখনও পুতুল খেলা, কখনও বা দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া ফুল দিয়া সাজানো-ইহাও ছিল তাহার খেলার অঙ্গ। শ্রীশ্রীমা সারদাতাহাদের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিত, কোনদিন বা ফাঁক পাইলে তাহাদের সঙ্গে পাঠশালায় চলিয়া যাইত। লেখাপড়া শিখিবার প্রবল আগ্রহ তাহার বহুদিন পর্যন্ত ছিল, এবং সুযোগ পাইলে যতটুকু পারিত সে শিখিয়া লইত। এইভাবে শেষ পর্যন্ত সে বেশ প।তে শিখিয়াছিল, কিন্তু লিখিতে পারিত না। বই পড়াই শিক্ষার একমাত্র উপায় নয়। কথকঠাকুরের কথা, দোল-দুর্গোসবে যাত্রা ও কীর্তন শুনিয়া সারদা কত সু ন্দর সুন্দর কথা শিখিয়া লইত। দু-একবার শুনিলেই তাহার সব মনে থাকিত। তখন কে জানিত যে-এই মেয়ে একদিন এমন একজনের হাতে পড়িবে, যিনি তাহাকে লৌকিক, আধ্যাত্মিক সকল শিক্ষাদীক্ষা দিয়া সর্বতোভাবে

পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন এবং পরবর্তিকালে তাহার সম্বন্ধে বলিবেন, 'ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী।' বিবাহের পর পিত্রালয়ে যাঁহার সাহচর্যে আসিয়া, যাঁহার জীবনসঙ্গিনী হইয়া আমাদের সারদার এই রূপান্তর হইল, তিনি কে?কামারপুকুরের উত্তর প্রান্তে ছোট্ট একটি কুটির। তাহাতে অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের বাস ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়-তেজস্বী, সত্যবাদী, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ। জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী না হওয়ায় চল্লিশ বসর বয়সে পিতৃপুরুষের ভিটা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গ্রামান্তরে বন্ধু সুখলালের আহ্বানে তাঁহারই প্রদত্ত লাহাবাবুদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী জমিটুকুর উপর-ইষ্টদেবতা রঘুবীরকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদিরাম নূতনভাবে সংসারযাত্রা শুরু করেন।কয়েক বসর পরে তীর্থদর্শনে গিয়া গয়াধামে ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার পুত্ররূপে আসিবেন বলিতেছেন। স্বীয় দারিদ্র স্মরণ করিয়া তিনি নিজেকে ইহাতে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিলেন। এদিকে গৃহে পত্নী চন্দ্রমণি দেবীরও নানা বিচিত্র দিব্য অনুভূতি হইতে লাগিল।১২৪২ সালের ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ায় চন্দ্রমণি দেবী যে শিশুটি প্রসব করিলেন, স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষুদিরাম তাহার নাম রাখিলেন গদাধর।শৈশবেই পিতৃহীন গদাধর চন্দ্রমণির নয়নের মণি হইয়া পড়িল। লেখাপড়া বেশী দূর অগ্রসর হইল না, কিন্তু যাত্রায় ও গানে তাহার খুব উৎসাহ। স্মরণশক্তি এত প্রখর যে, একবার শুনিলেই গোটা গানটি মুখস্থ হইয়া যায়। সকলে আগ্রহ করিয়া তাহার গান শোনে।প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করিয়া, কখনও বা ভগব-সঙ্গীতের দিব্যভাবে বিভোর হইয়া বাল্যেই গদাধর একাধিকবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। ছেলের অসুখ ভাবিয়া চন্দ্রমণি চিকিৎসা করাইলেন, পড়াশুনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে নিজের চোখে চোখে রাখিলেন। এইভাবেই চলিতেছিল এমন সময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার গদাধরকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন-ঝামাপুকুরে তাঁহার টোলে কাজকর্মে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু লেখাপড়া ও যজন-যাজন শিখিয়া যাহাতে সে জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত হয়। ঘটনাচক্রে এখান হইতে উভয়কেই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে আসিতে হয় এবং রামকুমার কালীমাতার পূজক নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে গদাধরের উপরে মায়ের পূজার ভার দিয়া তিনি লোকান্তরে গমন করেন। পূজা করিতে করিতে গদাধরের মনে প্রশ্ন জাগিল-'এ কাহার পূজা করিতেছি? কেন করিতেছি? মা মৃন্ময়ী, না চিন্ময়ী? এত ডাকিতেছি, কিন্তু সাড়া কই?'ক্রমশ ভাবে বিভোর হইয়া গদাধরের বাহ্যপূজা মানসরাজ্যে প্রবেশ করিল, তাঁহার সাধনা ও ব্যাকুলতা চরমে পৌঁছিল। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে মায়ের মন্দিরে ঢুকিয়া দেখেন, প্রতিমা যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া আছে! মাতৃদর্শন-পিপাসাকাতর গদাধর বলিয়া উঠিলেন, 'মা, দেখা দিবি তো দে, নতুবা এই খড়গ দ্বারা আজ এখানেই এ জীবন বলি দিব।' সহসা মূর্তি জ্যোতির্ময়ী ও জীবন্ত হইয়া উঠিল-নিখিল ভুবন বিলুপ্ত করিয়া, উজ্জ্বল ঊর্মিমালায় অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া, মায়ের মুখখানি হাসিতে লাগিল।-গদাধর সংজ্ঞাশূন্য একটু সংজ্ঞা ফিরিলেই কাতরকণ্ঠে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতেছেন, কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন-এই তো ছিল, কোথায় গেল। আবার সংজ্ঞাশূন্য দেখিতেছেন বরাভয়দায়িনী চিন্ময়ী মূর্তি হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন।এই প্রথম দর্শনের পর গদাধরের ব্যাকুলতা বাড়িয়া গেল। এখন তিনি গঙ্গাতীরে বালুকার উপর মুখ রগড়াইয়া কাঁদেন। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকাইয়া বলেন, 'মা আরও একটা দিন যে বৃথা কেটে গেল, আজ তো দেখা দিলি না।' অতঃপর জগজ্জননী তাঁহাকে বারংবার দেখা দিয়া শান্ত করিলেন। কিন্তু সাধক আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অহোরাত্র আবার কিসের সাধনায় যেন নিমগ্ন! জগৎ-সংসার ও শরীরের প্রতি একান্ত উদাসীন!কামারপুকুরে জননী চন্দ্রমণির কানে এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া পৌঁছিল। তিনি বুঝিলেন, গদাধরের বাল্যের সেই বায়ুরোগ আবার প্রবল হইয়াছে। তাই চিকিৎসার জন্য তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। প্রতিবেশীদের পরামর্শে বিবাহের চেষ্টাও চলিতে লাগিল।কোথাও মনের মতো কন্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না দেখিয়া গদাধরই একদিন সানন্দে পাত্রীর সন্ধান বলিয়া দিলেন, 'জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখগে যাও।'তখনই লোক পাঠাইয়া যথাস্থানে পঞ্চমবর্ষীয়া সারদার সন্ধান পাওয়া গেল। কন্যার পিতারও আগ্রহ দেখিয়া চন্দ্রমণি ঐ মেয়েটিকেই বধূরূপে বরণ করিবার জন্য উতলা হইলেন। লোকেরা বলিতে লাগিল, মেয়েটি বড্ড ছোট।পরবর্তী বৈশাখেই বিবাহ হইয়া গেল। গদাধরের বয়স তেইশ পূর্ণ হইয়াছে, সারদা ছয়ে পড়িয়াছে। বছর তিনেক আগে শিহড়ে গান শুনিতে গিয়া জনৈক আত্মীয়া সারদাকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'ঐ ছেলেগুলির মধ্যে কাকে বিয়ে করবি?' সারদা তাহার ছোট্ট আঙুল দিয়া যাহাকে দেখাইয়াছিল, সেই নাকি আজ সারদার বর গদাধর। এই কথা শুনিয়া জয়রামবাটীর নারীদের আনন্দ আর ধরে না। তবু কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'আহা, মেয়েটার কপাল খারাপ, বরটির নাকি পাগলের ছিট আছে 'মা, মা' ক'রে কাঁদে, অর্ধেক দিন খায় না, ঘুমোয় না, শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।'সে যাহা হউক, সারদা এ-সব কিছু বুঝিল না, নূতন গহনা-কাপড়ে আর কোলে চড়িয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথাই তাহার মনে রহিল। কয়েকদিন পরে তাহাকে কামারপুকুরে খেজুর গাছের তলায় কোঁচ। ভরিয়া খেজুর কুড়াইতে দেখিয়া লাহাবাবু বলিয়াছিলেন, 'ওমা, এইটিই বুঝি নতুন বউ!'বিবাহ-উৎসবের পরে ধনী প্রতিবেশীর নিকট চাহিয়া আনা সোনার গহনাগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় আসিলে চন্দ্রমণি তো ভাবিয়াই অস্থির-কি করিয়া নূতন বউ-এর গা হইতে অলঙ্কার খুলিবেন। মায়ের চিন্তা দেখিয়া গদাধর বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি কিছু ভেবো না মা, ও আমি ঠিক খুলে দেব।'নিদ্রিতা বধূর গাত্র হইতে অতি সন্তর্পণে গদাধর অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইলেন। পরদিন সকালে সারদামণি গায়ের গহনা নাই দেখিয়া খুব কাঁদিতেছে। চন্দ্রমণি তাহাকে বুঝাইলেন, 'গদাই বড় হ'য়ে তোমাকে এর চেয়ে ভাল ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে।' তবে সারদামণি শান্ত হইল।বিবাহের পর সারদামণি তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। দুই বৎসর পরে গদাধর দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয় জয়রামবাটীতে আসেন। তখন কেহ না বলিয়া দিলেও সারদামণি গদাধরের পা ধুইয়া মুছাইয়া দেয় ও তাঁহাকে পাখার বাতাস করে। উহা দেখিয়া বয়স্কা মেয়েরা হাসিয়াছিল।এবার বর-বধূ পালকিতে যাতায়াত করে। পাছে সারদামণি মনে করে এইবারের আসাই বুঝি বিবাহ, তাই গদাধর তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেছেন, 'তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ক-বছরে বিয়ে হয়েছে-তো-পাঁচ বছর বোলো, সাত বছর বোলো না। আর যদি জিজ্ঞেস করে, তোমাকে আমি ভালবেসেছি কি না, তো বলবে খুব ভালবেসেছি।' সাত বছরের বধূ সারদামণি সব বুঝিয়া ঘাড় নাড়িল।এই ক্ষণিক মিলনের পরে গদাধর ফিরিয়া গেলেন তাঁহার সাধনা-মন্দির দক্ষিণেশ্বরে, আর সারদামণি পিত্রালয়ে গিয়া তাহার মায়ের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করিতে লাগিল সে-ই সংসারের গিন্নী-ভাইগুলি ক্রমশ বড় হইতেছে, তাহাদের বহু ঝামেলা তাহারই উপর।ছোটবেলা হইতেই সারদার গঙ্গার উপর একটা টান ঐ আমোদরকেই গঙ্গা মনে করিয়া রোজ সেইখানে যাওয়া চাই। ছোট নদী, অল্প জল টল-টল করিতেছে, ডুবিবার কোনও ভয় নাই। ছোট ভাই-বোনদের স্নান করাইয়া গাছতলায় বসাইয়া, দুটি মুড়ি খাওয়াইবার পর তাহাদিগকে বাড়ি লইয়া আসিত।

নাচুনি পুতুলের শৈল্পিক সরলতায় আজও প্রাণবন্ত চড়কের মেলার পুতুল

শুভঙ্কর দাস ঃ নগরোন্নয়নের তীব্রতার ফলে বাঙালি ক্রমশ নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। সে ক্রমাগত হিন্দি ও দাক্ষিণাত্য বলয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। এর প্রতিফলন বঙ্গ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু মানুষ এমনও রয়েছেন যারা আজও বাঙালি নিজস্ব লোকজ আধ্যাত্মিক পরম্পরাকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ধরে রাখতে সচেষ্ট। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের বড়িয়া চিত্রকর পাড়ার বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী কমল চিত্রকর। ডায়মন্ড হারবার লাইনের গুরুদাস নগর রেল স্টেশনের কাছেই অবস্থিত বড়িয়া চিত্রকর পাড়া। সেখানেই এ বছর চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক উপলক্ষে অসাধারণ মাটির পুতুল নির্মাণ করেছেন শিল্পী। মূলত বছরে চড়ক ও রথের মেলা উপলক্ষ্যে বেশিরভাগ বাঙালি মৃৎশিল্পীরা একটা সময় বিপুল পরিমাণে মাটির পুতুল তৈরি করতেন। কিন্তু সেই ধারা আজ ক্ষয়িষ্ণু। এমন পরিস্থিতিতে এ বছর অনিন্দ্য সু ন্দর শৈল্পিক রীতিতে মাটির পুতুল গড়েছেন শিল্পী কমল চিত্রকর। তার অপ্রশস্ত বেড়া দিয়ে তৈরি করা বাড়ির মাটির দাওয়ার ওপর বিরাজ করে বাঙালির লোক জীবনের আখ্যান। তার উল্লেখযোগ্য পুতুলগুলির মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় রঙিন জোব্বা ও মাথায় চোঙা

আকৃতির টুপি পরা ঘাড় বুড়ো পুতুল। ঠোঁটে জ্বলছে সিগারেট গোটা শরীর জুড়ে শিল্পের তুলির ছোঁয়ায় অনিন্দ্য সু ন্দর কলকার ছোঁয়া খেলা করে যায়। গোলাকার মাটির বৃত্তের মধ্যে বসে চার-পাঁচটি পাখি। এই পুতুলের মধ্যে গ্রাম্য সরলতা রয়েছে। অন্যদিকে মাটির বাড়ির খড়ের চালায় বসে থাকা পাখি। এই পুতুলটির মধ্যে গ্রাম্য জীবনের নাটকীয় অভিব্যক্তি কথা শিল্পী নিজের তুলির টানে প্রস্ফুটিত করেছে। তার সবথেকে উল্লেখযোগ্য পুতুলটি হল নাচুনি মেয়ে পুতুল। পুতুলটির বাঁ হাত কোমরে এবং ডান হাত মাথার মধ্যে দেওয়া। পুতুলটির অঙ্গে রয়েছে ফ্রক। পা নেই। পুতুলটির গড়নের তলার দিকটা গোলাকার। গোটা পুতুলটাই কাঁচা মাটির তৈরি। মেদিনীপুরের মির্জা বাজারের দেওয়ালি পুতুলের তলার অংশটা চাকে ঘোরানো হয়। কিন্তু কমল চিত্রকরের করে তৈরি পুতুল গোটাটাই ছাচের। পুতুলটির মুখের মধ্যে বাঙালি কৈশোরের গ্রাম্য সরলতা মাখা। যেন মনের আনন্দে নিজস্ব পছন্দের গান শুনতে পেয়েই কিশোরী নেচে চলেছে। এমনই বাঙ্ময়তা অভিব্যক্তি শিল্পী নাচুনি পুতুল নির্মাণে তুলে ধরেছেন। শিল্পীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুতুল হলো গাছের ডালে বসে থাকা পাখি। হাতি, ঘোড়া, মুরগি। এখানে উল্লেখ করার বিষয় তার তৈরি হাতি, ঘোড়া পুতুলের গায়ে শিল্পী বাংলার লোকজ কলকা শৈলী প্রায়োগ করেছে। তার প্রতিটা পুতুলই ছাঁচের কাঁচা মাটির তৈরি। স্ত্রী শম্পা চিত্রকরও পুতুল নির্মাণের শিল্পীকে সাহায্য করে থাকেন। শিল্পীর তৈরি প্রতিটা পুতুলের মধ্যে নাটকীয়তা বাঙ্ময়তা রয়েছে, যা এক কথায় অনন্য।

রাজার অনুমতিতে ব্যবসা করার অধিকার পেত ব্যবসায়ীরা

অংশুমালী মুখোপাধ্যায় পরিস্কার করে লিখেছেন, আমরা এতদিন এই সব শিলমোহরের পাঠোদ্ধার করার চষ্টা করে আসছি। তার মধ্যে থেকে ভাষা সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতেত পারা গিয়েছে। এগুলি কিন্তু কোনও ভাষার সমষ্টি নয়। এইগুলি এক একটি ছবি। শিলমোহরে ছবি বসিয়ে পণ্যের বস্তায় এঁটে দেওয়া হতো। তখন থেকেই শিলমোহর ব্যবহারের রীতি প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। পণ্যের দাম এবং ক্রয় করা জন্য কত টাকা দিতে তাও প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে সেইসব শিলমোহরগুলি রচিত হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে। এই সিন্ধু শিলমোহরগুলি ব্যাণিজ্যিক এবং খাজনা আদায় করার ব্যাপারে বব্যহার করা হতো। সেই যুগেও ব্যবসা করার অধিকারের ছাড়পত্র দেওয়া হতো এই সব শিলমোহরের মধ্যে দিয়ে। কারা ব্যবসা করার অধিকার পাবে এবং কারা কত কর দিয়ে পণ্য ক্রয় করতে পারবে তার কথাই এসব শিলমোহরে লিপিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানেও ভারবতর্ষে এই রকম

শিলমোহর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমান ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে রকম শিলমোহর ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা কিন্তু প্রাচীন ভারতে বিশেষ করে সিন্ধু সভ্যাতায় দেখতে পাওয়া সম্ভব হল। অর্থশাস্ত্রবিদ কোটিল্য যে অর্থ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন সেখানেও এই রকম শিলমোহরের কথার উল্লেখ করা রয়েছে। রাজার অনুমতিতে ব্যবসা করার অধিকার পেত ব্যসায়িরা সেখানেও এই রকম শিলমোহন ব্যবহার করতে দেখা যায়। কার বব্যসা করার অনুমতি লাভ করেছে তা বাজারের ব্যবসাদাররা জানতে পারতো। শিলমোহরের মধ্য ব্যবসা করা অধিকার দেওয় াথাকতে। তার ফলে ব্যবসায়িরা শিলমোহরের ওপর ভিত্তি করে বাজার থেকে কেনা কাটা করতে পারতো নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে। যারা ব্যবসা করা অধিকার পেত না তাদেরকে কোনও শিলমোহর দেওয়া হতো ন া। তারা বাজার থেকে ণ্য ক্রয় করার অধিকার হারাতো। ব্যাবসা করতে গেলে রাজ অনুমতি নিতেই অতি অবশ্যই হতো। রাজ অনুমতি না থাকলে তার ব্যবসা করার কোনও অধিকার ছিল না। ব্যবসা ক্ষত্রে বা বাজারে দলপতি নিশ্চয় ছিল। সেই দলপতি বলেছেন যে সিন্ধু সভ্যতার কালে যে সব শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল তা কিন্তু তামিল বা সংস্কৃত ভাষা নয়, বানান নয়। এগুলি কতগুলি ছবির সমষ্টি যা অর্থ বহন করে। এগুলির কিছু কিছু াঠদ্ধোর করা সম্ভব হয়েছে বলে গবেষক বহতা অংশুমালী মনে করেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী তাঁর লেখা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ললিতা তথা মানস। যা অনেকেরই অজানা। নৈহাটির কাঁটালপাড়ার চাটুজ্জেবাড়ির জমিতে বঙ্কিম করলেন চার কামরার বৈঠকখানা। জমিটি বঙ্কিমের পরিবারের নিকটাত্মীয়া দিগম্বরী দেবীর। নিঃসন্তান দিগম্বরী অল্পবয়সে বিধবা হন। তাঁর দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির ভাগ পান বঙ্কিমের পিতা যাদবচন্দ্র। দিগম্বরীর জমিতে তৈরি এই বৈঠকখানা ঘর হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্য ও নবজাগরণের এক পীঠস্থান। এই ঐতিহাসিক কক্ষে বসেই লেখা হয় 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত। এখান থেকেই বেরিয়েছে 'বঙ্গদর্শন 'প্রচার ও 'ভ্রমর পত্রিকা। বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন আড্ডা'-র অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নবীনচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দামোদর মুখোপাধ্যায় নিয়মিত আসতেন এই ঘরে। এই ঘরের ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগরণ বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ পর্বের যোগ থাকলেও হারিয়ে গেছে সেই অসহায় বিধবা দিগম্বরী দেবীর নাম, যিনি গোটা চাটুজ্জে পরিবারে পরিচিত ছিলেন 'ছোটো ঠাকুরাণী দিদি' হিসেবে। পরিবারের জীর্ণ দলিল আর চিঠিপত্রে তাঁর নামটুকু কেবল মেলে। মেয়ে খুন, তবু পুলিশ ডাকেননি বঙ্কিমচন্দ্র, কী করে ডাকবেন? অপরাধী যে তাঁরই জামাই। ঘটনা যে আরও কত! বিধবা নাতবৌয়ের বিয়েও মেনে নিতে পারেননি সাহিত্যসম্রাট। বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে একগুচ্ছ অজানা তথ্য রয়েছে আপামর মানুষের অজানা। বঙ্কিমের মা দুর্গাসুন্দরী দেবী, দিদি নন্দরাণী দেবী, বৌদি নবকুমারী দেবী- সকলের ভূমিকাই বঙ্কিমের জীবনে গভীর। বঙ্কিমের মা দুর্গাসুন্দরী শিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু পাকা গৃহিণী ছিলেন। বঙ্কিম তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের মায়ের চরিত্রটি দুর্গাসুন্দরীর আদলে লিখেছিলেন। বঙ্কিম বলেছিলেন, ছেলেবেলায় মায়ের কাছ থেকে তিনি একটুও নীতিশিক্ষা পাননি- 'কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশি হইয়াছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশি, কাজেই... নীতিশিক্ষা কখনো হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না'।

বঙ্কিমের দিদি, অর্থাৎ যাদবচন্দ্র-দুর্গাসুন্দরীর একমাত্র কন্যাসন্তান নন্দরাণী দেবী। দুই ভাই সঞ্জীবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে ইনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিশেষত সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা একটু বেশিই ছিল। বেহিসেবি ও বাউন্ডুলে সঞ্জীবচন্দ্র প্রায়ই অতিরিক্ত দেনার দায়ে পালিয়ে যেতেন কর্মস্থল বিহারের বাঁকিপুরে। সেখানেই তিনি সম্পূর্ণ করেন তাঁর 'মাধবীলতা উপন্যাসটি। নন্দরাণীও মাঝে মাঝে বাঁকিপুরে গিয়ে থাকতেন। এক বার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে সঞ্জীবচন্দ্রের স্ত্রী নবকুমারী দেবী রাগ করে কাশীধাম চলে যাওয়া মনস্থ করেন। সে যাত্রা নন্দরাণী সামলান। মৃত্যুর আগে কুলপ্রথা অনুযায়ী যাদবচন্দ্রকে অন্তর্জলি যাত্রা করানো হয়েছিল। তিন রাত তিনি নৈহাটির গঙ্গার ধারে একটি ঘরে ছিলেন। সেবার জন্য ছিলেন তাঁর আদরের মেয়ে নন্দরাণী, যাঁকে যাদবচন্দ্র উইল করে নিজের জমি ও বাড়ির একাংশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে দিনের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে যা এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমের প্রিয়তম বৌদি, সঞ্জীবচন্দ্রের স্ত্রী নবকুমারী ছিলেন একান্ত দুঃখিনী। স্বামী তো বটেই, ছেলে জ্যোতিশ্চন্দ্রও তাঁকে আজীবন যন্ত্রণা দিয়েছেন। যথেষ্ট প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্র চাকরিজীবনে সফল হতে পারেননি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে যোগদান করলেও চাকরিক্ষেত্রে চূড়ান্ত অপমান ও অশান্তির জন্য সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন সঞ্জীব। তাঁর সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে পড়ে বঙ্কিমের উপর। খামখেয়ালি, শৌখিন, বেহিসেবি, ঋণগ্রস্ত সঞ্জীবকে নিয়ে স্ত্রী নবকুমারীর মানসিক যন্ত্রণা ছিল অপরিসীম।

মহাসমারোহে সাদিপুরে পালিত হল গাজন উৎসবঃ অলৌকিক জনশ্রুতি ঘুরে ফেরে আজও লোকের মুখে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ এপ্রিল ঃ বাঙালি হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বনের মধ্যে অন্যতম পার্বন বা উৎসব হল শিবের গাজন। ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি বাঙালির সুপ্রাচীন লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে পালিত হয়ে আসছে গাজন উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান ইত্যাদি জেলায় ছাড়াও বাংলাদেশে গাজন উৎসব পালন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় গাজন উৎসব মহা ধূমধামের সঙ্গে পালন করা হয় যার মধ্যে জামালপুর থানার সাদিপুর গ্রামের বহু প্রাচীন শিব এর গাজন বেশ জনপ্রীয়। সাদিপুরের গাজন এর বৈশিষ্ট্য হল বেতের শাঠদিয়ে কুলগাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসে তার উপর সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দেয় কাঁটার উপর। সন্ধ্যার সময় সেইগুলি পোড়ানো হয় যা দেখতে বহু জনসমাগম হয়। নীল ষষ্ঠীর দিন সাদিপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী ছ- সাতটি গ্রামের মানুষ শিবের পূজা দিতে আসেন বিশেষত মহিলাদের ভিড় দেখার মত। বৈকালে গঙ্গা থেকে বাঁকে করে আনা জল বাবার মাথায় ঢালে কচিকাঁচা থেকে শুরু করে যুবক- যুবতি, গৃহবধূরাও। পরের দিন উঁচু জায়গা থেকে সন্ন্যাসীরা মাটিতে ঝাঁপ দেন এবং বৈকালে চড়ক অনুষ্ঠিত হল। সাদিপুর গ্রামে এই গাজন উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে যাত্রা, গান নাচের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এবছর প্রায় ষোলো জন সন্ন্যাসী শিবের ব্রত রেখেছিলেন। গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের শিবতলা প্রাঙ্গনে মেলা বসে। গ্রামের বাসিন্দা পরাগ সিংহ, দেবাশীষ মিত্র, পরিমল ব্যানার্জী, বিশ্বজিত সিনহা, দেবাশীষ ব্যানার্জীরা জানিয়েছেন, এই গ্রামে প্রায় সব রকমের পুজো উৎসব আয়োজিত হয় যার মধ্যে শিবের গাজন জনপ্রিয়তার নিরিখে অন্যান্য পূজা উৎসবগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে বলা যেতে পারে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামে প্রচুর আত্মীয়স্বজন ভিড় করেন। কথিত আছে, বহু বছর আগে এই গ্রামেরই এক বাসিন্দা লক্ষ্য করেন তার গাভীটির কাছ থেকে কোন দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। গাভীটির দুধ কোথায় যাচ্ছে বা কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ হতে শুরু করে। তিনি দিন কয়েক লক্ষ্য করে দেখতে পান ওই গাভীটি গ্রামেরই একটি জঙ্গলে প্রতিদিন একই সময়ে যাওয়া আসা করে। তিনি গাভীটিকে অনুসরন করে দেখতে পান ওই গাভীটি জঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে আর তার বাঁট থেকে দুধ পরে। এই ধরনের অলৌকিক ঘটনাটি দেখে ওই ব্যাক্তি গ্রামবাসীদের জানান। গ্রামবাসীরা ওই স্থানে এসে ছোট একটি প্রস্তর খন্ড দেখতে পায় এবং সেটিকে খনন করতে গিয়ে শিব লিঙ্গটি আবিস্কার করে। ওই শিব লিঙ্গের তল কতটা দেখতে অনেক গভীর পর্যন্ত খনন করলেও তার তল খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে জনশ্রুতি আছে।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে চালানো হবে গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১৪ এপ্রিল ঃ এই ২০২৫ সালের আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ০৫ (পাঁচ) জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি ২১ মে থেকে ২৯ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত গুয়াহাটি ও শ্রী গংগানগর স্টেশনের মধ্যে, ১৮ মে থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি ও অযোধ্যা ক্যান্চ. স্টেশনের মধ্যে, ১১ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত কামাখ্যা ও আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে, ২১ মে থেকে ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত কাটিহার ও অমৃতসর স্টেশনের মধ্যে এবং ১৭ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নিউ তিনসুকিয়া ও এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৩৬ (গুয়াহাটি-শ্রী গংগানগর) সামার স্পেশাল ২১ মে, ২০২৫ (বুধবার) থেকে ১৮.১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা হয়ে শনিবার ০৩.৩০ ঘণ্টায় শ্রী গংগানগর পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৬৩৫ (শ্রী গংগানগর - গুয়াহাটি) সামার স্পেশাল ২৫ মে, ২০২৫ (রবিবার) থেকে ১৩.২০ ঘণ্টায় শ্রী গংগানগর থেকে রওনা হয়ে বুধবার ০০.২৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ০৬ টি ট্রিপের জন্য চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭৪২ (নিউ জলপাইগুড়ি - অযোধ্যা ক্যান্ট.) সামার স্পেশাল ১৮ মে, ২০২৫

(রবিবার) থেকে ১৩.৪০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে সোমবার ০৯.৩০ ঘণ্টায় অযোধ্যা ক্যান্ট. পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৪১ (অযোধ্যা ক্যান্ট. - নিউ জলপাইগুড়ি) সামার স্পেশাল ১৯ মে, ২০২৫ (সোমবার) থেকে ১১.৪০ ঘণ্টায় অযোধ্যা ক্যান্ট. থেকে রওনা হয়ে মঙ্গলবার ০৯.৩০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ০৭ টি ট্রিপের জন্য চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০২৫২৫ (কামাখ্যা - আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সামার স্পেশাল ১১ এপ্রিল, ২০২৫ (শুক্রবার) থেকে এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে । ট্রেনটি ২২.৪৫ ঘণ্টায় কামাখ্যা থেকে রওনা দিয়ে রবিবার ০৮.৫০ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছেছে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০২৫২৬ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল - কামাখ্যা) সামার স্পেশাল ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ (রবিবার) থেকে ১৭.২০ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে রওনা হয়েছে এবং মঙ্গলবার ০৩.৪০ ঘণ্টায় কামাখ্যা পৌঁছাবে। ট্রেন দুটি ০৩টি ট্রিপের জন্য চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭৩৬ (কাটিহার - অমৃতসর) সামার স্পেশাল ২১ মে, ২০২৫ (বুধবার) থেকে ২১.০০ ঘণ্টায় কাটিহার থেকে রওনা হয়ে শুক্রবার ০৯.৪৫ ঘণ্টায় অমৃতসর পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৩৫ (অমৃতসর - কাটিহার) সামার স্পেশাল ২৩ মে, ২০২৫ (শুক্রবার) থেকে ১৩.২৫ ঘণ্টায় অমৃতসর থেকে রওনা হয়ে শনিবার ২৩.৪৫ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেন দুটি ০৬টি ট্রিপের জন্য চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯৫২ (নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) সামার স্পেশাল ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) থেকে ০৯.০০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া থেকে রওনা হয়ে রবিবার ০৯.০০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু পৌঁছাবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৯৫১ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া) সামার স্পেশাল ২০ এপ্রিল, ২০২৫ (রবিবার) থেকে ২৩.২০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে রওনা হয়ে বুধবার ১৩.৫০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ১১টি ট্রিপের জন্য চলবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নবদ্বীপ ব্লকের ভালুকা এলাকায় খেলার মাঠ দখল করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা! পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট-বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৪ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপ ব্লকের ভালুকা এলাকায় খেলার মাঠ দখলের অভিযোগ তিন প্রমোটারের বিরুদ্ধে, ঘটনাকে কেন্দ্র উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে নবদ্বীপ ব্লকের কানাইনগর ভালুকা এলাকায়। স্থানীয়রা জানায় আনুমানিক দু বিঘা একটি জমি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রয়েছে এলাকায় যেখানে স্থানীয় একাধিক গ্রামের ছেলেরা খেলাধূলা করে, অভিযোগ এলাকার বিষ্ণুপুর এলাকার রণমিত্র, ভালুকা এলাকার গৌড় ঘোষ, ও দে পারা এলাকার যুব্বার শেখ, এরা এলাকার মস্তান ও প্রমোটার, এলাকার এই খেলার মাঠকে দখল করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝেই অশান্তি করে আর এদিন ভাড়া করা গুন্ডা এনে মাঠ দখল করতে যায়, স্থানীয়রা বাধা দিলে প্রমোটারদের পক্ষের একজন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখায়, তাদের আরও দাবী এই জমির দখল নিয়ে অতীতে মামলাও হয়, ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়ায়, ও আদালত জমিটিকে স্থানীয়দের খেলার মাঠ হিসেবেই রায় দেয় বলেও দাবী করে স্থানীয়দের। স্থানীয়দের অভিযোগ অভিযুক্তরা শাসক দলের সাথে যুক্ত আর সেই ক্ষমতাকেই কাজে লাগিয়ে বারংবার এই খেলার মাঠ দখল করতে আসে, তারা আরও জানায় অতীতেও স্থানীয় পঞ্চায়েত মেম্বার সহ প্রধানের দারস্থ হলেও তারাও প্রমোটারের হয়েই কথা বলে ও খেলার মাঠ ছেড়ে দিতে বলে। পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি ও নবদ্বীপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীও। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ পুলিশ কোন কিছু না শুনেই লাঠিচার্জ করে, মহিলাদেরও মারধর করা হয় । পাশাপাশি পুলিশকে লক্ষ্য করেও ইঁট বৃষ্টি করতে দেখা যায় বিক্ষুব্ধ স্থানীয়দের। পরবর্তী সময়ে ঘটনাস্থলে যায় কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। উত্তম ঘোষ জানান ঘটনায় এখনো একজনকে আটক করা হয়েছে, তবে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা সম্পুর্ন অস্বীকার করেন তিনি, পাশাপাশি তিনি আরও জানান। যারা দখল করতে এসেছিলো জমিটি তাদের তা প্রমান এখনো পাইনি, সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে যেখানে বিভিন্ন জায়গায় খেলার মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বর্তমান সময়ের বহু ছাত্র যুব সমাজ, সেখানে এলাকার একমাত্র খেলার মাঠকে রক্ষা করতে স্থানীয়দের একত্রিত হয়ে এভাবে প্রতিবাদ করা সত্যি প্রসংশনীয়।

ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির মিলনস্থল মেড়তলা গ্রামের গাজন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৪ এপ্রিল ঃ কয়েকশো বছরের পুরাতন ঐতিহ্যশালী পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের মেড়তলা গ্রামে প্রতি বছর চৈত্রের শেষে অনুষ্ঠিত হয় গাজন উৎসব, যা আজও বয়ে চলেছে লোকবিশ্বাস, ভক্তি ও উৎসবের এক অসাধারণ নিদর্শন। এই গাজনকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটে গ্রামজুড়ে। শুধু মেড়তলার মানুষই নয়, আশপাশের বহু দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী এসে মিলিত হন এই অনবদ্য লোকোৎসবে। গাজনের অন্যতম মূল আকর্ষণ হল বাজি পোড়া - যার মধ্যে 'বাজি ফাটানো' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবছর এই অনুষ্ঠানে ৪০টি কদমগাছ ফাটানো হয়েছে, যা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। সারা আকাশ আলোয় ঝলমল করে ওঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্যে। রবিবার, নীলপূজার মাধ্যমে শুরু হয়েছে পুজোর আনুষ্ঠানিকতা। আজ মঙ্গলবার, অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত চলবে পুজোর নানা আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কার্যাবলি। এবছর প্রায় পাঁচশোরও বেশি সন্ন্যাসী অংশ নিয়েছেন এই গাজন উৎসবে, যা উৎসবের আকার ও গুরুত্বকে আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। সন্ন্যাসীদের নানা কঠোর অনুশীলন, ব্রত পালন এবং শারীরিক সহিষ্ণুতার মাধ্যমে তারা নিজের ভক্তি ও সাধনার নিদর্শন তুলে ধরেন। আজ সন্ধ্যায় গাজনের একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করা হবে-তীর ফোটানো। এক সন্ন্যাসী নিজের কপালের উপরের অংশে একটি তীর ফুটিয়ে ভক্তির চরম প্রকাশ ঘটাবেন। এই ব্যতিক্রমধর্মী ও দুঃসাহসিক আচার প্রত্যক্ষ করতে ভিড় জমায় হাজার হাজার মানুষ। এই দৃশ্য শুধুই এক ধর্মীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়, এটি গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। মেড়তলার গাজন উৎসব কেবলমাত্র এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়-এটি এক বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলাও বটে। স্থানীয় মানুষজন, ছোট-বড়, বৃদ্ধ-যুবা, সকলেই এই উৎসবে অংশ নিয়ে নিজেদের আনন্দ ও ভক্তিকে ভাগ করে নেন। গাজনের গানে, ঢাকের তালে, রঙিন পোশাকে ও ধর্মীয় উৎসাহে মেতে ওঠে গোটা এলাকা। এই গাজন উৎসব শুধু পূর্বস্থলীর নয়, সমগ্র বাংলা লোকসংস্কৃতির গর্ব, যেখানে অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের প্রাণশক্তির সম্মিলনে সৃষ্টি হয়.এক অনন্য উৎসবের আবহ।

সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ইউএসবিআরএল প্রকল্পের চ্যালেঞ্জ

১৪ এপ্রিল ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সময়রেখাঃ ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে কাশ্মীরকে সংযুক্ত করা শতাব্দীর পুরনো স্বপ্ন। কাশ্মীর উপত্যকার সাথে একটি ন্যারোগেজ রেল সংযোগ নির্মাণের প্রথম ধারণাটি এক শতাব্দীরও বেশি আগে উত্থাপিত হয়েছিল, যখন ১৮৯২ সালের ১ মার্চ মহারাজা প্রতাপ সিং জম্মু-শ্রীনগর রেল সংযোগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এবং পরে ১৮৯৮ সালে মহারাজা রণবীর সিং। শ্রীনগর এবং কাশ্মীর উপত্যকার সাথে পাঞ্জাবকে সংযুক্ত করার জন্য চারটি কার্যকর রুট খুঁজে পাওয়া গেছে, জম্মু থেকে বানিহাল রুট, ঝিলাম উপত্যকা হয়ে পুঞ্চ রুট, রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঝিলাম উপত্যকা হয়ে পাঞ্জার রুট এবং উপরের ঝিলাম উপত্যকার হাজারা হয়ে কালাকো সেরাই থেকে অ্যাবোটাবাদ রুট। মিটার এবং ব্রডগেজ ট্র্যাকের মিশ্রণের জন্য বিশদ মাপ পরিচালিত হয়েছিল। তবে, প্রতিকূল জলবায়ু, জটিল ভূখণ্ড, সীমিত সম্পদ এবং ইতিহাস এই ধারণাটিকে জরিপ প্রতিবেদন এবং অঙ্কন বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশরাও এই ধারণাটি পুনর্বিবেচনা করে এবং মহারাজা প্রতাপ সিং মোগল সড়ক অনুসরণ করে জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে রিয়াসি হয়ে লাইন নির্মাণে সম্মত হন। এই পরিকল্পনায় পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা অতিক্রম করার জন্য একটি ন্যারোগেজ ট্র্যাকের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু প্রকল্পটি কেবল স্বপ্নই থেকে যায়। স্বাধীনতার পরেও প্রকল্পটি বেশ কয়েকবার বিবেচনা করা হয়েছিল, তবে এটি কেবল ১৯৮১ সালে জম্মু-উধমপুর রেল সংযোগ প্রকল্পের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৪-৯৫ সালে, উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা এর মধ্যে চূড়ান্ত রেল সংযোগ অনুমোদিত হয়েছিল এবং ২০০২ সালে, কেন্দ্রীয় সরকার এই রেলপথটিকে জাতীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করে। ভারতীয় রেলপথের নেটওয়ার্কের সাথে কাশ্মীর উপত্যকাকে সংযুক্ত করার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার যাত্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা **মাইলফলক নিম্নরূপ ঃ** ১৯৮১ঃ জম্মু-উধমপুর রেল সংযোগ অনুমোদিত। ১৯৯৪ঃ শ্রীনগরে রেল সংযোগ সম্প্রসারণের ঘোষণা। ১৯৯৫ঃ উধমপুর-কাটরা রেল লিঙ্কের কাজ শুরু হয়। ১৯৯৯ঃ কাজীগুন্ড-বারামুল্লা রেল লিঙ্কের কাজ শুরু হয়। ২০০২ঃ কাটরা-কাজিগুন্ড রেল লিঙ্কের কাজ শুরু হয়। ১৩ এপ্রিল ২০০৫ঃ জম্মু-উধমপুর সেকশন খোলা হয়। ১১ অক্টোবর ২০০৮ঃ মাঝোম-অনন্তনাগ বিভাগ খোলা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ঃ বারামুল্লা-মাঝোম বিভাগ খোলা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর

২০০৯ঃ অনন্তনাগ-কাজীগুন্ড সেকশন খোলা হয়। ২৬ জুন ২০১৩ঃ বানিহাল-কাজিগুন্ড সেকশন খোলা হয়েছে। ৪ জুলাই ২০১৪ঃ উধমপুর-কাটরা সেকশন খোলা হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ঃ বানিহাল-সাঙ্গলদান অংশটি খোলা হয়েছে। আর্থ-**সামাজিক উন্নয়নঃ ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি (ক) ভূমিহীনদের জন্য রেলওয়ে কর্তৃক সরাসরি কর্মসংস্থানঃ** সরকার ভূমিহীনদের সদস্য নিয়োগের জন্য একটি নীতি জারি করেছে, যাদের রেলওয়ে কর্তৃক অধিগ্রহণ করা ৭৫ এর বেশি জমি। এই নীতির বিপরীতে, রেলওয়ে কর্তৃক ৮০৪ জন যোগ্য সুবিধাভোগীকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। **(খ) নির্বাহী সংস্থার মাধ্যমে পরোক্ষ কর্মসংস্থানঃ** এই প্রকল্পে, নির্মাণকালীন সময়ে প্রকল্প নির্বাহী সংস্থা কর্তৃক ১৪০৬৯ জন কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৬৫ কর্মসংস্থান জম্মু ও কাশ্মীরের স্থানীয়দের দেওয়া হয়েছে। (গ) এই প্রকল্পে ৫২৫ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

২. স্থানীয় শিল্পীদের জন্য দক্ষ উন্নয়নঃ USBRL প্রকল্পের সমস্ত কাজ, টানেল নির্মাণ, সেতুর কাজ, বিদ্যুতায়ন, ট্র্যাক স্থাপন, ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল কাজ, তা অত্যন্ত বিশেষায়িত এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদিত। স্থানীয় কারিগর ও শ্রমিকদের অসাধারণ দক্ষতা বিকাশের ফলে এখন এই শ্রমিকরা দেশের অন্যান্য মূল্যবান প্রকল্পে প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী হিসেবে সফলভাবে কাজ করছে।

৩. প্রবেশাধিকার ঃ প্রকল্পের স্থানগুলি অত্যন্ত দুর্গম ছিল এবং শুরুর সময় জঙ্গিবাদ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই প্রকল্পের সূচনার সাথে সাথে, এই প্রত্যন্ত স্থানে প্রবেশপথ নির্মাণ শুরু হয়। USBRL টানেল এবং সেতু স্থানগুলিতে প্রবেশপথ প্রদানের জন্য ২১৫ কিলোমিটারেরও বেশি সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেছে। কঠিন জলবায়ু পরিস্থিতি, প্রতিকূল ভূখণ্ড, অস্থিতিশীল হিমালয় ভূতত্ত্ব এবং আইন-শৃঙ্খলা সমস্যার কারণে এই সংযোগ সড়ক নির্মাণ নিজেই অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। প্রকল্পের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অংশ, অর্থাৎ সাওয়ালকোটে প্রবেশপথ নির্মাণের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, জম্মু বিমানবন্দর থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ভারী নির্মাণ যন্ত্রপাতি বিমানে পরিবহন করা হয়েছিল। দুগ্গা এবং সাওয়ালকোটের মধ্যে সুরুকোট গ্রামের কাছে কেবল হাতিয়ার ব্যবহার করে ১০০ মিটার ৪০ মিটার জমি সমতল করে একটি টেবিল টপ হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। ভারী নির্মাণ যন্ত্রপাতি হেলিকপ্টারে তোলার জন্য এমআই-২৬ হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল, বিমান অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল এবং ২২৬ মেট্রিক টন মালবাহী মালামাল আকাশপথে সুরুকোটে তোলা হয়েছিল।

সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৪ এপ্রিল ঃ এবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলো নদীয়ার নবদ্বীপ থানায়। সম্প্রতি ওয়াকাফ সংশোধনী আইন নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি, পাশাপাশি ঘটেছে একাধিক অপ্রীতিকর ঘটনাও, আর এমতাবস্থায় রাজ্য বিজেপি তথা বিজেপি সভাপতির বিরুদ্ধে সমাজ মাধ্যমে ভুল তথ্য পোষ্ট করার অভিযোগ তুকে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। আর ভুল তথ্য পোষ্ট করে রাজ্যকে অশান্ত করার চক্রান্ত সহ রাজ্যের সম্প্রিতী নষ্টের চেষ্টা করার অভিযোগে এদিন নদীয়ার নবদ্বীপ থানায় সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাদিপতি রাজ দীপ চ্যাটার্জি জানান বিজেপির হিন্দুত্ব বাদীর তকমা নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে রাজ্যের সম্প্রিতী নষ্ট করার চক্রান্ত করছে সুকান্ত মজুমদারের মতো নেতারা, আর এর বিরুদ্ধেই আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতির নির্দেশে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি নবদ্বীপ থানাতেও তার বিরুদ্ধে প্রমান তথ্য সহ লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই কর্মসূচীকে তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপি নদীয়া দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য আনন্দ দাস বলেন রাজ্যবাসী দেখতে পাচ্ছে হিন্দুদের ওপর কিভাবে অত্যাচার হচ্ছে, চাকরি চুরি থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে পরেছে তৃণমূল, ওদের কিছু ইস্যু নেই তাই এসব করছে, আমরাও আগামী দিনে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবো।

পূর্ণিমার কোটালে মুড়িগঙ্গা নদীবাঁধে ৫০মিটার ধস, আতঙ্কে এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে সোমবার ভোর রাতে মুড়িগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কশতলা এলাকায় হঠাৎ মুড়িগঙ্গা নদী বাঁধে ধস নামলো। । প্রায় ৫০ মিটার এলাকা জুড়ে ধস নেমেছে । এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে প্রশাসনের আধিকারিকরা এসেছেন। এলাকাবাসীদের দাবি, এখনই নদী বাঁধ মেরামত না করা হলে, পুরো গ্রাম নোনা জলে প্লাবিত হয়ে যাবে। কারণ এখন পূর্ণিমার কোটাল চলছে। নদীর জল আরও বাড়বে। জলবাড়লে আরও বড় অংশ জুড়ে ধস নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশে ইতিমধ্যে বস্তা ভর্তি করে মাটি নিয়ে কবলিত এলাকাগুলিতে সারিবদ্ধ ভাবে বসিয়ে মেরামতির চেষ্টা চালানো হবে। শ্রমিকরা বস্তায় মাটি ভর্তি করছেন আপৎকালীন এই সমস্যা সমাধানের জন্য। ইতিমধ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে এসে জানিয়েছেন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে গঙ্গাসাগরকে রক্ষা করা যাবে না। তাই স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের উচিত গঙ্গাসাগরে স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে গঙ্গাসাগর দ্বীপটাকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা।

ডিভিসি-র বঞ্চনার অভিযোগ জানালেন খাটিয়ালা গ্রামের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ বিজেপির বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার নবনির্বাচিত দুই জেলা সভাপতি প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত অগস্থীকে সংবর্ধনা দিলেন গঙ্গাজলঘাটি থানার খাটিয়ালা গ্রামের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। রবিবার রাতে ডিভিসি-র মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পুনর্বাসনপ্রাপ্ত এই গ্রামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস করে বাঁকুড়া জেলাকে দুটি সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করেছে এবং দুই জেলাতেই সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় যুবনেতা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়কে এবং বিষ্ণুপুর জেলায় ফের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ নেতা সুজিত অগস্থীকে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, ডিভিসি-র সর্ববৃহৎ মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প খাটিয়ালা গ্রামের কৃষিজমি ও বসতভিটার উপর গড়ে উঠলেও, সিএসআর পরিষেবা এবং প্রতিশ্রুত স্থায়ী চাকরি থেকে বহু পরিবার এখনও বঞ্চিত। গ্রামবাসীদের পক্ষে স্বপন ঘোষ, তন্ময় মণ্ডল ও সমীর ঘোষ-রা জানান, দুই সাংগঠনিক জেলার সীমান্তে থাকা এই গ্রামের উন্নয়নে দুই নবনিযুক্ত সভাপতি যেন ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জেলা সভাপতিরা জানান, কলকাতা থেকে ফেরার পথে বিলম্ব হওয়ায় অনুষ্ঠানে দেরিতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন, শীঘ্রই ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হবেন। ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্য অধিকার না মিললে প্রয়োজনে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন দুই সভাপতি।

নববর্ষে চার প্রাদেশিক ভাষায় ভিডিয়ো সহ পৃথক শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ অসম, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও কেরল- এই চার অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষায় ভিডিয়ো দিয়ে পৃথক শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে ইংরেজিতেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, বোহাগ বিহু উপলক্ষ্যে অসমে আমাদের বোন ও ভাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ব্রহ্মপুত্রের তীরে স্পন্দিত অসমীয়া নববর্ষকে স্বাগত জানাই। এর আনন্দ সকলের জন্য সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনুক। 'নববর্ষ উপলক্ষ্যে তামিলনাড়ুর আমাদের বোনও ভাইদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা প্রতিশ্রুতিশীল নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি। দিনটি সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির সকল মঙ্গল বয়ে আনুক। ' বিষুব সংক্রান্তি' উপলক্ষে ওড়িশার আমার বোন ও ভাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ওড়িয়া নববর্ষের আগমনে, মহাপ্রভু সকলের উপর আনন্দ, মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
CIN: L70101WB1983PLC036161
Regd Office: 7,P.K Tagore Street, Kolkata - 700006
E-mail id: shranchi@yahoo.com **Website:** www.hallmarkpropertiesandtraders.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.3.2025	31.12.2024	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2024
	(Refer Notes Below)	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	**Income**					
	(a) Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income [a+b]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**Expenses**					
	(a) Purchase of stock-in-trade/services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Employee benefits expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Finance Cost	—	—	—	—	—
	(d) Depreciaion and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Other expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expenses [a+b+c+d+e]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**Profits/(Loss) before Exceptional Items (1-2)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	Exceptional items	—	—	—	—	—
5	**Profits/(Loss) before Extraordinary Items & Tax (3-4)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	Extraordinary Items	—	—	—	—	—
7	Profits/(Loss) before tax (5-6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**Tax Expense**					
	(a) Current Tax	—	—	—	—	—
	(b) Deferred Tax	—	—	—	—	—
9	**Net Profit/Loss for the period after tax (7-8)**	—	—	—	—	—
10	**Others Comprehensive Income**					
	Items that will not be reclassified to Profit or (Loss)			—		
	(a) Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	—	—	—	—	—
	(b) Income tax relating to item (a) above	—	—	—	—	—
11	**Total Other Comprehensive Income (net of tax)**	—	—	—	—	—
12	**Total Comprehensive Income for the period (9+11)**	—	—	—	—	—
13	Paid-up equity share capital (Face value : Rs.10/- per share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
14	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)				-24.00	-24.00
15	**Earnings per Equity Share (not annualised)**					
	(a) Basic (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Diluted (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

STANDALONE STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES AS ON MARCH 31, 2025

(Rs. in Lakhs)

		Particulars	As at 31.03.2025 (Audited)	As at 31.03.2024 (Audited)
A.		**ASSETS**		
	1.	**Non-current assets**		
		Property, plant and equipment	—	—
		Goodwill	—	—
		Other Intangible Assets	—	—
		Financial assets		
		Investments	—	—
		Trade Receivable	—	—
		Loans	—	—
		Other financial assets	—	—
		Other non-current assets	—	—
		Sub-total - Non-Current Assets	—	—
	2.	**Current assets**		
		Financial assets		
		Investment	—	—
		Trade receivables	—	—
		Cash and cash equivalents	—	—
		Loans	—	—
		Other Financial Assets	—	—
		Other current assets	—	—
		Sub-total - Current Assets	—	—
		TOTAL - ASSETS	—	—
B.		**EQUITY AND LIABILITIES**		
	1.	Equity		
		Equity Share capital	24.00	24.00
		Other equity	–24.00	–24.00
		Sub-total - Equity attributable to owners of the Company	—	—
	2.	**LIABILITIES**		
		Non-current liabilities		
		Financial liabilities		
		Borrowings	—	—
		Other financial liabilities	—	—
		Other non-current liabilities		
		Provisions	—	—
		Deferred tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Non-current liabilities	—	—
	3.	**Current liabilities**		
		Financial liabilities		
		Borrowings	—	—
		Trade payables due to :		
		Micro and Small Enterprises	—	—
		Other than micro and Small Enterprises	—	—
		Other financial liabilities	—	—
		Other current liabilities	—	—
		Provisions	—	—
		Current tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Current liabilities	—	—
		TOTAL - EQUITY AND LIABILITIES	—	—

Standalone Statement of Cash Flows for the Year ended 31st MARCH, 2025

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	Half Year Ended	
		31-03-2025 Audited	31-03-2024 Audited
A.	**Cash flow from operating activities**	—	—
	Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:		
	Depreciation and amortisation	—	—
	Interest Income	—	—
	Other Income	—	—
	Operating profit before working capital changes	—	—
	Changes In working capital: Adjustments for		
	(Increase)/decrease in trade receivables & unbilled revenue	—	—
	(Increase)/decrease in Loans (Current)	—	—
	(Increase)/decrease in other Financial Assets (Non Current)	—	—
	(Increase)/decrease in Other Current Assets	—	—
	(Increase)/decrease in Other Non Current Assets	—	—
	Increase/(decrease) in trade & other payables (Current)	—	—
	Increase/(decrease) in Other Current Liabilities	—	—
	Increase/Decrease in Non Current loan	—	—
	(Increase)/decrease in other Financial Laibilities (Non Current)	—	—
	Increase/(decrease) in Provisions (Current)	—	—
	(Increase)/decrease In working capital	—	—
	Cash generated from operations	—	—
	Income taxes paid	—	—
	Net cash (used in)/generated from operating activities	—	—
B.	**Cash flow from Investing activities**		
	Purchase of fixed assets	—	—
	Interest received	—	—
	Other Income	—	—
	(Purchase)/sale of current investments	—	—
	Net cash (used In)/generated from investing activities	—	—
C.	**Cash flow from financing activities**		
	Proceeds from Issue of share capital	—	—
	Changes in Other Equity	—	—
	Finance Cost paid	—	—
	Dividend paid	—	—
	Net cash (used In)/generated from financing activities	—	—
	Net increase/(decrease) In cash and cash equivalents (A+B+C)	—	—
	Cash and cash equivalents at beginning of the period	—	—
	Cash and cash equlvalents at end of the period	—	—

Note: The above Statement of Cash Flows has been prepared under the Indirect Method as set out in IND AS 7 "Statement of Cash Flows".

Notes :

1. The Audited Standalone Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
2. The above Audited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended March 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 14th April, 2025. These results have been subjected to a Limited Review carried out by the Statutory Auditors.
3. The figures for the corresponding periods have been regrouped, reclassified & restated wherever necessary, to conform to the figures of the current period.
4. The Company derives revenue primarily from engaged in business of deal in freehold, leasehold, ground rents and interest received from lending money services.There are no other reportable segment in terms of IND AS-108 Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)
DIN:00612517

Place : Kolkata
Date : 14.04.2025

বিজ্ঞান

আমাদের চাঁদের উৎপত্তি

আমাদের চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের জানার আগ্রহ অনেক দিনের। এ নিয়ে অনেক তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। সম্প্রতি চীনের চ্যাং'ই-৬ মহাকাশযানের সংগ্রহ করা নমুনা পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর চাঁদ আসলে প্রাচীন কোনো ধ্বংসাবশেষ। চাঁদের দূরবর্তী দক্ষিণ মেরু-এইটকেন ইমপ্যাক্ট বেসিন থেকে মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। অনেক বছর ধরেই বিজ্ঞানীরা চাঁদের উৎপত্তি জানতে গবেষণা করছেন। চীনের চ্যাং'ই৬ মহাকাশযান চাঁদ থেকে চন্দ্র রেগোলিথ নামে পরিচিত নমুনা সংগ্রহ করেছে। এই নমুনা পর্যালোচনা করে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে বিশাল আকারের প্রোটোপ্ল্যানেট পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার কারণে চাঁদের উৎপত্তি হয়েছে। নেচার সাময়িকীতে নতুন এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। চ্যাং'ই-৬ মহাকাশযানের আগে অ্যাপোলো, লুনা ও চ্যাং'ই-৫ মহাকাশযান চাঁদের প্রোসেলারাম ক্রিপ এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছিল। সেসব নমুনায় থোরিয়াম পাওয়া গেছে। তবে নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, চাঁদের দূরবর্তী অংশের ম্যান্টেলে সিলিকেটের উপস্থিতি রয়েছে।

পাথরের নমুনার বয়স ইঙ্গিত দিচ্ছে, সৌরজগতের গঠন শুরু হওয়ার প্রায় ছয় কোটি বছর পর চাঁদ গঠিত হয়েছে। শুরুতে কোটি কোটি বছর ম্যাগমার অভ্যন্তরে আবৃত ছিল চাঁদ। নতুন এ গবেষণার বিষয়ে চীনের বিজ্ঞান একাডেমির ভূতত্ত্ব ও ভূপদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী হু সেন বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, নতুন ফলাফল চাঁদের ওপরে দৈত্যাকার প্রভাব নিয়ে যে অনুমান তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। চাঁদের দূরবর্তী অংশে জলের উপস্থিতি নতুন তথ্য জানাচ্ছে। নাসার আর্টেমিস ও চীনের পরবর্তী চ্যাং'ই মিশনের মতো ভবিষ্যতে নতুন মিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা চাঁদে জলের বিস্তার সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী।

মহাকাশ ভ্রমণে যাচ্ছেন মার্কিন পপতারকা কেটি পেরি

সোমবার মহাকাশ ভ্রমণে যাচ্ছেন মার্কিন পপতারকা কেটি পেরি। জনপ্রিয় এই তারকা জেফ বেজোসের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিনের তৈরি নিউ শেপার্ড মহাকাশযানে করে মহাকাশের নিম্ন কক্ষপথে ভ্রমণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম টেক্সাসের ব্লু অরিজিনের উড্ডয়নক্ষেত্র থেকে নিউ শেপার্ড মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হবে। মহাকাশযানটিতে কেটি পেরি, জেফ বেজোসের বাগদত্তা লরেন সানচেজকেসহ সিবিএসের সাংবাদিক গেইল কিং, নাসার মহাকাশ প্রকৌশলী আয়েশা বোয়ে, নাগরিক অধিকারকর্মী আমান্ডা নুয়েন ও চলচ্চিত্র প্রযোজক কেরিয়ান্ন ফ্লিনও মহাকাশ ভ্রমণ করবেন।

নিউ শেপার্ড মহাকাশযানটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে প্রায় ১১ মিনিট মহাকাশে অবস্থান করবে। এনএস-৩১ নামের এই মিশনকে ঐতিহাসিক বলা হচ্ছে। কারণ, ১৯৬৩ সালে রাশিয়ার নারী নভোচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভার একক মহাকাশযাত্রার পর এবারই প্রথম শুধু নারীদের নিয়ে মহাকাশে যাবে নিউ শেপার্ড মহাকাশযানটি। ব্লু অরিজিনের তথ্যমতে, মহাকাশ মিশনটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতসহ (স্টেম) গণমাধ্যমে নারীদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর আলোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এসব ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গঠনে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এই মিশন পরিচালনা করা হচ্ছে। মহাকাশে প্রায় ১১ মিনিট অবস্থানকালে ভ্রমণকারীরা ওজনহীনতা অনুভব করবেন। এ ছাড়া ক্যাপসুলের বড় জানালা দিয়ে পৃথিবীর দৃশ্যও উপভোগ করতে পারবেন তাঁরা।

মঙ্গল গ্রহকে প্রাণ ধারণের উপযোগী করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা করছেন বিজ্ঞানীরা

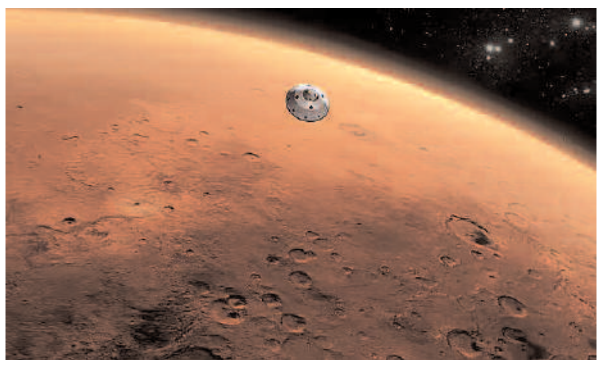

লাল গ্রহ মঙ্গল নিয়ে মানুষের মাতামাতি থেমে নেই। মঙ্গল গ্রহের মাটিতে পারক্লোরেট রয়েছে, যা সাধারণভাবে মানুষ বা অন্য সব প্রাণের জন্য ক্ষতিকর। কীভাবে মানুষ মঙ্গল গ্রহকে প্রাণ ধারণের উপযোগী করা যায়, তা নিয়ে নানা পরীক্ষা করছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল গ্রহকে বসবাসের উপযোগী করার নানা উপায় নিয়ে অসংখ্য তত্ত্ব রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী অ্যান্টার্কটিক মরুভূমির মস বা লাইকেনের মতো উদ্ভিদ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। এসব উদ্ভিদ মঙ্গলের কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করতে পারে বলে ধারণা করা হয়। সম্প্রতি পোলিশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী লেজেক চেকভস্কি মঙ্গল গ্রহকে প্রাণের উপযোগী করতে অভিনব এক প্রস্তাব দিয়েছেন। মঙ্গল গ্রহকে বসবাসের উপযোগী করতে বিভিন্ন গ্রহাণু দিয়ে আঘাত করার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর মতে, মঙ্গল গ্রহের মাটি পারক্লোরেট পূর্ণ বলে প্রাণের জন্য ক্ষতিকর। গ্রহের নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মানুষের শরীরের জলীয় অংশকে দ্রুত শুকিয়ে ফেলবে। তাই মঙ্গল গ্রহে গ্রহাণু বিধ্বস্ত করার মাধ্যমে প্রাণের উপযোগী করে তোলার একটি পরিকল্পনা করেছেন তিনি। লেজেক চেকভস্কির তথ্যমতে, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে গঠিত বলে স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত নয়। তবে হিমায়িত কোনো গ্রহাণুর আঘাতে গ্রহটির পরিবেশ বদলে যেতে পারে। গ্রহাণুর আঘাতে বায়ুমণ্ডল তৈরি হলে সেখানে সহায়ক গ্যাস নির্গত হতে পারে।

সৌরজগতের বেশ রহস্যময় গ্রহ ইউরেনাস

সৌরজগতের বেশ রহস্যময় গ্রহ ইউরেনাস। সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ কিছু লক্ষণ ইউরেনাসের চাঁদে খুঁজে পাওয়া গেলেও দূরে থাকার কারণে গ্রহটির বিষয়ে এখন পর্যন্ত খুব বেশি তথ্য জানা যায়নি। এবার হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সংগ্রহ করা প্রায় এক দশকের তথ্য বিশ্লেষণ করে ইউরেনাস গ্রহে কত ঘণ্টায় দিন হয়, তা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ইউরেনাস গ্রহের একটি পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে ১৭ ঘণ্টা, ১৪ মিনিট এবং ৫২ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। এই হিসাবে গ্রহের অরোরা থেকে আসা চৌম্বক ক্ষেত্র ও রেডিও তরঙ্গ পরিমাপ করে জানা গেছে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী ইউরেনাস গ্রহে ১৭ ঘণ্টা, ১৪ মিনিট এবং ৫২ সেকেন্ডে এক দিন হয়। নিজ অক্ষে এই সময়ে একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করে

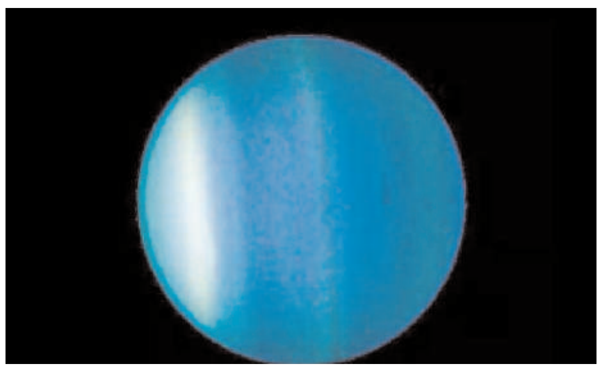

গ্রহটি। এই তথ্য নাসার ভয়েজার ২ মহাকাশযানের সংগ্রহ করা তথ্যের চেয়ে ২৮ সেকেন্ড বেশি। ফ্রান্সের প্যারিস অবজারভেটরির বিজ্ঞানী লরেন্ট লামির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী গত ১০ বছরের অরোরা পর্যবেক্ষণের রেকর্ড পরীক্ষা করে ইউরেনাস গ্রহের চৌম্বক মেরুর তথ্য প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘমেয়াদি এ পর্যবেক্ষণের ফলেই গ্রহটির নির্ভুল ঘূর্ণনকাল জানা সম্ভব হয়েছে। গ্যাসীয় এই গ্রহের বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী বিজ্ঞানীরা। ইউরেনাস গ্রহের ঘূর্ণনকালের সময় ভয়েজার ২ মহাকাশ যানের সংগ্রহ করা তথ্য কাজে লাগিয়ে প্রথম অনুমান করা হয় ১৯৮৬ সালে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ইউরেনাস গ্রহ পৃথিবীর তুলনায় বেশি হেলানো অবস্থায় আবর্তিত হচ্ছে। গ্রহের ঘূর্ণনের কারণে চৌম্বক মেরু একটি বিশাল বৃত্ত তৈরি করেছে। সেই বৃত্তের তথ্য পর্যালোচনা করেই ইউরেনাস গ্রহে কত ঘণ্টায় দিন হয়, তা নতুন করে জানা গেছে।

কোন্নগরের বারো মন্দির গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই যুবক

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ১৪ এপ্রিলঃ দিন দিন বেড়েই চলেছে গঙ্গায় স্নান করতে এসে ডুবে যাওয়ার প্রাণ হারানোর প্রবণতা। সোমবার সকালে হুগলির বরোমন্দির ঘাটে স্নান করতে এসে জলে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। কোন্নগরের বারো মন্দির গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই যুবক, উদ্ধারে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের সদস্যরা, ঘটনাস্থলে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। দুজনের নাম আমন সিং এবং আদর্শ সিং। রিষশা বাঙ্গুর পার্কের স্টেপিং স্টোন স্কুলের ক্লাস টেনের পড়ুয়া। সোমবার সকালে গঙ্গাস্নান করতে এসে দুজনেই সঙ্গে তলিয়ে যায়। প্রশাসনের তরফ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দল এসে উদ্ধার কাজ চালানো হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই দিন সকালবেলা কোন্নগর অ্যালকালি মাঠে খেলতে এসেছিলেন ওই স্কুল পড়ুয়া। খেলা শেষে একসঙ্গে পাঁচ জন বার মন্দির ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে নেমেছিলেন।

সেই সময়ে তিনজন উঠে গেলেও বাকি দুজন আর জল থেকে উঠতে পারেননি। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবার পরিজনদের মধ্যে। বিপর্যয় মোকাবিলা দল ডুবুরি নিয়ে এসে জলে ডুবে যাওয়া দুই বাচ্চাদের উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন। হুগলির রিষড়া এন এস রোডের বাসিন্দা জলে ডুবে নিখোঁজ দুই বালকের পরিবার। স্কুলের ছুটি থাকার দরুন আজ সকালে তারা খেলতে এসেছিলেন মাঠে।

বন্ধুদের সঙ্গে খেলার পর নেবে ছিলেন গঙ্গায় জলে চান করতে। তবে পরিবারের দাবি তাদের দুজনেরই কেউ সাঁতার জানতেন না। সেই কারণেই এমন পরিণতি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য কোন্নগর বারো মন্দির চত্বরে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে রীতিমতো মানব প্রকৌশলীর মতো আচরণ করে শিম্পাঞ্জি

শিম্পাঞ্জি বুদ্ধিমান প্রাণী বলে বেশ আলোচিত। শিম্পাঞ্জি বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রীতিমতো মানব প্রকৌশলীর মতো আচরণ করে শিম্পাঞ্জি। নিজেদের কাজের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এমন গাছপালা বেছে নেয়, যা নমনীয় উপকরণ সরবরাহ করে। তানজানিয়ার গোম্বে স্ট্রিম ন্যাশনাল পার্কে শিম্পাঞ্জিদের দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে এ তথ্য জানিয়েছেন গবেষকেরা। শিম্পাঞ্জির এই প্রকৌশলচর্চার খবর 'আইসায়েন্স' সাময়িকীতে প্রকাশও করেছেন তাঁরা।'আইসায়েন্স' সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে, শিম্পাঞ্জি সরঞ্জাম তৈরিতে বিশেষ ধরনের সহজাত প্রকৌশল ক্ষমতা ব্যবহার করে, যা অনেকটা আদি মানুষের সরঞ্জাম বিবর্তনের প্রতিফলনের মতোই। শিম্পাঞ্জি নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী সরঞ্জাম তৈরি করে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রকৌশলগত নির্ভুলতা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে শিম্পাঞ্জির। মানবসভ্যতার শুরুতে এমন প্রযুক্তিগত বিবর্তন কেমন ছিল, তা জানতে শিম্পাঞ্জির প্রকৌশলচর্চা নিয়ে কাজ করছেন গবেষকেরা। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, শিম্পাঞ্জি যে গাছপালা কখনো ব্যবহার করে না, তা নিয়ে যন্ত্র বানাতে আগ্রহী নয়। নিজেদের পছন্দের উপকরণ দিয়ে প্রকৌশল চর্চা করে তারা। গবেষণায় উইপোকা ধরার সময় শিম্পাঞ্জি কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী আলেজান্দ্রা পাস্কুয়াল-গারিডো বলেন, 'প্রথমবারের মতো আমরা শিম্পাঞ্জির প্রকৌশলচর্চা নিয়ে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছি। বন্য শিম্পাঞ্জি উইপোকা ধরার সরঞ্জাম তৈরির জন্য নির্দিষ্ট যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করে সরঞ্জাম তৈরির উপকরণ নির্বাচন করে।' গবেষকদের তথ্যমতে, সরঞ্জাম ভাগাভাগির মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাও পরস্পরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে শিম্পাঞ্জি। শিম্পাঞ্জি সম্ভবত একধরনের লোক পদার্থবিদ্যা অনুসরণ করে। যার অর্থ শিম্পাঞ্জি বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সহজাত ধারণা ধারণ করে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী পাস্কুয়াল-গারিডো বলেন, 'বায়োমেকানিকসের সমন্বয়ে গঠিত এ অভিনব পদ্ধতিটি আমাদের শিম্পাঞ্জির সরঞ্জাম নির্মাণের পেছনের জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া ও কার্যকর বৈশিষ্ট্য জানতে সহায়তা করছে। শিম্পাঞ্জির ওপর এমন গবেষণার ফলাফল মানুষ অতীতে কীভাবে সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করেছে, তা জানতে নতুন তথ্য দিতে পারে।'

ছায়াপথ কেন ভেঙে যাচ্ছে

মহাবিশ্বের রহস্যের শেষ নেই। আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের (গ্যালাক্সির) প্রতিবেশী স্মল ম্যাগেলানিক ক্লাউড (এসএমসি) নামের একটি ছায়াপথের খোঁজ মিলেছে, যেটি ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি মহাকাশ যান গাইয়ারের সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল সাপ্লিমেন্ট সিরিজ সাময়িকীতে এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, পৃথিবী থেকে প্রায় দুই লাখ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত স্মল ম্যাগেলানিক ক্লাউড নামের আকারে ছোট ছায়াপথটি আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের চারপাশে ঘুরছে। তবে ছায়াপথটি বর্তমানে লার্জ ম্যাগেলানিক ক্লাউড (এলএমসি) নামের আরেকটি ছায়াপথের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। এর ফলে ছায়াপথটি অস্তিত্বের সংকটে পড়তে পারে। জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ কেনগো তাচিহারা জানিয়েছেন, গভীরভাবে পরীক্ষা করে ছায়াপথটি ভেঙে যাওয়ার তথ্য জানা গেছে। এসএমসি ছায়াপথের বিভিন্ন নক্ষত্র ছায়াপথের উভয় পাশে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এসব নক্ষত্রকে কেউ টান দিয়ে আলাদা করছে। কিছু নক্ষত্র বড় ছায়াপথের দিকে এগিয়ে আসছে। আবার কিছু দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে এলএমসির মহাকর্ষীয় প্রভাবের কারণে এসএমসি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আরেকটি চমকপ্রদ আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, এসএমসির মধ্যে থাকা বিশাল নক্ষত্র ছায়াপথের অক্ষের চারপাশে ঘুরছে না। এলএমসি ও এসএমসি আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের প্রতিবেশী ৩০টি ছায়াপথের মধ্যে একটি। ছোট বামন ছায়াপথ হওয়া সত্ত্বেও এসএমসি ভীষণ উজ্জ্বল। দক্ষিণ গোলার্ধ ও বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে খালি চোখে দেখা যায় ছায়াপথটি।

আম্মেদকর স্মৃতি স্বর্ন পদক পেলেন রাষ্ট্রপতির শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ এপ্রিলঃ বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী জাদুকর ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল মাজিকের মাধ্যমে এক আনন্দ মূখর অনুষ্ঠান উদ্বোধন উপহার দেন রাজ্য যুবকেন্দ্র হলে আগত দর্শকদের। রাজ্য যুবকেন্দ্র হল মৌলালী কোলকাতায় ১৪ ই এপ্রিল ২০২৫ আম্মেদকর স্মৃতি স্বর্ন পদক দিয়ে সম্মানিত করা হলো প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী , খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে । এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ও পুরস্কার দেন আম্মেদকর কালচারাল কলেজ ও নব ব্যারাকপুর আম্মেদকর ফাউন্ডেশনের সম্পাদক , যিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস মহাশয় এবং বিশিষ্ট গুণীজনেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ২০০৭ সালে ভারত সরকার ডি, এ,ভি, পি, দিল্লী ও কলকাতা অফিসের সহযোগিতায় বর্ধমানের এক সাত দিন ব্যাপি ভারত রত্ন বি, আর, আম্মেদকরের জীবনী প্রদর্শনী, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বর্ধমান জেলার সেরা প্রতিভার সম্মান দেওয়া হয়েছিল সমাজ সেবার আলোয় বহুমূখী প্রতিভার অসাধারণ অবদানের জন্য। সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস মহাশয় বলেন স্বপন দত্ত বাউলের নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজ সেবার কাজের অসামান্য অবদানের কথা। তিনি বলেন স্বপন বাউলকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । বিভিন্ন সংবাদ মিডিয়ার খবরের মাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তার কাজের এত অজস্র প্রমাণ দেখে শুধু আমরা নই সাড়া রাজ্য দেশ বিদেশ মুগ্ধ। তিনি সাড়া রাজ্যে একজনই আছেন যিনি সারা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দু লক্ষ লোক শিল্পী ও বাউলদের মধ্যে নিজের উদ্যোগেই সবসময় একমাএ নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে রাজ্যে সরকার ও কেন্দ্র সরকারের নানান জনমুখী প্রকল্প নিয়ে বাউল গানে সচেতন করেন পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল । বিনা পয়সার বাউল স্বপন দত্ত সবসময় সারা রাজ্যে দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাউল গানে দিয়ে চলেছেন দির্ঘ বহু বছর ধরে । সমাজ সচেতনের জন্য এত বিষয়ে তিনি কাজ করেছেন যার জুড়ি মেলা ভার। বড় হয়েই বাবা সাহেব আম্মেদকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ,ব্যাক ওয়ার্ড ক্লাস, এস সি, এস টি , ও বি সি জাতি উপজাতি , তপশিলী আদিবাসী এবং অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের বিনা পারিশ্রমিকে বহুমূখী প্রতিভার নানান শিল্প কলা শিখিয়ে চলেছেন বহু বছর ধরে। এছাড়া নিজের বহুমূখী প্রতিভার শিল্প কলা বিক্রি করে দুস্থ অসহায় মানুষকে চাদর কাপড় শিত বস্ত্র কম্বল দিয়ে পাশে দাঁড়ানো, এবং চলন্ত বাসে, ট্রেনে ও মেলায় মেলায় গান ও বহুমূখী প্রতিভার অনুষ্ঠান করে প্রাপ্ত অর্থে অসহায় পিতা মাতার কন্যার বিবাহের ব্যাবস্থা করা সত্যিই নজির বিহীন ঘটনা।

উত্তরপাড়ার মাখলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির উপস্থিত পুরচেয়ারম্যান সহ বিশিষ্টরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ এপ্রিলঃ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় তরুণ দল ক্লাব প্রাঙ্গনে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে ৬৫০ জন মানুষকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে ৩৫০ জনকে চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এছাড়া নানা রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উত্তরপাড়া পৌরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি সুব্রত মুখার্জি বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুদীপ রাহা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ সুবীর মুখার্জি স্থানীয় কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বেশ কিছু কাউন্সিলররা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা অর্ণব রায় বলেন সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আমাদের এই বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সারা বছর আমরা নানা কর্মসূচি করে থাকি সাধারণ মানুষকে আমরা আহ্বান করেছি নানা রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা এখানে করানো হয়েছে ৬৫০ জনকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে। আগামী দিনেও করব।

উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বিনা ব্যয়ে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, সাধারণ মানুষের ভিড় দেখে ভালো লাগছে সারা বছর এরা নানা কর্মসূচি করে পুরসভার স্বাস্থ্য কেন্দ্র মহামায়া হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য সব রকম পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি থাকবো সব সময়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা ও বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্থানীয় কাউন্সিলর অর্ণব রায়।

আত্মঘাতী যুবক

দুরন্ত বার্তা, চণ্ডীতলা হুগলি, ১৪ এপ্রিলঃ মাস খানেক আগে পালিয়ে যাওয়া আবার ফিরে আসা, আর তা নিয়েই সংসারে অশান্তি। বাড়ির সামনে খেলার মাঠ। মাঠে খেলতে আসা এলাকারই এক যুবকের সঙ্গে স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী এক যুবক। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য চণ্ডীতলার নৈটি পঞ্চাননতলা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম তপন ঘোষ (৪২)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চণ্ডীতলা নৈটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নৈটি পঞ্চানন তলায় খেলার মাঠের পাশে বাড়ি তপন ঘোষের। তপন বেঙ্গালুরুতে গয়না তৈরির কারিগর হিসেবে কাজ করতেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী রিঙ্কু ঘোষ দুই ছেলে, এক মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। বাড়ির সামনে খেলার মাঠে বিকেলে খেলতে আসতে অনেকেই। তাঁদের মধ্যেই একজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তপনের স্ত্রী। তপনের বাবা গোপীনাথ ঘোষ বলেন, ''ছেলেকে আলাদা জায়গায় বাড়ি করে দিয়েছিলাম। বিয়ে করার পর সেখানেই থাকতো।

Name Change

I,Karban Mondal (Old Name) S/O– Keramat Mondal resident of Vill- Bablabona Po- P T Rosulpur Ps- Domkal , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby decrale that I have changed my name from Karban Mondal to Korban Mondal and hencefort I shall be known as to Korban Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/04/2025 . My name Korban Mondal & Karban Mondal both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি শ্রীমতী উমা ভুঁইয়া, পিতা- রাম সরণ সিং, ঠিকানা- এস. সি. এম. রোড, বৈদ্যবাটী, হুগলী গত ইং ১৫.১১.২০১৯ তারিখে আমমোক্তার দলিল নং-IV-234/19 এ. ডি. এস. আর. শ্রীরামপুর দ্বারা গত ইং ১৭.০৩.২০২৫ দলিল নং-I-1495/25 এ.ডি.এস. আর শ্রীরামপুর মারফৎ ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি খরিদ করিয়াছি। আমমোক্তার দাতা- শ্রীমতী সুমিতা মুখার্জী, স্বামীঃ- মৃত আশীষ মুখার্জী, ঠিকানা-৪৩, দে স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী, আমমোক্তার গ্রহীতা- দীপক কুমার পাত্র, পিতা-শ্যামচরণ পাত্র, ঠিকানা- কুমীরজলা রোড, মল্লিকপাড়া, হুগলী খরিদাকৃত তপশীল সম্পত্তির বিবরণ। জেলা-হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা- বৈদ্যবাটী, জে. এল. নং-৫, L.R. খতিয়ান নং- ৪৪৯৪, L.R. দাগ-২৮২৫, জমির পরিমাণ- ০১ কাঠা ০৮ ছটাক উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
উমা ভুঁইয়া

Name Change

I SPURTI GHOSH MONDAL, W/O MAINAK GHOSH Residing at PASCHIM PALLY, NEAR NAVA NALANDA SCHOOL SANTINIKETAN, BIRBHUM 731235 shall henceforth be known as SPURTI MONDAL as declared before the Notary Public/First Class Judicial Magistrate 1st Court, BOLPUR DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL vide affidavit no. 51AB 891889 Dated 01.03.2021 SPURTI GHOSH MONDAL and SPURTI MONDAL both are same and identical person.

Name Change

I, Pradyut Chandra Kole (old name) C/O Nemai Kole, residing at VILL- Paschim, Krishnarampur, Santra Para, P.O.- Krishnarampur, P.S.- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin- 712705, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Pradyut Koley (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Pradyut Koley (new name) and Pradyut Chandra Kole (old name) both are same and identical person.

Name Change

I Abdul Rahman s/o late Sher Mahammad Khan residance of Segun Bagan Lane.P.o Telinipara .of dist Hooghly pin 712125.My actual name is Abdul Rahman and my son name is Abid Khan ,but inadvertently my name wrongly written or recorded as Abdul Rahman Khan instead of Abdul Rahman in said son 's (Abid Khan) MP examination (WBBSE) examination 2007.That Abdul Rahman 'Abdul Rahman Khan and Ab Rahman is same and one identical person.Vide an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah (Sadar) Hooghly.on 10th April 2025.

Name Change

OLD NAME RAJKRISHNA DAS S/O SARAJIT DAS R/O BAIKUNTHA SARAK TALTALA PARA PO SAKTINAGAR DIST NADIA DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME RAJKRISHNA DAS TO NEW NAME RAJKRISHNA ADHIKARI AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS RAJKRISHNA ADRIKARI NEW NAME IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT No 3498 SWORN BEFORE THE EXECUTIVE MAGISTRATE COURT KRISHNAGAR ON 10-3-25 RAJKRISHNA ADHIKARI AND RAJKRISHNA DAS BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Harshbardhan Biswas (old name) S/O Ashima Biswas, residing at Basabati, Majherati, Khas Balanda, North 24 Pgs- 743425, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Harsha Bardhan Biswas (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Harsha Bardhan Biswas (new name) and Harshbardhan Biswas (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Year Boksh (Old Name) S/O– Imad Ali sk resident of Vill & Po- Kazisaha, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742133 do hereby decrale that I have changed my name from Md Year Boksh to Year Ali and hencefort I shall be known as Year Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/04/2025 . My name Year Ali & Md Year Boksh both are same and one identical person.

Name Change

I, Bistupara Santra (old name) S/O Arjun Santra, residing at Vill- Masat, P.O.- Masat, P.S.- Chanditala, Hooghly, Pin- 712701, W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as Bishtupada Santra (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Bishtupada Santra (new name) and Bistupara Santra (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Md Minarul Islam (Old Name) S/O– Samsul Haque resident of Vill-Bhandara, Po-Bhandara, Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742123 do hereby decrale that I have changed my name from Md Minarul Islam to Minarul Islam and hencefort I shall be known as Minarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/04/2025 . My name Minarul Islam & Md Minarul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Mst Murshida Khatun & Murshida Khatun Sekh (old names) W/O Sk Wasim ALi, residing at Sijberia, Uluberia, Howrah Rural, 711315, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Murshida Khatun (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Murshida Khatun (new name) and Mst Murshida Khatun & Murshida Khatun Sekh (old names) all are same and identical person.

Name Change

I,Arup Kumar Biswas (Old Name) S/O– Arun Biswas resident of Vill-Khanjipur, Po-Gopalpur, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741164 do hereby decrale that I have changed my name from Arup Kumar Biswas to Arup Biswas and hencefort I shall be known as Arup Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/04/2025 . My name Arup Biswas & Arup Kumar Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Bablu das (old name) S/O Dhirendra nath das, residing at 223, prince anwar shah road, Tollygunge, Kolkata, Pin- 700033, W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as Bablu chandra das (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Bablu chandra das (new name) and Bablu das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ikbal Hossain (Old Name) S/O-Bablu Mondal resident of Muradpur, Arazi Muradpur, Jalangi, Murshidabad, West Bengal , Pin- 742305 do hereby decrale that I have changed my name from Ikbal Hossain to Iqbal Hossain and hencefort I shall be known as Iqbal Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/04/2025 . My name Iqbal Hossain & Ikbal Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Arpita Dey (old name) W/O SUMIT DEY and D/O Amaresh Chandra Chatterjee, residing at Vill.- Purba Gobindapur, P.O.- Gobindapur, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin- 741505, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arpita Dey Chatterjee (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 04/04/2025. Arpita Dey Chatterjee (new name) and Arpita Dey (old name) both are same and identical person.

ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদ, মালদার ত্রাণ শিবিরে এখনও আতঙ্কে হিন্দুরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল ঃ ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে হিংসা কবলিত মুর্শিদাবাদ। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ টহল দিচ্ছে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায়। পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তবে, সামশেরগঞ্জ ও সুতির বাসিন্দাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ এখনও স্পষ্ট, পরিস্থিতি এখনও থমথমে বলাই যেতে পারে। সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, অশান্তি ক্রমশ হচ্ছিল থাকে। পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জের মতো এলাকায় রবিবার রাতে নতুন করে আর অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা স্পর্শকাতর এলাকায় অনবরত রুটমার্চ করছে। গ্রামে গ্রামে টহল দিচ্ছে পুলিশও। যাঁরা অশান্তির আবহে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের ঘরে ফেরানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। বহু হিন্দুরা আতঙ্কে মালদহ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদেরই ঘরে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। মুর্শিদাবাদে সোমবার সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। এলাকায় রুটমার্চ করছে সিআরপিএফ, বিএসএফ, পুলিশ। এদিন কলকাতার ভবনী ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। তিনি জানান, শেষ ৩৬ ঘণ্টায় কোনও অশান্তি হয়নি জঙ্গিপুরে। ঘরছাড়ারা ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে আসছেন। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে গিয়েছেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। কোনওরকম গুজবে কান না দিতে তিনি অনুরোধ করেছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে বলে তিনিও জানিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার মুর্শিদাবাদ যান। পুলিশ ও বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি বৈঠকও করেন। পুলিশ-প্রশাসন শক্ত হাতেই বিষয়টি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে। সেই কথাও জানানো হয়। তারপর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিশাল পরিমাণে পুলিশ, র‍্যাফ, সিআরপিএফ, বিএসএফ টহল দেওয়া শুরু হয়। ওইসব এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ আছে। গুরুত্ব বুঝে পার্শ্ববর্তী মালদা এবং বীরভূম জেলার একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে বলে খবর। ধুলিয়ান থেকে বৈষ্ণবনগরের দিকে চলে যাওয়া ঘরছাড়া ১৭টি পরিবারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যান্য ঘরছাড়াদেরও ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বলে খবর। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। তিনি জানান, জঙ্গিপুরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা জুড়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। ঘটনা ঘিরে প্রচুর গুজব ছড়াচ্ছে। কোনও গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে। সেই কথাও তিনি জোর গলায় বলেছেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষজন কোনও কথা জানলে প্রশাসনকে দ্রুত জানাতে আবেদন করেছেন তিনি।

ভূমিজ সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসব সারহুল

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৪ এপ্রিল ঃ প্রকৃতির আরাধনা করে থাকেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। কারণ প্রকৃতিকে তারা দেবতা মনে করেন। আদিবাসী ভূমিজ সম্প্রদায়ের অন্যতম পরব সারহুল। প্রকৃতির উৎসব হল এই সারহুল। তাইতো কথিত আছে, শাল গাছে এলে ফুল, নাচে গানে সারহুল। বীর শহীদ জিলপা লায়ার শহীদ দিবসকে স্মরণীয় করে তুলতে আদিবাসী ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষজন পালন করে সারহুল উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বলরামপুর থানার বৃন্দাবনপুর গ্রামে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। নাচ গান নানা সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এর উৎসব পালন হয়। শুধু জেলা পুরুলিয়া নয়, ভিন রাজ্য থেকেও বহু মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নির্মালা সিং সর্দার বলেন, প্রকৃতি পুজো করা হয় এই উৎসবে। আদিবাসী নাচে, গানে মেতে ওঠে চারিদিক। তাদের সমাজ কোনভাবেই পিছিয়ে নেই। তাই তাদের লোকসংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই উৎসবে তারা অংশ নিয়েছেন। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ সিং সর্দার বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকলে একত্রিত হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন। শুধু জেলা পুরুলিয়া নয় ভিন রাজ্য থেকেও বহু মানুষের সমাগম হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। সারা বছর এই উৎসবের অপেক্ষায় থাকেন তারা। আদিবাসী ভূমিজ সম্প্রদায়ের সারহুল বা হাদিবঙ্গা ফাল্গুন মাসে শুরু হয় তা চলে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত। এই উৎসবকে ঘিরে মেতে ওঠেন তারা।

বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত এক

দুরন্ত বার্তা,বিষ্ণুপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ সোমবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা বিষ্ণুপুরে। ১১৭ নং জাতীয় সড়কে লরি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক, আহত কমপক্ষে ১০ জন। ঘটনাটি ঘটেছে বিষ্ণুপুর থানা সংলগ্ন ধানকল মোড়ে। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে ক্রেন দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যাচ্ছে, কলকাতার দিকে যাচ্ছিল একটি বাস। ঠিক সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসছিল ট্রাক। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা।

গোষ্ঠী সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা। সোমবার সকালে পাথর বৃষ্টি শুরু হলে প্রচুর পুলিশ নামানো হয় বলে খবর। পুলিশ কমিশনার ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। জানা গেছে, সোমবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিলিগুড়ি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আহত হন ২ পুলিশকর্মী। সোমবার সকালে এই ঘটনার পর থেকে থমথমে গোটা এলাকা। টহল দিচ্ছে পুলিশ। সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিতে অনুরোধ করেছেন পুলিশ কমিশনার।

মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার সূত্রপাত! ইসরো থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ বীরভূমের ছাত্র আরসালানকে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ এপ্রিল ঃ বিজ্ঞানই তাঁর প্রথম ভালবাসা। সেই ভালবাসাকে পাথেয় করেই দেশের শীর্ষ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল রামপুরহাটের ছাত্র আরসালান আহমেদ। আর সেই পথ পেরিয়েই এবার সরাসরি ইসরোর তরফে প্রশিক্ষণের ডাক পেয়েছে সে।বীরভূমের রামপুরহাটের সানঘাটা পাড়ার বাসিন্দা এবং একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র আরসালান এখন

পরিবারের গর্ব। ১৮ মে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে পৌঁছাতে হবে তাকে। সূত্র মারফত জানা গেছে, ওই প্রশিক্ষণ নিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাড়ে তিনশো জন খুদে ডাক পেয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দশ জন ডাক পেয়েছে। বীরভূম জেলা থেকে একমাত্র আরসালান ডাক পেয়েছে। প্রসঙ্গত এর আগে ২০২২ সালে রামপুরহাট এর এই বেসরকারি স্কুল থেকে এক জন খুদে বেঙ্গালুরুতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছিল। তিন বছর পরে আবারও একই স্কুল থেকে এক জন ছাত্র প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়ায় খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ। রামপুরহাটের সানঘাটা এলাকার বাসিন্দা আরসালানের বাবা ইমতিয়াজ আহমেদ ব্যবসা করেন। তিনি বলেন, ছেলে ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভাল। স্কুলের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলেছে। এর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। অন্যদিকে আরসালানও স্কুলের শিক্ষকদের অবদানের কথা স্বীকার করে। আরসালান জানায়, মার্চ মাসে ' ইয়াং সায়েন্টিস্ট প্রোগ্রাম'-এ অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করেছিলাম। তারপর সার্টিফিকেট যাচাই, কুইজ এবং বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ৭ এপ্রিল আমাকে নির্বাচিত হওয়ার খবর জানানো হয়। বিজ্ঞানচর্চার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলা আরসালানের এই সাফল্য শুধু তার নিজের জন্য নয়, গোটা বীরভূম জেলার জন্য গর্বের। এখন অপেক্ষা, শ্রী হরিকোটা থেকে ফিরে এসে সে আরও কী কী চমক দেখায়। আরসালান জানায় ১৮ মে তাকে পৌঁছতে হবে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী হরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে। সেখানেই আগামী দুই সপ্তাহ ধরে চলবে ইসরোর তরফে আয়োজন করা বিশেষ প্রশিক্ষণ।

চার দশক পর বড়সড় মেরামতি, দমদম-টালিগঞ্জ মেট্রো পরিষেবা বন্ধের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ প্রায় চার দশক পরে মেরামতির কাজ হতে চলেছে টালিগঞ্জ-দমদম লাইনে। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পরিষেবা বন্ধ থাকতে পারে। এমনটাই জানা যাচ্ছে রেল সূত্রে। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার উদয় কুমার রেড্ডি জানিয়েছেন আরআইটিইএসকে সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। লাইনের কাঠামো থেকে শুরু করে অন্যান্য সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে ওই সংস্থাটি। এই নিয়ে খুব শীঘ্রই রিপোর্ট দেবে সংস্থাটি। রেড্ডি আরও জানিয়েছেন, স্টেশনের অবস্থা, যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার বিষয়, লিফট ও এসকেলেটরগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই সমীক্ষা হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় খরচের হিসেব রেল বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ১৬.৪৫ কিলোমিটার লম্বা ওই দমদম-টালিগঞ্জ মেট্রোর সুড়ঙ্গটি তৈরি হয়েছিল কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে। ১৯৮৪ সালে দেশের মধ্যে প্রথম এই মেট্রো চালু হয় কলকাতায়। তার পর থেকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষন হলেও বড় কোনও মেরামতির কাজ হয়নি। ফলে রেলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এবার বড় মেরামতির কাজ করা প্রয়োজন। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে কোনও কোনও জায়গায় হালকা ধস নেমেছে। কোনও কোনও জায়গায় ট্র্যাকেরও ক্ষতি হয়েছে। ফলে রেড্ডির বক্তব্য, রেল পরিষেবা আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে ছাড়া মেরামতি সম্ভব নয়। এইসময় সিগন্যালিং পদ্ধতিও উন্নত করা হবে। বর্তমানে পিক আওয়ারসে মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হয় ৬ মিনিট অন্তর। এই সময় কমিয়ে আনার চেষ্টা হবে। প্রসঙ্গত, শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড রুট যোগ হয়ে গেলে যাত্রীচাপ আরও বাড়বে। ফলে আরও বেশি ট্রেনের প্রয়োজন হবে। ফলে লাইন সম্পূর্ণ মেরামতির প্রয়োজন।

বৈশাখে বসছে না বাংলাদেশের পঞ্চগড় সীমান্তে দুই বাংলার মিলন মেলা

ঢাকা, ১৪ এপ্রিল ঃ এবারের বৈশাখে বসছে না বাংলাদেশের পঞ্চগড় সীমান্তে দুই বাংলার মিলন মেলা। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-সহ (বিএসএফ) দু'দেশের সরকারের সম্মতি না থাকায় দুই বাংলার এই ভিন্ন আয়োজন বসছে না বলে জানা গেছে। এবারও হবে না কাটাতারে দাঁড়িয়ে দুই দেশের স্বজনদের চোখে চোখ রেখে কথা বলা। বাংলাদেশের বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মনিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, একই সঙ্গে ভিন্ন এই আয়োজন বন্ধ থাকায় সীমান্তের কাছে সর্বসাধারণের প্রবেশে নিরুসাহিত করা হয়েছে। সাধারণত বৈশাখের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিগত বাংলা নববর্ষে পঞ্চগড়ের অমরখানা, শুকানি, মাগুরমারি ও ভূতিপুকুর সীমান্ত বেশ কয়েকটি পয়েন্টের কাঁটাতারের পাশে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দুই বাংলার মিলনমেলা হতে দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি বৈশ্বিক মহামারির কারণে গত ২০১৯ থেকে সাল থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দুই বাংলার কাঁটাতারে মিলন মেলা বন্ধ রয়েছে। ২০১৮ সালের মিলন মেলায় দেখা গেছে, পঞ্চগড়ের অমরখানা, শুকানি, মাগুরমারি ও ভূতিপুকুর সীমান্তসহ বেশ কয়েকটি পয়েন্টের কাঁটাতারের পাশে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দুই বাংলার মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ এ দিনটিতে এপার-ওপার হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন সীমান্তের কাটাতারে বেড়ার কাছে। মাঝখানে কাটাতারেই একে অন্যের সঙ্গে কথা ও ভাব বিনিময় করেন। ২০১৯ সাল থেকে এ মিলন মেলা বন্ধ থাকায় এবারও সেই অন্যরকম আনন্দ চোখে পড়বে না। জানা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সঙ্গে ভাগ হয়ে যায় দুই বাংলার মানুষ। দেশ বিভক্তির আগে পর্যন্ত পঞ্চগড় ভারতের জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু দেশভাগের কারণে দু'দেশের বসবাসরত আত্মীয় -স্বজন বিভক্ত হয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও উভয় দেশের নাগরিকরা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে যাতায়াতের সীমিত সুযোগ পেতেন। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় ভারত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পর থেকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তারা। দারিদ্রের কারণে পাসপোর্ট করতে না পারায় দু'দেশের নাগরিকদের অনুরোধে প্রায় এক যুগের মতো সময় ধরে বিজিবি ও বিএসএফের সম্মতিতে নববর্ষের দিন তারা কাঁটাতারের দুই ধারে এসে দেখা করার সুযোগ পেতেন। নাড়ির টানে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, চাচা-চাচি, ভাই- বোন, আত্মীয়-স্বজনদের সান্নিধ্য আর মনের মাঝে দীর্ঘদিনের জমে থাকা অব্যক্ত আবেগ বিনিময় করতে পারতেন। একে অন্যকে হাত বাড়িয়ে কাছে টানার চেষ্টা, আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়া, দেখা-সাক্ষাৎ, কথোপকথন আর খোশগল্পে মেতে উঠতেন হাজারও মানুষ। স্বজন ও পরিচিতদের দেখে অনেকে আবেগে কেঁদে ফেলতেন, মনের আনন্দ- দু ঃখ ভাগাভাগি করতে পারতেন। আর এতে করেই তৈরি হয় সীমান্তের কাঁটাতারের মিলনমেলা।

আজ মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ বাংলার শুভ নববর্ষ। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে দোকানে দোকানে লক্ষ্মী ও গণেশ পুজোর পাশাপাশি হালখাতার অনুষ্ঠান হয়। তাই লক্ষ্মী ও গণেশ পুজো উপলক্ষ্যে বালুরঘাটের বুড়া কালীবাড়ীতে মৃৎশিল্পীরা চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকাল থেকেই লক্ষ্মী ও গণেশ সাজিয়ে নিয়ে বিক্রি করতে বসেছে। কিন্তু গতবছরের তুলনায় এইবছর রং থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরির যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতিমার দাম একলাফে অনেকটা বৃদ্ধি হওয়ায় বেশীরভাগ মানুষই এবার বড় প্রতিমার বদলে মাঝারি বা ছোট লক্ষ্মী ও গণেশ মূর্তি ক্রয় করছেন।

চলে ঐতিহ্যবাহী বাঁশখেলা, প্রাচীন এই পুজোর আসর ঘিরে অগণিত ভক্ত সমাগম

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল ঃ এই পুজোকে কেন্দ্র করে দু'দিন ব্যাপী চলে বাঁশ খেলা ও বাঁশ মেলা। বাঁশ গুলিকে প্রথমে সাজিয়ে তোলা হয় সুন্দর কাপড় দিয়ে। তারপর সন্তান কামনায় পুজো করা হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম পুজো এই মদনকাম। এই পুজোর বিশেষত্ব হলো বাঁশকে মদনকাম রূপে পুজো করা হয়। প্রতি বছর বাঁশ খেলার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী এই মদনকামের পুজোর আয়োজন করেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এই মদনকাম পুজোর মেলায় আসেন অগণিত বাসিন্দারা। এই পুজোকে কেন্দ্র করে দু'দিন ব্যাপী চলে বাঁশ খেলা ও বাঁশ মেলা। বাঁশ গুলিকে প্রথমে সাজিয়ে তোলা হয় সুন্দর কাপড় দিয়ে। তারপর সন্তান কামনায় পুজো করা হয়। পুজো করতে আসা এক ব্যক্তি উপেন বর্মন জানান, পুজোর পর দু'জন ব্যক্তিকে শিব এবং কালি ঠাকুর সাজিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো হয় এবং বাঁশ খেলা হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের আরেক ব্যক্তি সুবোধ চন্দ্র বড়ুয়া জানান, তবে দীর্ঘ প্রাচীন এই মদনকামের পুজোকে কেন্দ্র করে বাঁশ খেলা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে ভুয়ো ছবি পোস্ট করার অভিযোগে বিজেপি রাজ্য সভাপতির বিরুদ্ধে বর্ধমান সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল সোমবার। সোমবার এই অভিযোগটি দায়ের করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষ। রবিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তার এক্স হ্যান্ডেলে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে সেগুলিকে মুর্শিদাবাদের অশান্তির ছবি বলে দেখিয়েছিলেন। সেই পোস্ট দু'ঘণ্টার মধ্যে ডিলিটও করেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই ছবিগুলি পশ্চিমবঙ্গের নয়, বাইরের রাজ্যের পুরানো ছবি। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ছবি পোস্ট করে রাজ্যের অশান্তি সৃষ্টির চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ তুলে সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ বলেন, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বাংলার পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার ছড়াচ্ছে। ছাত্রসমাজকে ভুল পথে চালনা করার চেষ্টা করছে। বাংলার ছাত্র সমাজ কোনওভাবেই এই চক্রান্তকে মেনে নেবে না। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ্যের শান্তি এবং উন্নয়নের পক্ষে সবসময় ছিল, আছে এবং থাকবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাসের প্রতিবাদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ আন্দোলন ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ। আন্দোলনের নামে দুস্কৃতিদের তান্ডবে বাড়িঘর পোড়ানো থেকে দুই প্রতিমা শিল্পীকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে লাগাতার আক্রমনে নেমেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি। উত্তাপ বাড়ছে সামাজিক মাধ্যমেও। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দাঙ্গার কিছু পোষ্ট করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যা ফেক বলে দাবী তৃণমূলের।

চৈত্র মাসের শেষ দিন বহুরূপীদের কাছে রোজগারের বড় সুযোগ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল ঃ চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত হয় চড়ক পুজো। এই পুজো উপলক্ষ্যে গ্রাম বাংলায় মেলার আয়োজন করা হয়। শিব ভক্তরা একমাস কঠিন ব্রত রাখার পর চৈত্র সংক্রান্তির বিকেলে চড়ক পুজো করবেন।

চড়ক পুজোর বিশেষ আকর্ষণ বহুরূপীর নৃত্য। যার মহড়া চালিয়ে গিয়েছেন এই নৃত্যের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা। বহুরূপী সাজেন শিব ভক্তরা। তারা চৈত্রমাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ভক্তরা শিব, পার্বতী, কালী সহ একাধিক দেবতার সাজ নিয়ে ঘুরে বের হন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে শিবের গান পরিবেশন করে থাকেন তারা। আলিপুরদুয়ার জেলায় ফালাকাটায় বড় চড়ক মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় বহুরূপীদের নাচ দেখতে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। কেউ শিব, কেউ আবার সাজেন পার্বতী। গায়ে বিভিন্ন রং মেখে, বিভিন্ন গয়না পরে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন তারা। এখন তারাই হয়ে উঠেছেন মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। চড়ক পুজোয় তাঁদের সাজ হবে আরও উজ্জ্বল। মূলতঃ এই বহুরূপীরা বছরের এই সময় দেবতার রূপ নিয়ে এবং নাচ, গান করে বাড়তি টাকা উপার্জন করেন। এক বহুরূপী জানান, আমি পাঁচ বছর ধরে চড়ক পুজোর সঙ্গে যুক্ত। রীতিমত আনন্দের সঙ্গে এই কাজটি করি। আমরা শিব পার্বতী সেজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করি। চড়ক পুজোর মেলায় নাচ, গান দেখিয়ে আরও বেশি টাকা উপার্জন হয়। কেউ তো এখন আর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান না। যদি আমাদের দেখে নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসে, তাহলে তাঁদের বাড়তি উপার্জনের পথ প্রশস্ত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে গ্রেফতার হলেন দুর্গাপুরের এক প্রাক্তন রেল কর্মী। ধৃত ব্যক্তির নাম বাদল লস্কর। তিনি স্টিল টাউনশিপের অশোক এভিনিউয়ের বাসিন্দা। বাদলবাবুকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। সোমবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তার জামিন খারিজ করে দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

রানিগঞ্জে বাস দুর্ঘটনা, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, রানিগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল ঃ একটি র‍্যালিতে যোগ দিতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার একটি যাত্রীবোঝাই বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গেছে, বাসের মধ্যে থাকা ৬ জন এই ঘটনায় আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও আছে বলে জানা গেছে। জানা যাচ্ছে, জামুড়িয়ার চিচুড়িয়া থেকে বাসে করে যাত্রীরা একটি র‍্যালিতে যোগ দিতে যাচ্ছিল। তখনই ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের পিছনে গিয়ে ওই যাত্রীবোঝাই বাস সজোরে ধাক্কা মারে। তাতেই আহত হন বাসের চালক-সহ ৬ জন।

গোরক্ষপুর জংশন-গোরক্ষপুর ক্যান্টের মধ্যে গাড়িগুলো অন্য রুটে চালানো হবে

গোরক্ষপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ কুসমহি-গোরক্ষপুর ক্যান্ট- গোরক্ষপুর জং। রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক। গোরক্ষপুর জংশন-গোরক্ষপুর ক্যান্টের মধ্যে তৃতীয় লাইনের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এবং তৃতীয় লাইন প্রকল্পের আওতায় গোরখপুর স্টেশনের পুনর্নির্মাণ, বাতিল করা নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি পুনরুদ্ধার করা হবে এবং সেগুলিকে ডাইভার্টেড রুটে চালানো হবে। বাতিলকরণ পুনর্বহালের পর ডাইভার্টেড রুটে চলাচলকারী ট্রেনগুলি-- ১৫২১১১৫২১২ দারভাঙ্গা-অমৃতসর-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেস, ১৬ এপ্রিল থেকে ০৪ মে, ২০২৫ পর্যন্ত, মুজাফফরপুর-ছাপড়া গ্রামীণ-বারাণসী জং.-লখনউ (উত্তর রেলওয়ে)-রোজা হয়ে মুজফ্ফরপুর-চাপড়া গ্রামীণ-বারাণসী জং-এর মাধ্যমে চালানো হবে।- ১৫২৭৩ রাক্সৌল-আনন্দ বিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস, ১৪ এপ্রিল থেকে ০৩ মে, ২০২৫ পর্যন্ত, সাগৌলি-মুজাফফরপুর-ছাপরা গ্রামীণ-বারাণসী জং-লখনউ (উত্তর রেলওয়ে)- রোজা - র মাধ্যমে পরিচালিত হবে।- ১৫২৭৪ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-রাক্সৌল এক্সপ্রেস, ১৪ এপ্রিল থেকে ০৪ মে, ২০২৫ পর্যন্ত, রোজা-লখনউ (উত্তর রেলওয়ে)-বারাণসী জং-ছাপরা গ্রামীণ-মুজাফ্ফরপুর-সগৌলির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।- ১৫৫৩১ সহরসা-অমৃতসর এক্সপ্রেস, ২৭ এপ্রিল, ২০২৫-এ মুজাফফরপুর-ছাপড়া গ্রামীণ-বারাণসী জং-লখনউ (উত্তর রেলওয়ে)- রোজা-র মাধ্যমে পরিচালিত হবে।- ১৫৫৩২ অমৃতসর-সহরসা এক্সপ্রেস, ২৮ শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে রোজা-লখনউ (উত্তর রেলওয়ে)-বারাণসী জং-ছাপরা গ্রামীণ-মুজাফ্ফরপুরের মাধ্যমে চালিত হবে।- ২২৫৫১ দারভাঙ্গা-জলন্ধর সিটি এক্সপ্রেস, ০৩ মে, ২০২৫-এ সীতামাড়ি-মুজাফ্ফরপুর-ছাপরা গ্রামীণ-বারানসী জং-লখনউ (উত্তর রেলওয়ে)-রোজা-র মাধ্যমে চালিত হবে।- ২২৫৫২ জলন্ধর সিটি-দরভাঙ্গা এক্সপ্রেস, ০৪ মে, ২০২৫ তারিখে রোজা-লখনউ (উত্তর রেলওয়ে)-বারাণসী জং-ছাপরা গ্রামীণ-মুজাফফরপুর - সীতামাড়ির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

গরমে ব্যাপক ক্ষতি পান চাষে!

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় পান চাষ করতে দেখা যায় বহু চাষীকে। এই চাষ লাভজনক চাষ। তবে বছরের কিছু সময় এই চাষের মধ্যে অনেকটা সমস্যা দেখা দেয়। আর সেই সময় কৃষকদের একাংশ অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকেন। চলতি মরশুমের শুরু থেকে থেকেই গরমের মাত্রা বেড়েছে অনেকটা। রোদের প্রভাবে বেশ অনেকটাই ক্ষতি হচ্ছে পান চাষীদের একাংশের। বেশি মাত্রায় রোদের ফলে পান গাছ পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছু সময় গাছের গায়ে পোকার আক্রমণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে পাতা নষ্ট হয়ে ক্ষতি হচ্ছে। মাথাভাঙা মহকুমা এলাকার এক পান চাষী জানান, প্রায় ৪০ বছর ধরে এই পান চাষের সঙ্গে যুক্ত তিনি। চলতি মরশুমের শুরু থেকেই গরমের মাত্রা বেড়ে ওঠার কারণে রীতিমত ক্ষতি হচ্ছে পান চাষের। গাছের পাতা পচে যাচ্ছে বহু সময়। আর গাছের গোড়ার জল শুকিয়ে যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে। তখন বারবার জল দিতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এই সময় এক ধরনের সাদা ছোট্ট ধরনের পোকা দেখতে পাওয়া যায় এই গাছে। এই পোকাগুলি গাছের পাতা নষ্ট করে দেয়। দুই পান বিক্রেতা জানান, চলতি মরশুমে বাজারে লোকাল পানের চাহিদা থাকলেও যোগান পাওয়া যাচ্ছে না। মূলত গরমের বেশি তাপ থাকার কারণে পান পাতা নষ্ট হচ্ছে। তাই কৃষকেরা যেমন লাভ পাচ্ছেন না। তেমনি লোকাল পানের যোগান না থাকায় দাম থাকছে অনেকটাই বেশি। আরেক বিক্রেতা জানান, যতটুকু পান আসছে বেশিরভাগটাই বাইরের পান। ফলে কৃষকেরা বেশ অনেকটাই ক্ষতির সমুখীন হচ্ছেন চলতি মরশুমে। তবুও বেশ কিছু কৃষক অল্প সংখ্যক পানের সাপ্লাই দিচ্ছেন। তবে সেই পান বাজারের চাহিদা মেটাতে পারছে না। যদিও বর্তমানে এই পানের ক্ষতি কৃষকদের অনেকটাই সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছে। কৃষকদের আয়ের পরিমাণ কমে গেছে অনেকটাই। ফলে বেশ কিছু কৃষক পান চাষ ছেড়ে দিয়ে অন্য চাষ শুরু করেছেন। তবে সরকারি সহায়তা ও সঠিক কৃষি পরার্মশ যদি পান চাষীরা পান। তবে তাঁদের বেশ অনেকটাই উপকার হয়। যদিও তাঁরা এখনও কোনও সুবিধা পাননি।

আম্বেদকরের জন্মদিন পালিত হলো জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ এপ্রিল ঃ সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকর এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এদিন জলপাইগুড়ি পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার প্রাঙ্গনে ডঃ বি আর আম্বেদকর এর পূর্ণবায়ক মূর্তিতে মাল্যদান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজকের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় । মাল্যদান করেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনিন্দ্রনাথ বর্মন সহ অন্যান্যরা। এর পাশাপাশি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের পালিত হবার পর পৌরসভার অবস্থিত ডঃ বি আর আম্বেদকর এর পূর্ণরাযক মূর্তিতে মাল্যদান কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দিনটি সূচনা করা হয় । মাল্য দান করেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অম্লান মুন্সি সাধারণ সম্পাদক অসীম তরফদার সহ অন্যরা। এরপর আজ ১২ নম্বর ওয়ার্ডেও তিনটি যথাসাধ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ছবিতে মাল্যদান করেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনিন্দ্রনাথ বর্মন।

DHAVAL EXPORTS LIMITED
Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007
e-mail : mrgroup.del@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305

NOTICE

This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on Friday, the 30th day of May, 2025 at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Audited Financial Result for the Quarter ended **31st March 2025**

For Dhaval Exports Ltd.
Sd/-
Nitesh Jain
(Director)
DIN - 00454763

Place : Kolkata
Date : 14.04.2025

DATE OF BIRTH CHANGE

I, MOUSAM RANI, daughter of Manoj Kumar Pandey, **(D.O.B. 20/12/2000)**, residing at Ward No. 13, Nayan Sukh Nagar, Bhawanipur, Antichak, Bhagalpur, Bihar-813203, India, That my wrong date of birth is 20/12/2000 which is recorded and appeared in my School record lying with Army Public School, Ferozepur Cantt. vide CBSE Affiliation No. 1630048 School No. 04596, Book No. 25, SL. No. 4902, Admission No. 29323. That on earlier occasion at the time of my Acknowlegement No. Aadhaar Card in UDAI enrolment wherein my date of birth wrongly mentioned as 20/02/2000 vide 1119/20188/14509 dated 14/03/2013. as That afterwards in my Adhaar Card vide No. 8384-6681-1234 wherein again my date of birth correctly recorded 20/12/2004. That henceforth I sworn this affidavit for the purpose of rectification of my date of birth as 20/02/2000 & 20/12/2000 which is/are incorrectly mentioned in the aforementioned documents and also to insert my correct date of birth as 20/12/2004 as per record in my school documents and this date of birth is evident and authenticate before any competent authority as and when required. vide Affidavit before the Judicial Magistrate, Calcutta Incharge of Affidavit Section, Solemnly affirmed and declared before me at Calcutta No. 2708 on 11th April 2025.

DATE OF BIRTH CHANGE

I, SAKUNTALA SINGH, wife of Ganeswar Singh, Residing at AT-Salabani, Post-Rangamatia, Dist-Mayurbhanj, State-Odisha, Pin-757049, and present residing at Salt Lake, Sector-5, Kolkata, West Bengal, That my actual and correct date of birth is **15/06/1995** which has been recorded in my Pan Card and High School Certificate Examination Papers and documents. That inadvertently my date of birth has been recorded in my husband's (GANESWAR SINGH) Service Recorded as 15/06/1991 in place of my correct date of birth **15/06/1995** the authority concerned should be rectified it. vide Affidavit before the Judicial Magistrate, Calcutta Incharge of Affidavit Section, Solemnly affirmed and declared before me at Calcutta No. 759 on 3rd April 2025.

PUBLIC NOTICE
TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following Share Certificate of **CESC LIMITED** having registered office at **CESC House,Chowringhee Square, Kolkata, West Bengal, 700001**, registered in the name of the following Shareholder have been lost by him for Face Value of Re.1/-.

Name of the Holder(s)	Folio No.	Certificate No.(s)	Distinctive Nos.	No.of Shares
Darshana Kapil Vira Shanta Premji Gala	G06510	3925	603221- 8608220	5000

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share Certificates.
Any person who has a claim in respect of the said.securities should lodge such claim with the Company or its Registrar and transfer Agents **MUFG Intime India Pvt. Ltd. 59 C, Chowringhee Road, 3rd Floor,Kolkata,West Bengal, 700020 within 15 days** of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue duplicate certificate(s)

Name(s) of holder(s)/Applicant(s)
Darshana Kapil Vira
Shanta Premji Gala

Place : Mumbai
Date : 15.4.2025

আইএসএল ডাবলের পর বাগানের পরবর্তী লক্ষ্য সুপার কাপ ২০২৫

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ফুটবলের দুটি শ্রেষ্ঠ সম্মান-আইএসএল কাপ ফাইনাল এবং আইএসএল লিগ শিল্ড ধরে রাখার পর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট লক্ষ্য ২০২৫ সালের সুপার কাপের দিকে। ২০ এপ্রিল থেকে ভুবনেশ্বরে শুরু হতে চলেছে। তবে, কঠিন আইএসএল মরশুমের পর মেরিনাররা সম্ভবত পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে মন্দির নগরীতে যাত্রা করবে না। ক্লাবের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর অনুযায়ী, আইএসএল কাপ জয়ের পরদিনই প্রধান কোচ হোসে মোলিনা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সোমবারও আরেকটি বৈঠকের মাধ্যমে সুপার কাপের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী, আইএসএলে খুব কম খেলার সুযোগ পাওয়া খেলোয়াড়দের পাশাপাশি মোহনবাগানের ইমার্জিং রিজার্ভ স্কোয়াডের তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে দল গঠন করা হবে। এই রিজার্ভ দল ইতিমধ্যেই আরএফডিএল ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে তারা মণিপুরের ক্লাসিক এফএ-র বিপক্ষে ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে লড়বে। গত বছরের বিপরীতে, যখন সুপার কাপ মাঝ-মরশুমে জানুয়ারির আন্তর্জাতিক বিরতিতে এএফসি এশিয়ান কাপের সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের আসরটি ফুটবল ক্যালেন্ডারের সমাপ্তি ঘটাবে। ২০২৫-২৬ মরশুম জুলাইয়ের শেষে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, ব্যবস্থাপনা নিয়মিত প্রথম দলের খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছে যাতে ক্লান্তি এবং আঘাত এড়ানো যায়। সুপার কাপ ২০২৫-এর বিজয়ী এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর কোয়ালিফায়ারে জায়গা পাবে। যদিও মোহনবাগান এসজি ইতিমধ্যেই এই যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই তাদের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য মূলত নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া, নয় কেবল মহাদেশীয় স্থানের জন্য লড়াই। আইএসএলে খেলা ছয়জন বিদেশি খেলোয়াড় সম্ভবত এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন না। পরিবর্তে, সবার নজর থাকবে পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইসের দিকে, যিনি ক্লাবের সপ্তম বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এখনও মাঠে নামেননি। প্রাক্তন মেলবোর্ন সিটি এফসি ডিফেন্ডার এই টুর্নামেন্টে সবুজ-মেরুন জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নামতে পারেন, যা ভক্তদের তার সামর্থ্য দেখার সুযোগ দেবে। মোহনবাগানের সুপার কাপ অভিযান শুরু হওয়ার কথা ছিল চার্চিল ব্রাদার্সের বিপক্ষে ১৬ দলের এই নকআউট প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে। কিন্তু শনিবার চার্চিল ব্রাদার্স টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে। তারা ঘোষণা করে, এআইএফএফ-এর অন্যায্য এবং অস্বচ্ছ বাছাই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে। এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে'র কাছে লেখা একটি চিঠিতে চার্চিল ব্রাদার্স জানিয়েছে, 'আইএসএল-এর স্ট্যান্ডিং অনুসরণ করে বাছাই করা হলেও, আই-লিগের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ২০২৪-২৫ আই-লিগের শীর্ষ দল হিসেবে চার্চিল ব্রাদার্স এফসি-এর ১৪তম বাছাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এআইএফএফ স্ট্যান্ডিং উপেক্ষা করে অস্বচ্ছ লটারির মাধ্যমে ইন্টার কাশি এফসি-কে বাছাই দিয়েছে।' চার্চিলের প্রত্যাহারের ফলাফল নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। যদি তাদের প্রত্যাহার কার্যকর হয়, তবে মোহনবাগান প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়ে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারে-যেখানে তাদের মুখোমুখি হতে হবে ইস্ট বেঙ্গল বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের বিজয়ীর। চলমান বিতর্ক এবং অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, মোহনবাগান অটল রয়েছে। প্রথমবারের মতো আইএসএল ডাবল জিতে ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ক্লাবটি ১৭ এপ্রিল থেকে সুপার কাপ ২০২৫-এর প্রস্তুতি শুরু করবে-একবার দল চূড়ান্ত হয়ে গেলে। তরুণ প্রতিভা এবং নতুন মুখদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ, যারা মোহনবাগানের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অংশ হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার চার্চিল ব্রাদার্সের

সুপার কাপ নিয়ে চরম ডামাডোল!

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ সুপার কাপ শুরু হতে বাকি সাত দিন। তার আগে চরম ডামাডোল সুপার কাপ নিয়ে। গোয়ার টিম চার্চিল ব্রাদার্স ইতিমধ্যে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, সুপার কাপ খেলতে ইচ্ছুক নয় তারা। যদিও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে কিছুই জানানো হয়নি এখনও। চার্চিলের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য এআইএফএফের উপর ক্ষোভের কারণেই নেওয়া। আই লিগের মতো টুর্নামেন্ট নিয়ে ফেডারেশনের মনোভাবেই চটেছে তারা। শুধু চার্চিল নয়, ক্ষুব্ধ আরও অনেক ক্লাব। আই লিগ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও ঘোষণা হয়নি লিগ চ্যাম্পিয়ন কারা। লিগ টেবলের দিকে যদি নজর রাখা হয়, দেখা যাবে লিগ শীর্ষে রয়েছে চার্চিল ব্রাদার্স। ২২ ম্যাচ খেলে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে তারা। ঠিক পরেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশের দল ইন্টার কাশী। ২২ ম্যাচ খেলে ৩৯ পয়েন্ট তাদের। তা হলে সমস্যা কোথায়? চার্চিল ১ পয়েন্টে এগিয়ে ইন্টার কাশীর থেকে। সোজা হিসেবে চার্চিলই চ্যাম্পিয়ন। সমস্যাটা এখানেই। আই লিগের একটি ম্যাচে ইন্টার কাশী ও নামধারী এফসি মুখোমুখি হয়েছিল। ওই ম্যাচে নামধারী এফসি অবৈধ ভাবে বিদেশি প্লেয়ার খেলায়। সেই ম্যাচের তিন পয়েন্ট যদি কাশী পায়, তা হলে চ্যাম্পিয়ন হবে তারাই। বিষয়টি এখন এআইএফএফ-এর আপিল কমিটির কাছে আছে। সেখানে ঠিক হবে, কে চ্যাম্পিয়ন হবে এ বারের আই লিগে। তবে সুবিচার না পেলে কোর্ট অফ আরবিট্রেশনে যাওয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছে ইন্টার কাশী। চার্চিলের কর্ণধার আলেমাও চার্চিল বলেছেন, ''চার্চিল সুপার কাপ খেলবে কিনা, সেটা এখনই বলতে পারছি না। আমরা এখনও বিচার পাইনি। আমাদের এখনও আই লিগ ট্রফি দেওয়া হয়নি।'' শুধু চার্চিলই নয়, আই লিগের অন্য ক্লাবগুলি অর্থাৎ নামধারী, দিল্লি এফসি, আইজল এফসি, রিয়াল কাশ্মীর, শ্রীনিধি ডেকানও অভিযোগ করছে। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, ইন্টার কাশীকে বেশ কিছু ম্যাচে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

নীতা অম্বানীর কাছে রোহিতকে অধিনায়ক করার আর্জি সমর্থকের

শিরডী, ১৪ এপ্রিলঃ পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এ বারের আইপিএলেও ধুঁকছে। ছ'টি ম্যাচ খেলে দু'টিতে জয় পেয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়ারা। দলের পারফরম্যান্সে হতাশ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকেরা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কর্ণধার নীতা অম্বানীকে সামনে পেয়ে এক সমর্থক রোহিত শর্মাকে আবার অধিনায়ক করার অনুরোধ করেন। কয়েক দিন আগে শিরডী সাইবাবার মন্দিরে গিয়েছিলেন নীতা। মন্দিরের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এক সমর্থকের। নীতাকে সামনে পেয়ে সেই সমর্থক হাতজোড় করে অনুরোধ করেন, ''দয়া করে রোহিতকে আবার নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনুন।'' আর্জি শুনে নীতা মেজাজ হারাননি। হাসিমুখেই সেই সমর্থককে বলেন, ''সবই বাবার (সাইবাবা) ইচ্ছা।'' নীতার সঙ্গে এমআই সমর্থকের কথা বলার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। ঘটনাটি অবশ্য দিল্লি ক্যাপিটালস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের আগে। রবিবার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় জয় পেয়েছেন হার্দিকেরা। উল্লেখ্য, গত মরসুমে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে বরোদার অলরাউন্ডারকে অধিনায়ক করেছিলেন এমআই কর্তৃপক্ষ। আগের বার আইপিএলেও পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নদের পারফরম্যান্স ভাল হয়নি।

কষ্টের জয়ের মাঝে আর্সেনালকে হারানোর আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে রিয়াল

ভিক্টোরিয়া গ্যাসটেজ, ১৪ এপ্রিলঃ কঠিন সময়ে অবনমনের শঙ্কায় থাকা একটা দলের বিপক্ষেও ভীষণ ভুগতে দেখা গেল রিয়াল মাদ্রিদকে। দলটির জন্য যা মোটেও সুখকর কিছু নয়। তবে, আর্সেনালের বিপক্ষে আসছে অগ্নিপরীক্ষার আগে কষ্টার্জিত এই জয়ের মাঝেই ইতিবাচক দিক খুঁজে পাচ্ছেন দলটির সহকারী কোচ দাভিদে আনচেলত্তি। লা লিগায় আলাভেসের মাঠে রবিবার কিলিয়ান এমবাপে বাজে ফাউল করে লাল কার্ড দেখায় প্রায় এক ঘণ্টা ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় রিয়ালকে। তার আগেই করা এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার একমাত্র গোলটি আগলে রেখে জয় পায় দলটি। লিগ টেবিলের ১৭ নম্বর দলটির বিপক্ষে এতটা ভুগতে হওয়ায় অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু দেখছেন না দাভিদে আনচেলত্তি। আলাভেস যে তাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে, সেটা নাকি তারা আগেই ধারণা করেছিলেন। ''এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আমরা জানতাম, লড়াইটা সহজ হবে না। ম্যাচে যা কিছু (এমবাপের লাল কার্ড) হয়েছে, তা আমাদের কাজটা আরও কঠিন করে তোলে। তবে আগামী বুধবার আমরা যা করতে চাই, সেজন্য এই জয় আমাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে।'' এই জয়ের পর লিগ টেবিলে এখনও বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৩১ ম্যাচে ২০ জয় ও ছয় ড্রয়ে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে তারা। সমান ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। গত সপ্তাহে লা লিগায় ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে হারের তিন দিন পর, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনালের বিপক্ষে ৩-০ গোলে ধরাশায়ী হয় রিয়াল মাদ্রিদ। লন্ডনের ক্লাবটির মাঠে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগের ওই পরাজয়ে ইউরোপ সেরার টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে তারা। প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তির নিষেধাজ্ঞায় আলাভেস ম্যাচে রিয়ালের ডাগআউটে দায়িত্বে ছিলেন তার ছেলে দাভিদে আনচেলত্তি। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানান, অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে উঠতে তার দল প্রস্তুত। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মধ্যে কোনটি জেতা সহজ, এমন প্রশ্নে দাভিদে আনচেলত্তি বলেন, ''দুটিই কঠিন এবং আমরা দুটিই জেতার চেষ্টা করব। আমরা জানি, এজন্য আমাদের দলে যে মান আছে তা কেবল থাকলেই হবে না, এটা আমাদের অর্জন করতে হবে এবং কিছু বিষয় ভালোভাবে হতে হবে। তবে আমরা লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, এ বিষয়ে সবার বিশ্বাস আছে।'' আগামী বুধবার সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে বারোটায় শুরু হবে রিয়াল মাদ্রিদ ও আর্সেনালের লড়াইয়ের ফিরতি লেগ।

'বিরাট কাণ্ড', কোথায় গেল কিং কোহলির ব্যাট!

জয়পুর, ১৪ এপ্রিলঃ চলতি আইপিএল ভালই কাটছে কিং কোহলির। তাঁর ব্যাট বেশ কথা বলছে। তাঁর দলও লিগ টেবিলের তিন নম্বরে। বিরটা কোহলি নিজেও রয়েছেন চনমনে। আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদারকে ভালই গাইড করছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে হচ্ছেটা কী! এর আগে তাঁর সুগন্ধি নিয়ে হইচই বেঁধেছিল হয়েছিল। আর এবার হল কি না তাঁর উইলো কাঠের ব্যাট চুরি! কয়েক দিন আগে সাজঘরে কিং কোহলিকে না জানিয়েই তাঁর সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন এক সতীর্থ। সেই রেশ কাটার আগেই এ বার ড্রেসিংরুম থেকে 'চুরি' গেল তাঁর ব্যাট। রাজস্থান ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে এসে নিজের ব্যাট খুঁজতে হিমশিম খেলেন বিরাট। তবে উদ্ধার হয়েছে সেই ব্যাট, তাও আবার এক সতীর্থের ব্যাগ থেকে। আসলে এটা এপ্রিল মাস চলছে। আর আরসিবি শিবিরে পয়লা এপ্রিলের রেশ মনে হয় এখনও কাটেনি। তাই বোধহয় সিঙ্গাপুরজাত অজি ক্রিকেটার টিম ডেভিড একটু মসকরা করলেন বিরাটের সঙ্গে। ম্যাচ শেষে কোহলি সাজঘরে যাওয়ার আগেই তাঁর ব্যাগ থেকে একটি ব্যাট বার করে নিজের ব্যাগে রেখে দেন ডেভিড। বিরাট ব্যাগ গোছানোর সময় দেখেন সেখানে সাতটির বদলে রয়েছে ছ'টি ব্যাট। এই অবস্থায় বিরাট কিছুটা হতচকিত হয়ে সেখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। ব্যাট কোথায় রয়েছে, কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাও করেন। কিন্তু সবাই চুপচাপ ছিলেন, যেন কিছুই জানেন না। এরপর গোটা সাজঘর ঘুরে ব্যাগ খুঁজতে শুরু করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। অবশেষে টিম ডেভিডের ব্যাগ থেকে নিজের ব্যাট উদ্ধার করেন বিরাট। অজি তারকাকে ডিকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর ব্যাট কী ভাবে সেখানে গেল। উত্তরে অজি তারকার সাফ উত্তর, চুরি নয়, তিনি আসলে ধার নিয়েছিলেন। ডেভিড নাকি আসলে দেখতে চেয়েছিলেন, কোহলির ভাল খেলার পিছনে তাঁর ব্যাটের কী ভূমিকা রয়েছে। এই কথা শুনে কোহলির সঙ্গে হেসে ফেলেন সাজঘরের বাকিরাও।

হায়দরাবাদে কামিন্সদের হোটেলে অগ্নিকাণ্ড নিরাপদে সানরাইজার্সের খেলোয়াড়রা

হায়দরাবাদ, ১৪ এপ্রিলঃ হায়দরাবাদের বিলাসবহুল বঞ্জারা হিলস এলাকায় অবস্থিত পাঁচ তারকা পার্ক হায়াত হোটেলে সোমবার (১৪ এপ্রিল, ২০২৫) সকাল ৮টা ৫০-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই হোটেলেই আইপিএল ২০২৫-এর জন্য সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (এসআরএইচ) দল অবস্থান করছিল। তবে, সৌভাগ্যবশত, দলটি ঘটনার অনেক আগেই হোটেল ত্যাগ করেছিল। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, আগুন হোটেলের প্রথম তলায় শুরু হয় এবং দ্রুত ধোঁয়া করিডোরে ছড়িয়ে পড়ে। হোটেল কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে একাধিক ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখনও পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত ভিডিওতে দেখা গেছে, হোটেলের প্রথম তলা থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আগুনের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে তদন্ত চলছে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের খেলোয়াড় ও স্টাফদের নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আরও বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য, একই হোটেলে সোমবার সন্ধ্যায় তেলুগু সিনেমা 'ওডেলা ২'-এর প্রি-রিলিজ ইভেন্টের আয়োজন হওয়ার কথা ছিল। এদিকে, আইপিএল ২০২৫-এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাদের টানা চার ম্যাচের পরাজয়ের ধারা ভেঙেছে। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে দলটি শনিবার রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নেয়। পাঞ্জাব কিংসের দেওয়া ২৪৬ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সানরাইজার্সের ওপেনার ট্রাভিস হেড এবং অভিষেক শর্মা ১৭১ রানের ঝড়ো উদ্বোধনী জুটি গড়েন। বিশেষ করে অভিষেক শর্মা, যিনি এই টুর্নামেন্টে আগে তেমন ফর্মে ছিলেন না, ৫৫ বলে ১৪১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। মাত্র ১৮.২ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় সানরাইজার্স, যা আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড। পার্ক হায়াত হোটেলের এই অগ্নিকাণ্ড হায়দরাবাদ শহরে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বঞ্জারা হিলসের মতো অভিজাত এলাকায় এমন ঘটনা স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত পদক্ষেপ এবং হোটেল কর্মীদের তৎপরতার কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্টে আগুনের কারণ সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ক্রসবার কাঁপিয়েও গোল পেলেন না মেসি, জিতল না মায়ামি

ম্যাড়ম্যাড়ে প্রথমার্ধের পর দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করলেন লিওনেল মেসি। আশাহত হলেন প্রতিবার। ক্রসবারে লেগে ফেরত এলো আর্জেন্টাইন মহাতারকার দুটি ফ্রি-কিক। লুইস সুয়ারেজ জালে বল পাঠালেও অফসাইডে তা বাতিল হলো। বারবার সুযোগ হারিয়ে ড্র করে মাঠ ছাড়ল ইন্টার মায়ামি।

শিকাগো, ১৪ এপ্রিলঃ মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র করল ইন্টার মায়ামি। এবার শিকাগোর বিপক্ষে তাদের মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছেন লিওনেল মেসিরা। ম্যাচে অবশ্য একাধিকবার গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন মেসি। ফ্রি-কিক থেকে দুবার মেসির শট কাঁপিয়ে দিয়েছিল ক্রসবারও। কিন্তু শিকাগোর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দর্শক উপস্থিত (৬২,৩৫৮ জন) থাকার দিনে মেসির ভাগ্যে এদিন কোনো গোলই যে লেখা ছিল না। ফলে নিজেকে উজাড় করেও শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরতে হয়েছে আর্জেন্টিনার অধিনায়ককে, যা হতাশার কারণ হয়েছে মায়ামিরও। শিকাগোর মাঠে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই গোল পেতে পারতেন মেসি। কিন্তু বক্সের বাইরে থেকে মেসির শট কোনোভাবে আঙুল লাগিয়ে ঠেকান শিকাগো গোলরক্ষক ক্রিস ব্রাডি। কিন্তু কে জানত, মেসির হতাশা মোড়ানোর ম্যাচের সেটা ছিল শুরু। এরপর মেসি ও মায়ামির একের পর এক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। একাধিকবার কাছাকাছি গিয়ে গোলবঞ্চিত থেকেছে আয়োজক শিকাগোও। সোলজার ফিল্ডে এদিন মেসির হতাশা চূড়া স্পর্শ করে ম্যাচের ৬৩ মিনিটে। বক্সের বাইরে থেকে সুবিধাজনক জায়গায় ফ্রি-কিক পেয়েছিল মায়ামি। কিন্তু মেসির নেওয়া শট গোলরক্ষকের আঙুলে লেগে প্রতিহত হয় ক্রসবারে। একই হতাশা আবার ফিরে আসে ম্যাচে ৮৫ মিনিটে। এবার মায়ামি ফ্রি-কিক পায় ডান পাশের কর্নারের কাছাকাছি জায়গায়। দুরূহ কোণ থেকে দুর্দান্ত এক শটই নিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু এবারও মেসির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই ক্রসবার। ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো হতাশ হতে হয় মেসিকে। একই সঙ্গে যা মায়ামিরও হতাশারও কারণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদের। টানা দুই ড্রয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে আছে মায়ামি। ৭ ম্যাচে ৪ জয় ও ৩ ড্রয়ে মায়ামির পয়েন্ট ১৫। ওপরে থাকা তিনটি দলই অবশ্য মায়ামির চেয়ে একটি করে ম্যাচ বেশি খেলেছে। শীর্ষে কলম্বাসের পয়েন্ট ৮ ম্যাচে ১৮। এই কলম্বাসের বিপক্ষেই ১৯ এপ্রিল রাতে পরের ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি।

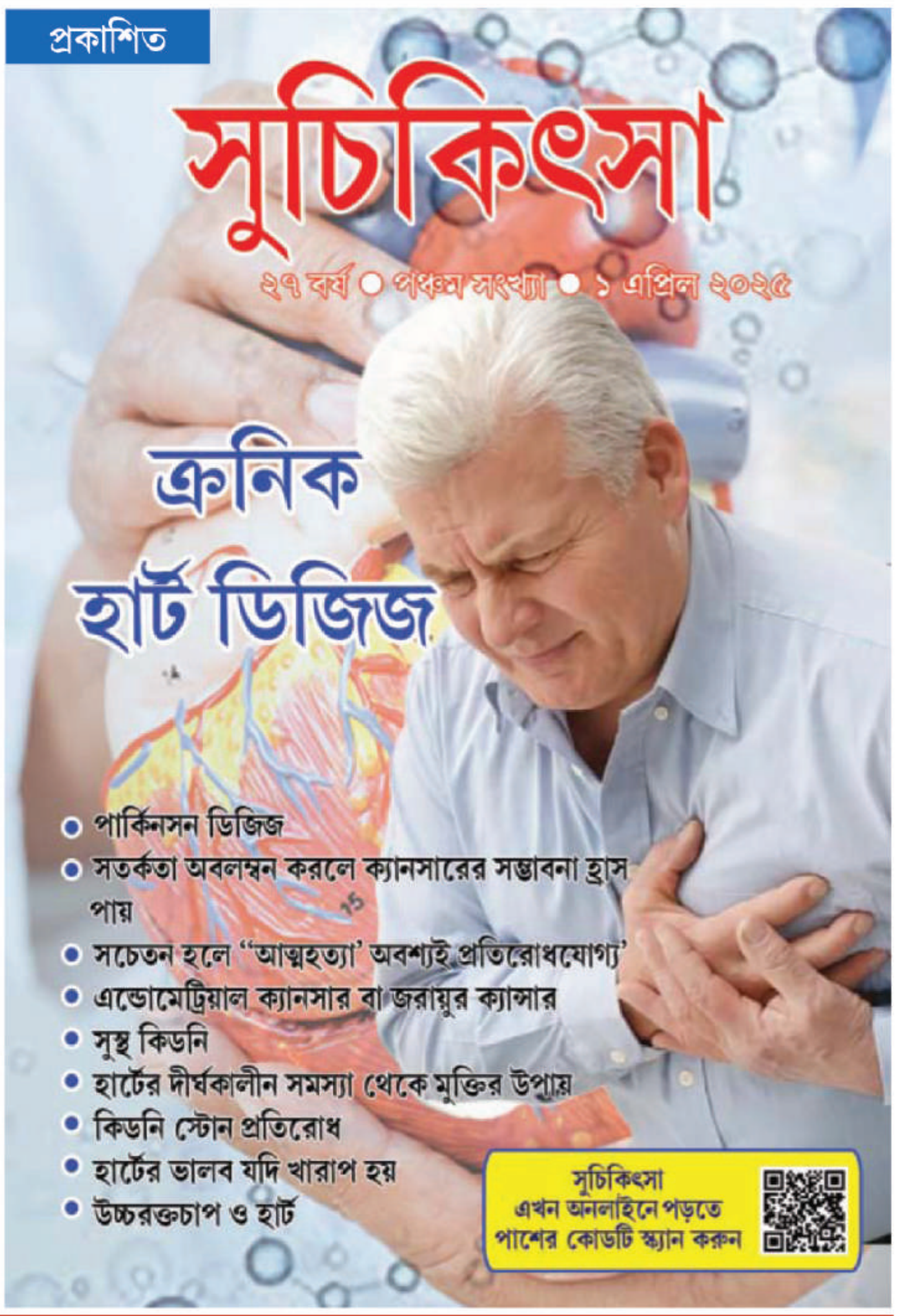

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com